www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আল মদিনা প্রকাশনী প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

১. তাফসীরে আমপারা
২. দালায়িলুল খায়রাত
৩. দরূদে মুকাদ্দাস শরীফ
৪. খাসায়িসে মোস্তফা (সা.)
৫. নেজামে মোস্তফা (সা.)
৬. শেফা শরীফ
৭. কালজয়ী তিন তাফসীর
৮. সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ (রাহ.) জীবনী গ্রন্থ
৯. ফয়সালায়ে পঞ্জ মাসয়ালা
১০. ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব
১১. মা' সাবাতা বিস্ সুন্নাহ
১২. শব্দার্থে আল কুরআন (আমপারা)
১৩. আসরারুল আহকাম (শরয়ী বিধানের গূঢ় রহস্য)
১৪. শম-এ শবেস্তানে রেযা
১৫. খজিনায়ে দরূদ শরীফ
১৬. চারটি হাদিস সম্পর্কে বিভ্রান্তির নিরসন
১৭. হক বাতিলের পরিচয়
১৮. ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)
১৯. চট্টগ্রামের বার আউলিয়া জীবনী গ্রন্থ
২০. মালফুজাতে আ'লা হযরত (সম্পূর্ণ)
২১. আল আতায়াল গাউসিয়া ফিল ফতোয়ার রহমানিয়া (ফতোয়া গ্রন্থ)
২২. বাগে খলিল (১ম, ২য় খন্ড)
২৩. বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস সংকলন
২৪. ইমাম নববীর চল্লিশ হাদীস ও ইসলামী মনীষীদের বাণী...
২৫. মোনাজাতে মকবুল
২৬. মুকাম্মাল মজমুয়ায়ে ওজায়েফ ও মাসনূন দোয়া সমগ্র
২৭. বিষয়ভিত্তিক কুরআন-হাদীস সঞ্চয়ন
২৮. নূরানী পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন শিক্ষা
২৯. জিয়ারতে রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা.)
৩০. ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)

মালফুযাতে আ'লা হযরত

শাহজাদা আ'লা হযরত তাজেদারে আহলে সুন্নাত
মুফতি আযম মাওলানা মুস্তফা রেযা বেরলভী (রহঃ)

Cover Design: ZAHIR
CW cg. 01818165688

মালফুযাত-ই-আ'লা হযরত

3

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

শাহজাদা আ'লা হযরত তাজেদারে আহলে সুন্নাত
মুফতি আযম মাওলানা মুস্তফা রেযা বেরলভী (রহঃ)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৯০. আলেমের সান্নিধ্যে বস # ১৮৮
৯১. তিন তালাক (মুগাল্লাজা) প্রাপ্তা মহিলা তাহলীল ব্যতীত প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না # ১৮৮
৯২. রাসূলের যুগে তালাকে মুগাল্লাজার ঘটনা # ১৮৮
৯৩. স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী মুখ দেখতে পারে ও কাঁধে নিতে পারে # ১৮৯
৯৪. হিংসার কুফল # ১৮৯
৯৫. তা'জিয়া মিছিল দেখার বিধান # ১৮৯
৯৬. বানরের নাচ ও মুরগির লড়াই দেখা জায়েয নেই # ১৮৯
৯৭. বুযর্গদের ছবি বরকতের নিয়তে নেয়া হারাম # ১৮৯
৯৮. ফজর নামাযে দোয়া কুনুতের সুফল # ১৮৯
৯৯. অজুর রুকন, দোয়াসহ অজুর বিস্তারিত বর্ণনা # ১৮৯
১০০. অজুর সুন্নত পদ্ধতি # ১৯০
১০১. কুলি করার সময়ের দোয়া # ১৯১
১০২. নাকে পানি দেয়ার সময়ের দোয়া # ১৯১
১০৩. ডান হাত ও বাম হাত দোয়ার সময়ের দোয়া # ১৯১
১০৪. মাসহ করার সময়ের দোয়া # ১৯২
১০৫. ঘাড় মাসহ করার সময়ের দোয়া # ১৯২
১০৬. ডান ও বাম পা ধৌত করার সময়ের দোয়া # ১৯২
১০৭. অজুর পরের দোয়া # ১৯৩
১০৮. নামাযের প্রয়োজনীয় সাবধানতা # ১৯৩
১০৯. মুসলমান হওয়ার মাপকাঠি # ১৯৪
১১০. শোক গাঁথা শুনার বিধান # ১৯৪
১১১. শাহাদতের আলোচনায় হৃদয়ালে যাওয়া # ১৯৪
১১২. খারাপ ধারণা হারাম, ইমাম জাফর সাদেকের ঘটনা # ১৯৬
১১৩. কালো খিজাব হারাম; বিশ্লেষণ ধর্মী আলোচনা # ১৯৭
১১৪. মূর্খ পীরের মুরিদ হওয়া হারাম # ১৯৮
১১৫. পুরুষের মহিলার মত চুল রাখা হারাম # ১৯৯
১১৬. হযরত গিসু দরাজের ঘটনা # ১৯৯
১১৭. বংশীয় লোকের মর্যাদা আলাদা # ১৯৯
১১৮. রাফেজীর সাথে বিবাহ, সালাম, কালাম সব হারাম # ২০০
১১৯. ওয়াহাবী দেওবন্দী, কাদিয়ানী ইত্যাদির বিধান # ২০১
১২০. বদমাযহাবীর প্রতি কি রূপ আচরণ করা হবে # ২০১
১২১. পাপের প্রচার ও পাপ # ২০৩
১২২. আ'লা হযরতের জবলপুর পরিভ্রমণের সময় তাঁর হাতে তাওবা কারীদের তালিকা # ২০৪
১২৩. আংটি সম্পর্কীয় শরীয় বিধান # ২০৭
১২৪. দাড়ি লম্বা কারীদের উপর আল্লাহর রাসূল অসন্তুষ্ট # ২০৭
১২৫. সুদ খোরদের কিয়ামতের দিন কি অবস্থা হবে # ২০৭
১২৬. ঔষুধ সেবন দ্বারা সাদা চুল কালো হলে অসুবিধা নেই # ২০৮
১২৭. শুভ বিদায়ের জন্য দোয়া # ২০৮
১২৮. কাফেরদের নিদর্শনাবলী দেখলে এ দোয়াটি পড়বে # ২০৯
১২৯. কলেমা শাহাদতের বরকত সমূহ # ২১০
১৩০. খোৎবার সময় নামায পড়ো না # ২১১
১৩১. গান বাজনা শ্রবণকারীদের শরীয়তের বিধান # ২১২
১৩২. মহামারী রোগ থেকে পলায়নকারীদের বিধান # ২১৩
১৩৩. সাহেবে তরতিব কাকে বলে # ২১৩
১৩৪. মহিলাদের মাজারে যাওয়া # ২১৩
১৩৫. মদিনা শরীফে উপস্থিতির চারটি বড় নি'মত # ২১৩
১৩৬. মসায়েল ও আহকামে মসজিদ # ২১৩

[তৃতীয় খণ্ড]

১. পাগড়ীর দু'প্রান্তের বিধান # ২২১
২. তামা ও লৌহের আংটির বিধান # ২২১
৩. টুপি ও কাপড়ে ফুলের বিধান # ২২১
৪. আংটি কোন আঙ্গুলে পরিধান করবে # ২২২
৫. নিজের নাম ক্ষুধাই করা আংটি নিয়ে বাথরুমে যাওয়া # ২২২
৬. 'আল্লাহ সাহেব' বলা # ২২২
৭. মখমলের বিধান # ২২২
৮. রেশমী কাপড়ের বিধান # ২২২
৯. তামা ও পিতলের তাবিজের বিধান # ২২২
১০. রূপা ও স্বর্ণের ঘড়ি রাখার বিধান # ২২৩
১১. নাপাক পানি দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বৃক্ষের ফল খাওয়া # ২২৩
১২. ওরশে গান-বাজনা হলে শরীক হতে পারবে কিনা? # ২২৪

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

১৩. সাজ্জাদানশীন বদমাযহাবপন্থী হলে # ২২৪
১৪. মুসা আলাইহিস সালাম অলির নিকট যাওয়া # ২২৪
১৫. তাওরীতে সবকিছুর বর্ণনা আছে # ২২৪
১৬. তাওরীতের কটি সমূহ আল্লাহর # ২২৫
১৭. খবরে ওয়াহিদ সম্পর্কে # ২২৫
১৮. তাফসীরের ইমাম কারা? # ২২৫
১৯. কুরআনে প্রত্যেক কিছুর বর্ণনা বিদ্যমান # ২২৫
২০. অদৃশ্য জ্ঞানের সংজ্ঞা # ২২৫
২১. আল্লাহ তায়ালা কুরআনের রক্ষক # ২২৫
২২. পূর্বাপর জ্ঞান দ্বারা উদ্দেশ্য # ২২৭
২৩. ঘোড়ার গদিতে কুরআন রাখা # ২২৭
২৪. শিশুরোগের আমল # ২২৮
২৫. বড় চেরাগ জ্বালানোর নিয়ম # ২২৯
২৬. সূরা মুজাম্মিল তেলাওয়াতের ফযিলত # ২৩০
২৭. কুরআনের প্রভাব # ২৩০
২৮. হুযূর ﷺ কম্বল আচ্ছাদিত ছিলেন # ২৩১
২৯. হুযূর ﷺ-এর পবিত্র পোশাক # ২৩১
৩০. মোমবাতি জ্বালানোর বিধান # ২৩১
৩১. মুসাফির ইমামের পিছনে নামায # ২৩২
৩২. দ্বিতীয় জামাতের বিধান # ২৩২
৩৩. জানাযার নামাযের কাতার # ২৩২
৩৪. সংক্রামক রোগীর কাছে যাওয়া # ২৩২
৩৫. বিবাহের খুৎবা দাঁড়িয়ে দেওয়া # ২৩৩
৩৬. শিক্ষকের সেবা # ২৩৩
৩৭. সফরের গুরুত্ব ও বিধান # ২৩৩
৩৮. ওয়াহাবীর বিবাহ পড়ানো # ২৩৩
৩৯. ওলিমার বিধান # ২৩৩
৪০. বিবাহেরপর খেজুর ছিটানো # ২৩৪
৪১. কালো খিজাবের বিধান # ২৩৪
৪২. নামায কসর পড়লে # ২৩৪
৪৩. জানাযার নামায তাড়াতাড়ি পড়া # ২৩৫
৪৪. মৃতের সাথে কবরস্থানে মিষ্টি নেয়া # ২৩৫
৪৫. কামভাবসহ মহিলাকে স্পর্শ করা # ২৩৫
৪৬. নামাযের কাফফারায় কুরআন শরীফ দেয়া # ২৩৫
৪৭. খুৎবার সময় হাতে লাঠি নেয়া # ২৩৬
৪৮. হযরত ﷺ-এর নামে শপথ করা # ২৩৬
৪৯. তামা পিতলের খিলাল ব্যবহার করা # ২৩৬
৫০. মহিলার সালামের উত্তর দেয়া # ২৩৬
৫১. ফজরের সুন্নাতের সময় # ২৩৭
৫২. জুহরের সুন্নাত না পড়ে ইমামতি # ২৩৭
৫৩. জুমার সুন্নাত # ২৩৭
৫৪. কিমিয়া অর্জন করা # ২৩৭
৫৫. বেলায়ত প্রমাণের পন্থা # ২৩৮
৫৬. কুরআন শরীফ উল্টো পড়া # ২৩৮
৫৭. মহিলাদের মিসওয়াক # ২৪১
৫৮. বায়নার বিধান # ২৪১
৫৯. মৃতের আলাদা দাঁত # ২৪২
৬০. নামাযে দু'জন মহিলার মধ্যখান থেকে বের হওয়া # ২৪২
৬১. কাতারে পুরুষ আগে ও মহিলা পিছনে হলে # ২৪৩
৬২. ইমাম নামাযে ক্বেরাত ভুল পড়লে # ২৪৩
৬৩. পতিতাদের মসজিদে চাঁদা দেয়া # ২৪৩
৬৪. কর্জ উসূলের খরচ # ২৪৪
৬৫. নবী ও অলীগণের কবর জীবন # ২৪৫
৬৬. পুণ:জন্মের কথা বলা # ২৪৬
৬৭. মদ বিক্রেতার কাছে বিক্রয় # ২৪৭
৬৮. পতিতাদের ঘর ভাড়া দেয়া # ২৪৭
৬৯. চিকিৎসা নেয়া # ২৪৭
৭০. পশু শিকারের নিয়ম # ২৪৮
৭১. বিড়াল ও কুকুর বেহেশতে যাবে # ২৪৮
৭২. সংক্রামক রোগ কী? # ২৪৮
৭৩. মৃতরা শ্রবণ করে # ২৪৯
৭৪. সিদরাতুল মুনতাহা # ২৫১
৭৫. ওয়াহাবীদের হেদায়তের জন্য দোয়া # ২৫৪
৭৬. দাঁড়িতে গিরা দেওয়া # ২৫৫

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৭৭. চোখের জ্যোতি বৃদ্ধির আমল # ২৫৫
৭৮. গাউসে পাকের আকৃতি # ২৫৬
৭৯. জুমা পড়ানো কার হক # ২৫৭
৮০. তাশাহহুদের স্থলে ফাতিহা পড়া # ২৫৭
৮১. মৌখিক ঈমান # ২৫৭
৮২. শুকরের সিজদা # ২৫৭
৮৩. সূর্য উদয় ও অস্তের সময় জানাযা # ২৫৮
৮৪. মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা # ২৫৮
৮৫. ব্যভিচারের শাস্তি # ২৫৮
৮৬. ব্যভিচারে কাদের হক নষ্ট হয়? # ২৫৮
৮৭. দখলী বন্ধক # ২৫৯
৮৮. খিলাল করা # ২৫৯
৮৯. অজু অবস্থায় মিথ্যা বলা ও গীবত করা # ২৫৯
৯০. ঔষধে নেসা থাকলে # ২৬০
৯১. অশ্রু বের হলে অজুর বিধান # ২৬০
৯২. বেলায়ত ও নবুয়ত # ২৬০
৯৩. ওরশের দিন নির্ধারণ করা # ২৬০
৯৪. ওরশে অনৈসলামিক কাজ হলে # ২৬১
৯৫. কিয়ামত সন্নিকটের চিহ্ন # ২৬২
৯৬. অনেক শতাব্দি থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম আসমানে # ২৬৪
৯৭. মুতাওয়াল্লির অনুমতি ব্যতিত মসজিদে ওয়াজ # ২৬৬
৯৮. জীবদ্দশায় নিজের ঈসালে সওয়াব # ২৬৬
৯৯. কবরের উপরে হাঁটার বিধান # ২৬৭
১০০. وما قتلوه وما صلبوه এর অর্থ # ২৬৭
১০১. তাভীল কতটুকু বৈধ? # ২৬৮
১০২. খড়ম পরিধানের বিধান # ২৬৯
১০৩. খুৎবাতে খুলাফায়ে রাশেদীনের নাম উল্লেখ করা # ২৬৯
১০৪. খুৎবাতে গাউসে পাকের নাম উল্লেখ করা # ২৬৯
১০৫. খুৎবাতে আলিমদের জন্য দোয়া করা # ২৬৯
১০৬. সৈয়দ জাদাহকে আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষকের প্রহার করা # ২৬৯
১০৭. শাবান মাসে নিকাহ # ২৬৯
১০৮. ফারুকে আজমের ইসলাম # ২৭০

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

১০৯. আবু জর গিফারী কোন নবীর পদাংকে ছিলেন # ২৭২
১১০. বিপদে অলীর সাহায্য কামনা # ২৭৩
১১১. ولو كان موسى حيا...الخ হাদিসটির অর্থ # ২৭৪
১১২. শায়খের সামনে চুপ থাকা উত্তম # ২৭৫
১১৩. নফস ও রূহের পার্থক্য # ২৭৬
১১৪. বিপদগ্রস্থ মানুষ দেখলে যে দোয়া পড়তে হয় # ২৭৭
১১৫. মধ্যমপন্থী উম্মত দ্বারা উদ্দেশ্য # ২৭৭
১১৬. চাঁদ দেখার নীতিমালা # ২৭৮
১১৭. মুরগী পানিতে ঠোঁট দিলে # ২৮২
১১৮. নাপাক পানি গরম করলে # ২৮২
১১৯. কুকুরের পশম পাক কিনা? # ২৮৩
১২০. খুলাফায়ে রাশেদা কারা? ২৮৩
১২১. অন্তরে তালাকের শব্দ বললে # ২৮৪
১২২. নাস্তিক মহিলা ইসলাম গ্রহণ করলে # ২৮৪
১২৩. মৃগী রোগ কী? # ২৮৪
১২৪. গ্রামো ফোন এর হুকুম # ২৮৪
১২৫. জন্তুকে খাবার খাওয়ানো # ২৮৫
১২৬. থানভী কি সৈয়দ? # ২৮৫
১২৭. আইয়্যামে বিজ এর রোজা # ২৮৫
১২৮. রাসূল ﷺ-এর পবিত্র নামে চুম্বন দেয়া # ২৮৬
১২৯. নুহ আলাইহিস সালাম প্রথম রাসূল কিভাবে? # ২৮৬
১৩০. মুজাদ্দিদে আলফে সানি নিজকে গাউসে পাকের উপর শ্রেষ্ঠ বলেছেন? # ২৮৭
১৩১. ওয়ারিশবিহীন গরু-ছাগল নিলামে খরিদ করা # ২৮৮
১৩২. দেওবন্দী, কাদিয়ানীদের সর্বক্ষেত্রে বর্জন করা # ২৮৯
১৩৩. হযরত ﷺ-এর উসিলায় পানি ও খাদ্যে বরকত হওয়া # ২৮৯
১৩৪. উস্তনে হান্নানার ঘটনা মুতাওয়াতির # ২৯০

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

১২. কেবলার দিকে পা দেয়া সর্বস্থানে নিষেধ। মসজিদে কোন দিকে পা বিছিয়ে দেবে না যা আদব পরিপন্থী। হযরত ইব্রাহীম আদহাম (কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজ) একাকী বসা ছিলেন পা বিছিয়ে দিয়ে। মসজিদের কোণ থেকে অদৃশ্যের আওয়াজ এলো, ইব্রাহীম রাজা বাদশাহর সামনে এভাবে বসেন? সাথে সাথেই পা গুটিয়ে নেন এভাবে গুটিয়েছেন যে মৃত্যুর সময় পা প্রসারিত করেছেন।

১৩. ব্যবহৃত জুতা পরিধান করতঃ মসজিদে যাওয়া বেআদবী, ইজ্জত ও অপমান প্রথা ও প্রচলনের উপর নির্ভরশীল। হ্যাঁ, নতুন জুতা পরে যেতে পারে। তা পরে নামায পড়া মুস্তাহাব ও আফজল তবে পায়ের পাঞ্জা এত শক্ত হতে পারবে না যে সিজদার সময় আঙ্গুল সমূহের পেট জমিনে লাগতে বা স্পর্শ করতে দেয় না। 'বাহরুর রায়িক'-এ আছে আমিরুল মু'মিনীন মাওলা আলী কররমাল্লাহু ওয়াজ হাহুল করিম দু'জোড়া জুতা রাখতেন, ব্যবহৃত জুতা পরে মসজিদের দরজা পর্যন্ত আসতেন অপরটি অব্যবহৃত জুতা পরে মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করতেন।

১৪. মসজিদে এখানকার (ভারতের) কোন কাফেরকে আসতে দেয়া কঠোরভাবে না জায়েয এবং মসজিদের বেহুরমতি। ফিক্বহে জিম্মিদের প্রবেশের বৈধতার কথা আছে, এখানকার কাফেরগণ জিম্মি নয়। কতই নিষ্ঠুরতা ও ভীষণ জুলুম তারা তোমাদের ক্রীড়ানক মনে করে, যে জিনিস তোমাদের হাতে লাগে তা নাপাক মনে করে, সওদা সামগ্রী দুর থেকে ঢেলে দেয়, পয়সা নিলে তা আলাদা করে রাখে। অথচ তাদের অপবিত্রতার উপর কুরআন, সাক্ষী আছে। তোমরা ঐসব অপবিত্রদেরকে নিজেরেদ মসজিদে আসতে অনুমতি দিচ্ছ, তাদের অপবিত্র পা তোমাদের মাথা রাখার স্থানে রাখছে। নাপাক দেহ নিয়ে প্রভুর দরবারে আসছে। আল্লাহ হেদায়ত করুন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

Nicher link e click koren:
website: www.yanabi.in
whatsapp group: www.wa.yanabi.in
facebook page: www.fb.yanabi.in
youtube: www.yt.fb.yanabi.in

Nicher link e click koren:
website: www.yanabi.in
whatsapp group:
www.wa.yanabi.in
facebook page: www.fb.yanabi.in
youtube: www.yt.fb.yanabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

আসরের পর জনৈক বন্ধু একজন রোগীর আলোচনা করত: আরজ করে, সীমাহীন জ্বর। এ প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেন, সীমাহীন জ্বরের অর্থ এই যে, তার কোন শেষ নেই, কখনো কমে যাবে না। অতঃপর বলেন, সূরা মুজাদালা শরীফ যা আটাশতম পারার প্রথম সূরা আসরের নামাযের পর তিনবার পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করিয়ে দেবে।

প্রশ্ন : পাগড়ীর দু'প্রান্তের পরিধির হুকুম কী?

উত্তর : এ বিষয়ে প্রনিধান যোগ্য হচ্ছে এই- যদি চার আঙ্গুলের চাইতে অধিক হয় তাহলে নিষেধ।

প্রশ্ন : হুযূর! তামা অথবা লৌহের আংটির বিধান কী?

উত্তর : পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য মাকরুহ।

প্রশ্ন : তার কি কারণ রূপার আংটি বৈধ রাখা হয়েছে যা অধিক মূল্যবান আর তামা ইত্যাদি মাকরুহ?

উত্তর : রোপার আংটি পরকালের স্মরণের জন্য জায়েয রাখা হয়েছে যে, স্বর্ণ ও রূপা বেহেশতীদের অলংকার, তামা ইত্যাদির সেখানে কী কাজ। (অতঃপর বলেন) একজন লোক হুযূরের কাছে গমন করেন তার হাতে পিতলের আংটি ছিলো, তিনি ইরশাদ করে, مَا لِى أَرَى فِى يَدِكَ حُلْيَةَ الأَصْنَامِ 'কি ব্যাপার, আমি তোমার হাতে মুর্তির অলংকার দেখছি।' তিনি খুলে নিক্ষেপ করেন, দ্বিতীয় দিন লৌহার আংটি পরে উপস্থিত হন তিনি ইরশাদ করেন, مَا لِى أَرَى فِى يَدِكَ حُلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ 'কি ব্যাপার আমি তোমার হাতে দোযখীদের অলংকার দেখছি।' তিনি খুলে নিক্ষেপ করেন। আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন জিনিস দিয়ে আংটি প্রস্তুত করব? ইরশাদ করেন, إِتَّخِذْهُ مِنَ الْوَرَقِ لَا تُتِمَّهُ مِثْقَالاً 'রূপা দিয়ে আংটি প্রস্তুত কর এবং এক 'মিসকাল' অর্থাৎ সাড়ে চার মাসা পূর্ণ করো না।'

প্রশ্ন : টুপি অথবা কাপড়ে ফুলের কাজ হলে তার কী বিধান?

উত্তর : যদি চার আঙ্গুল পর্যন্ত হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। যদি কয়েকটি ফুল হয় প্রত্যেকটি চার আঙ্গুল থেকে অধিক না হয় দূর থেকে দেখতে স্পষ্ট ব্যবধান বুঝা যায় তাতেও কোন অসুবিধা নেই যদিও একত্রিত করলে চার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আঙ্গুলের চাইতে অধিক হয়ে যায়। হ্যাঁ, যদি কোন ফুল চার আঙ্গুল থেকে অধিক হয় অথবা ফুলে নিমজ্জিত হয় দুর থেকে ব্যবধান উপলব্ধি না হয় তা হলে না জায়েয।

প্রশ্ন : আংটি কোন আঙ্গুলে পরিধান করা উচিৎ?

উত্তর : বাম হাতে পরার কথাও আছে ডান হাতে পরার কথাও আছে তবে উত্তম হল, ডান হাতের অনামিকায় পরা।

প্রশ্ন : নিজের নাম আংটিতে ক্ষুদাই করা থাকলে টয়লেটে যেতে পারে কী পারে না?

উত্তর : নাম তেমন সম্মান জনক না হলেও অক্ষরের সম্মান তো করতে হবে। যদি কোন বরকতময় নাম হয় তাহলে তো পরিধান করে যাওয়া জায়েয নেই। হ্যাঁ, পকেটে রাখলে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন : 'আল্লাহ সাহেব' বলা কেমন?

উত্তর : জায়েয আছে, হাদিসে আছে- اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ রাসূল ﷺ-কে পবিত্র কুরআনে 'সাহেব' বলা হয়েছে- مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ তবে 'আল্লাহ সাহেব' বলা ইসমাঈল দেহলভীর পরিভাষা। হুযূর ﷺ নিশ্চিত আমাদের বন্ধু তবে পবিত্র নামের সাথে 'সাহেব' বলা অগ্নিপূজারী, সন্যাসি ও ওয়াহাবীদের পরিভাষা। তাই না বলা উচিৎ। (অতঃপর বলেন) অগ্নি পূজারী, সন্যাসি, ওয়াহাবী সবাই একই দলভুক্ত।

প্রশ্ন : মখমল পুরুষদের জায়েয কী জায়েয নেই?

উত্তর : যদি তার উপর রেশমী পশম বিছানো থাকে তা হলে না জায়েয নতুবা নয়।

প্রশ্ন : হুযূর! রেশমেরও কী এই বিধান হয়। চার আঙ্গুলের চাইতে অধিক না জায়েয?

উত্তর : হ্যাঁ, যদি অনুগামী (মিশ্রণ) স্বতন্ত্র হয় তাহলে চার আঙ্গুল পর্যন্ত জায়েয যেমন টুপির পাড় জায়েয, তবে রামপুরী টুপি যা কিছু কিছু চার আঙ্গুল পর্যন্ত ও হয় না যদি রেশমী সুতার হয় তাহলে না জায়েয যে তা নিজেই স্বতন্ত্র অনুগামী (মিশ্রণ) স্বতন্ত্র নয়। অনুরূপ তাবিজ, কোন কোন তাবিজ এক আঙ্গুল পরিমাণ ও হয় না, তবে যেহেতু স্বতন্ত্র যদি রেশমী হয় তাহলে না জায়েয।

প্রশ্ন : তামা ও পিতলের তাবিজের কী বিধান?

উত্তর : পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য মাকরুহ, স্বর্ণ ও রূপা পুরুষের জন্য হারাম, মহিলাদের জন্য জায়েয।

প্রশ্ন : রূপা ও স্বর্ণের ঘড়ি রাখতে পারে কী পারে না

উত্তর : রাখতে পারে, তবে তাতে সময় দেখতে পারবে না তা হারাম। অনুরূপ আয়না পরিধানে মহিলার কোন অসুবিধা নেই, তবে তাতে মুখ দেখা হারাম (অতঃপর বলেন) রৌপ্য স্বর্ণ কেবলমাত্র পরিধান করা মহিলার জন্যকোন অসুবিধা নেই অন্যান্য ব্যবহার তাদের জন্যও হারাম। হ্যাঁ, খাওয়া উভয়ের জন্য জায়েয, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত খাওয়া টুকরো টুকরো করে অথবা মহৌষধ করে।

প্রশ্ন : যে বৃক্ষ নাপাক পানি দ্বারা সিক্ত করা হয় তার ফল খাওয়া কী জায়েয?

উত্তর : জায়েয।

প্রশ্ন : যে গাভীকে জোর পূর্বক নেয়া অথবা চোরাই ভুষি খাওয়ানো হয় তার দুধ পান করা কী জায়েয?

উত্তর : দুধ হারাম হবে না। হ্যাঁ, খোদাভীতি একটি বড় ব্যাপার। জনৈক মহিলা ইমাম আহমদ رحمة الله عليه-এর নিকট এসে বলে, আমি আমার ছাদের উপর সেলাই কাজ করি, এত আলো নেই যে, সুঁই থেকে যদি সুতা বের হয়ে যায় তা পুনরায় সুঁইতে ঢুকাতে পারি, বাদশাহর বাহন বের হয় তার আলোতে সুতা ঢুকাতে পারি কী পারি না? ঐ আলো অত্যাচারী তার টাকায় কী হালাল ও হারাম উভয়টি আছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে? সে বলে, আমি বিশির হাফী رحمة الله عليه-এর বোন। ইমাম বলেন, খোদাভীতি তোমাদের ঘর থেকে বের হয়েছে। তোমার জন্য ঐ আলোতে সুতা ঢুকানো জায়েয নেই। (অতঃপর বলেন) আমাদের ইমাম আযম رحمة الله عليه ব্যবসা করতেন, হাজার হাজার মুদ্রা মানুষের কাছে পাওনা ছিলো। পাওনা উসূল করার জন্য দুপুরে গমন করতেন। ঋণ গ্রস্থদের দেয়ালের ছায়া থেকে দূরে দাঁড়াতেন যাতে ইহা পাওনা টাকার সুবিধা/মুনাফা অর্জনের অন্তর্ভুক্ত না হয়। এক ব্যক্তি এ দিকে হুযূর কোথাও যাচ্ছিলেন, সামনের পথ দিয়ে সে আসছিল, তাকে দেখে ভয়ে অন্য গলিতে লুকিয়ে গেল। গলিটি অপর প্রান্ত দিয়ে বন্ধ ছিলো, ইমাম উক্ত গলি দিয়ে গমন করেন, বলেন, তুমি এখানে কেন, কিভাবে এসেছে? কারণ বর্ণনা করেন,আমি হুযূরের ঋণ গ্রস্থ ব্যক্তি, প্রতিশ্রুত দিন অতিবাহিত হয়েছে, আমি আংশকা করেছি, হুযূর পাওনা চাইবেন আর আমার কাছে এখন হস্ত মওজুদ নেই, তাই আমি এ দিকে এসে গেছি। তিনি বলেন, দশহাজার টাকাও কি এমন কোন মুসলমানের অন্তরে বিষন্নতা আনে, আমি ক্ষমা করে দিলাম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রশ্ন : হুযূর! আউলিয়াদের ওরশে গান-বাজনা হয়, যতক্ষণ গান বাজনা হবে ঐ সময় যাবে না গান বাজনার পর 'কুলখানী' (কুরআন শরীফ তিলাওয়াত) তে শরীক হওয়ার জন্য যেতে পারবে কী পারবে না?

উত্তর : যেতে পারবে। আমিরুল মু'মিনীন ওসমান رضی اللہ عنہ-এর যুগে যখন বিদ্রোহ করে সমগ্র শহরে তার শোর গোল পড়ে গেল। আমিরুল মু'মিনীনের বাড়ী ঘেরাও করা হয়েছিলো, নামাযও সেখানে পড়াচ্ছিল। প্রশ্ন উঠলো, তাদের পিছনে নামায পড়া যাবে কী যাবে না? ইরশাদ করেন, ঐ লোকেরা যখন মন্দ কাজ করবে তাদের থেকে দূরে থাকো যখন ভাল কাজ করে তাদের সাথে অংশ গ্রহণ কর।

প্রশ্ন : হুযূর! সাজ্জাদানশীন বদ মাযহাব পন্থী হলে।

উত্তর : যদি আপনি সাজ্জাদানশীনদের কাছে যেতে চান তাহলে যাবেন না। যদি মাজারে যেতে চান যেতে পারেন।

প্রশ্ন : হুযূর! কিছু হাদিসে এ ঘটনা এসেছে যে, হযরত মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি নির্দেশ হল যে, আমার একজন বান্দাহ অমুক পাহাড়ে আছেন সেখানে যাও, তার থেকে শিক্ষা অর্জন কর। এ ঘটনাটি পবিত্র তাওরীতের পূর্বের না পরের?

উত্তর : পবিত্র তাওরীতের অনেক পূর্বের ঘটনা।

প্রশ্ন : যদি তা পবিত্র তাওরীতের পরের ঘটনা ধরা হয় তাহলে এ প্রশ্ন আসে যে, তাওরীত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾

যখন তাওরীত প্রত্যেক কিছুর বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত হয় তাহলে অন্যের কাছে বিদ্যার্জনের কী প্রয়োজন?

উত্তর : আপত্তির কোন অবকাশ নেই। 'তাওরীত' প্রত্যেক বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ হওয়া বলেছেন। উক্ত বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান থাকা কোথাও বলেন নাই। মুসা عليہ السلام যখন তাওরীত নিয়ে আসেন, এখানে দেখতে পান মানুষ গোবাছুর সিজদা করছে এবং তার পুজা করছে। তার জালালাতের অবস্থা এ ছিলো যে, যখন জালালত আসতো মুখ থেকে অগ্নিশিখা আধা গজ উপরে উঠে যেত। তিনি রাগে অগ্নি মুর্তি ধারণ করে তাওরীত নিক্ষেপ করেন ফলে তা

ভেঙ্গে যায়। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رضی اللہ عنہما-এর শিষ্য ইমাম মুজাহিদের অভিমত হচ্ছে- তিনি বলছেন, সবকিছুর বিস্তারিত বিবরণ উঠে গেছে বিধান সমূহ বিদ্যমান রইল।

প্রশ্ন : হুযূর! তাওরীতের কটি সমূহ তো আল্লাহর কালাম। এর সাথে এ ধরণের আচরণ কিভাবে করল?

উত্তর : হযরত হারুন عليہ السلام নবী এবং তার বড় ভাই। নবীকে সম্মান করা ফরয। জালালতের সময় তিনি أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ তার মাথা ও দাঁড়ি ধরে টানতে থাকেন। এ তাঁর বড় ভাইয়ের প্রতি আচরন। মিরাজ রজনীতে হুযূর ﷺ দেখেন যে কোন মানুষ আল্লাহর সান্নিধ্যে উচ্চ স্বরে কথা বলছেন। তিনি বলেন, হে জিব্রাঈল! উনি কে? আরজ করেন, মুসা। তিনি বলেন, নিজ প্রভুর সাথে রাগ করে কথা বলছেন? তিনি বলেন, قَدْ عَرَفَ رَبَّهُ حَدَّثَهُ 'তার প্রভু জানে যে, তার রাগ মিশ্রিত স্বভাব।' ভাল এটিও বাদ। তিনি আল্লাহর তায়ালার দরবারে আরজ করেন, إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ 'এ সবগুলো আপনার ফিৎনা।' উম্মুল মু'মিনীন সিদ্দিকা رضی اللہ عنہا আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যে, সব বাক্য উচ্চারণ করেছেন অন্য কেউ বললে গর্দন কেটে ফেলা হতো। অন্ধরা কেবল মাত্র দাসত্বের অবস্থা দেখেছে প্রেমিকের অবস্থা দেখা থেকে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে গেছে।

প্রশ্ন : হুযূর! এটি ইমাম মুজাহিদের অভিমত এবং তাও তো خبر آحاد (খবরে আহাদ) এর অন্তর্ভূক্ত।

উত্তর : তা দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর অভিমত অগ্রহণযোগ্য হওয়া। পবিত্র কুরআনের একটি শব্দও হাদিস ও ইমামদের অভিমত মানা ব্যতীত চলতে পারে না।

প্রশ্ন : ইমামগণ দ্বারা তাফসীরের ইমামগণ উদ্দেশ্য।

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : অনেক স্থানে তাফসীরের ইমামদের অভিমত মানা যাচ্ছেনা। উদাহরণ স্বরূপ- ইমাম কাজী বায়যাভী অথবা অন্যান্য ইমামগণসহ যেমন ইমাম খাজেন প্রমুখ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ কে নির্দিষ্ট বলেছেন।

উত্তর : কাজী বায়যাভী অথবা খাজেন ইত্যাদি তাফসীরের ইমাম নয়। কোন বিষয়ের ইমাম হওয়া এক কথা এবং উক্ত বিষয়ে গ্রন্থ রচনা অন্য কথা। তাফসীরের ইমাম হচ্ছেন সাহাবা এবং শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ীন। (অতঃপর বলেন)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কুরআন আজিমে এটি বলেছেন যে, তাওরীতে আমি প্রত্যেক বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ অবতীর্ণ করেছি। এটি বলেন নাই যে, ঐ বিস্তারিত বিবরণ সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। অতএব তাওরীত প্রত্যেক কিছুর বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত হওয়া অকাট্য তবে সবকিছুর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান থাকা সন্দেহ প্রবণ। আর خبر آحاد ও সন্দেহ প্রবণ। আর সন্দেহ প্রবণ সন্দেহ প্রবণের উপযোগী। অতএব خبر آحاد দ্বারা প্রমাণিত হয় তাওরীতে প্রত্যেক কিছুর বিবরণ বিদ্যমান নেই।

প্রশ্ন : হুযূর! এভাবে কুরআনকে বলা হয়েছে- تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ প্রত্যেক বস্তুর বর্ণনা। এটি বলা হয় নাই যে, تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ প্রত্যেক কিছুর বর্ণনা বিদ্যমান আছে। অতএব অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান কিভাবে সাব্যস্ত হবে?

উত্তর : নিঃসন্দেহে যদি তার বিপরীত কোন হাদিসে আসে যে, تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ 'প্রত্যেক কিছুর বর্ণনা বিদ্যমান নেই' তাহলে মেনে নেয়া হবে। তবে বিপরীত আসা দূরে থাক বিশুদ্ধ হাদিসে তার সহায়তা এসেছে। অবশ্যই সাধারণ অদৃশ্য জ্ঞানের অস্বীকার কুফুরী কেননা তা সরাসরি নবুয়তের অস্বীকার। নবুয়ত হচ্ছে অদৃশ্য জ্ঞান দেয়া। ইমাম কাজী আয়াজ মালেকী رحمة الله عليه 'শিফা শরীফ'-এ বলেন-

اَلنَّبُوَّةُ هِيَ الْإِطِّلَاعُ عَلَى الْغَيْبِ.

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী 'মদখল'-এ ইমাম কুস্তলানী 'মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া'য় বলেন-

اَلنَّبُوَّةُ مَاخُوذَةٌ مِنَ النَّبَأِ بِمَعْنَى الْخَبَرِ اَىْ اِطِّلَاعُهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى الْغَيْبِ.

'নবুয়ত হচ্ছে অদৃশ্য জ্ঞানের উপর অবগতি।'

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি এটি বলে যে, আমরা অদৃশ্য জ্ঞানের সংজ্ঞা দিই। 'ঐ জ্ঞান যা মাধ্যম ব্যতীত হয়' ঐ অর্থের দিক থেকে অদৃশ্য জ্ঞানের সাধারণ অস্বীকারকারী হলে তার হুকুম কি?

উত্তর : মাধ্যম ব্যতীত জ্ঞানের সাথে অদৃশ্য জ্ঞান কে নির্দিষ্ট করা কুরআন বিরোধী। কুরআন বলছে- وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ কি নবী করিম ﷺ মাধ্যমবিহীন জ্ঞান বলার উপর কৃপন নন? এর দ্বারা কাফের হয়ে যাবে। যে

ব্যক্তি অনু পরিমাণ প্রভু ব্যতীত অন্যের জন্য মাধ্যম ব্যতীত জ্ঞান স্বীকার করে কাফের হয়ে যাবে। যদি কেউ انسان এর অর্থ উম্মাদ করে তাহলে সে নিজেই পাগল। আল্লাহ তায়ালা বলেন- فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ، إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ মাধ্যম ব্যতীত কী নিজ রাসূলদের জ্ঞান দান করেন?

প্রশ্ন : আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ কুরআন শরীফ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যখন তার শব্দাবলী সংরক্ষিত হলো তাহলে অর্থের সংরক্ষণ অবশ্যই হয়েছে। যেহেতু অর্থসমূহ শব্দাবলী থেকে পৃথক হয় না। অর্থসমূহ কুরআন আজিমের গুণ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ 'প্রত্যেক কিছুর বর্ণনা।' অতএব কুরআন আজিম দ্বারা تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ হওয়া স্থায়ী সাব্যস্ত হয়েছে।

উত্তর : কুরআন আজিমের শব্দাবলীর সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যদিও অর্থসমূহ উক্ত শব্দাবলীর সঙ্গে আছে। তবে অর্থসমূহের জ্ঞান থাকা কী আবশ্যক? নবী আল্লাহর কথা বুঝার জন্য আল্লাহর বর্ণনার মুখাপেক্ষী। যেমন- إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ । এবং এটি সম্ভব যে, কিছু আয়াত বিস্মৃত হয়েছে- ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

প্রশ্ন : سَنُقْرِئُكَ তো مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ এর মধ্যে এবং আল্লাহ বলেছেন, مَا شَاءَ اللهُ فَلَا تَنْسَى ، إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ 'আমি আপনাকে পড়াব অতঃপর আপনি ভুলবেন না। তবে আল্লাহর যা ইচ্ছা।' এ থেকে বুঝা গেল যে, مَا شَاءَ اللهُ এর জ্ঞান হুযূরের ছিলনা অথচ তা مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ এর মধ্যে আছে।

উত্তর : مَا شَاءَ اللهُ কী সম্পর্কে বলেছেন? আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে আলোচনা আছে। আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রভুর গুণাবলী এবং তা চিরন্তন مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ ঐ নশ্বর সমূহের নাম, যা প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত হয়েছে এবং হবে।

প্রশ্ন : ঝুলি যা ঘোড়ার গদিতে ঝুলানো থাকে সেখানে কুরআন শরীফ রাখা হয়েছে। এমতাবস্থায় আরোহণ করতে পারে?

উত্তর : যদি গলায় ঝুলাতে না পারে এবং ঝুলিতে রাখতে বাধ্য হয় তা'হলে জায়েয।

প্রশ্ন : ফজর হওয়ার পর ফজরের সুন্নাতে তাহিয়্যাতুল অজু এবং তাহিয়্যাতুল মসজিদের নিয়ত জায়েয আছে কী নাই?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উত্তর : নাই, ফজর হওয়ার পর ফজরের সুন্নাত ব্যতীত কোন নফল পড়া জায়েজ নেই। হ্যাঁ, নিয়ত ছাড়া তাহিয়্যাতুল অজু ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ ফজরের সুন্নাত দ্বারা আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : হুযূর! ১৩ বছর বয়সে আমার স্ত্রীর চার ছেলে ও দুই মেয়ে জন্ম দিয়েছে। যার মধ্যে পাঁচজনই মারা গেছে। কারো বয়স তিন বছর কারো দু'বছর , কারো এক বছর। সকলরই একটি রোগ অর্থাৎ শ্বাস রোগ এবং শিশু রোগ। বর্তমানে তিন বছর বয়সের একজন মেয়ে সন্তান জীবিত আছে। হুযূর! দোয়া করুণ, এ রোগ গুলির উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র বলুন।

উত্তর : আল্লাহু তায়ালা নিজ দয়া করুণ। এখন যে গর্ভ হয় না কেন তা দু'মাস পূর্তি হওয়ার পূর্বে এখানে অবহিত করবেন। স্ত্রী ও তার মার নাম ও জমা দিতে হবে। তখন থেকে ইনশা আল্লাহ ব্যবস্থা করা হবে। নিজ ঘরে নামাযের প্রতি জোড়ালো তাকিদ দিতে হবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর আয়াতুল কুরসি একবার করে অবশ্যই পড়বে। নামায ছাড়াও সকালে সূর্য উদয়ের পূর্বে সন্ধ্যায় সূর্য ডুবার পূর্বে এবং শয়ন করার সময়। যে দিন সমূহে মহিলাদের নামায পড়তে হয় না ঐ দিন সমূহেও এই তিন সময়ে আয়াতুল কুরসি যেন বাদ না দেয় বরং এই নিয়তে যে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করছে। যে দিন সমূহে নামায পড়তে পারে তাতে এ গুলোর প্রতিও যেন লক্ষ্য রাখে। তিন কুল তিনবার করে সকাল,সন্ধ্যা ও শয়ন করার সময় পড়বে। সকাল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্ধ রাত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত, সন্ধ্যা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দুপুরে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। শয়নের সময় এভাবে পড়বে যে, চিত হয়ে শয়ন করে উভয় হাত দোয়ার মত প্রসারিত করে। প্রত্যেক বার তিন কুল পড়ে হাতে ফুঁক দিবে অতঃপর সমস্ত মুখ, বক্ষ, পেট, পা আগাগোড়া হাত দেহের যেখানে পৌঁছে সমস্ত দেহ মছেহ করবে। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার করবে। যে দিন সমূহে মহিলাদের নামায পড়তে হয় না ঐ দিন সমূহেও এভাবে আপনি তিনবার পড়ে তার দেহে হাত মছেহ করবেন। বড় চেরাগ এখানে একবার লোক তৈরী করে তা প্রস্তুত করে নিয়ে যাবে। গর্ভকালীন এবং সন্তান প্রসবের পর যে নিয়মে বলা হবে জ্বালানো যাবে। যে মেয়ে সন্তান জীবিত আছে তারও যদি কোন অসুখ হয় তার জন্যও জ্বালান। উক্ত চেরাগ আল্লাহর রহমতে যাদু। জ্বিনের কু-প্রভাব এবং রোগ দূর করার কাজে পরীক্ষিত। যে সন্তান জন্ম লাভ করবে জন্ম হওয়া মাত্রই সর্বাগ্রে তার কানে সাতবার আযান দেয়া হবে। চার বার ডান কানে আযান দেয়া হবে এবং তিন বার তাকবীর বাম কানে। এতে

কখনো দেরী করা যাবে না। দেরী করলে শয়তানের প্রভাব এসে পড়বে। চল্লিশ দিন পর্যন্ত সন্তান ফল ফলাদি দিয়ে মেপে তা সদকা করে দেয়া হবে। অতঃপর এক বছর পর্যন্ত প্রত্যেক মাসে। অতঃপর দু'বছর পর্যন্ত প্রতি দু'মাসে অতঃপর তিন বছর পর্যন্ত প্রতি তিন মাস পর। চতুর্থ বছর প্রতি চার মাস পর পঞ্চম বছরও প্রতি চার মাস পর, ষষ্ট বছরে প্রতি ছয় মাস পর, সপ্তম বছর থেকে বার্ষিক (মেপে ফল ফলাদি সদকা করুন) এ পরিমাপটি উক্ত কন্যা সন্তানের জন্যর করুন। সে তো চার বছর বয়সী। প্রতি চার মাস অন্তর পরিমাপ করুণ। ঘরে সাত দিন পর্যন্ত মাগরিবের সময় উচ্চস্বরে সাতবার আযান দেবেন। তিন রাত কোন বিশুদ্ধ পাঠকারীর দ্বারা পূর্ণ সূরা বাকারা এমন শব্দে তেলাওয়াত করার ব্যবস্থা করুন, যা ঘরের প্রত্যেক কোণায় পৌঁছে। রাতে ঘরের দরজা বিছমিল্লাহ পড়ে বন্ধ করা হবে এবং সকালে বিছমিল্লাহ পড়ে খোলা হবে। যখন পায়খানায় যাবে তার দরজার বাইরে بِسْمِ اللهِ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ পড়ে বাম পা প্রথমে রেখে প্রবেশ করবেন। কাপড় পরিবর্তন অথবা ধৌত করার জন্য যখন কাপড় খোলবেন তাহলে বিছমিল্লাহ পড়ে নেবেন। সহবাসের সময় গভীরভাবে নেবেন। সহবাসের প্রথমে আপনি এবং তিনি উভয়ই বিছমিল্লাহ পড়ে নিবেন। এ কাজগুলো পুরোপুরি অনুসরণ করলে ইনশাআল্লাহ কোন ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন : হুযূর! 'বড় চেরাগ' জ্বালানোর কী নিয়ম?

উত্তর : (১) এ চেরাগ ঝুলন্ত অবস্থায় জ্বালাতে হবে কোন কাঁচের গ্লাসে। (২) জ্বালানোর সময় অগ্নি শিখার পাশে রিং অথবা আংটি অথবা বালি (কানের দুল) ঢেলে দেবে। চল্লিশ দিন (সিল্লা) শেষে তা দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে সদকা করে দেবে। (৩) চেরাগ অজু সহকারে পুরুষ উজ্জ্বল করবে যদিও মহিলা হয়। পুরুষ হলে ভাল। (৪) রোগ হাল্কা হলে চেরাগ দেড় ঘন্টা ধরে জ্বলবে, কঠিন হলে দু'ঘন্টা, তিন ঘন্টা, অত্যধিক কঠিন হলে রাত ভর জ্বলবে। (৫) রোগী তার আলোতে বসবে শায়িত অবস্থায় হলে মুখ আলোর দিকে করবে। প্রায় সময় তার অগ্নি শিখা দেখবে। (৬) যতক্ষণ পর্যন্ত জ্বালানোর ইচ্ছা হয় সে হিসেবে উন্নত মানের সুগন্ধি যুক্ত তেল তাতে ঢালবে তা চেরাগের চর্তুদিকে ঘুরাবে যাতে যাবতীয় চিত্র সমূহে চক্কর দিয়ে আনবে। অতঃপর নিচু করে রেখে দেবে যেদিকে বাতির চিহ্ন আছে বিছমিল্লাহ বলে সেদিকে বাতি জ্বালাবে। (৭) যদি রোগ ভীষণ কঠিন হয় তা হলে চার কোণায় চারটি বাতি জ্বালাবে এবং

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

চেরাগ সোজা রাখবে। প্রত্যেক অগ্নি শিখার পার্শ্বে স্বর্ণ রাখবে। (৮) যে ঘরে এ চেরাগ জ্বালানো হবে সেখানে না কোন ফটো থাকবে, না কুকুর আসতে পারবে রোগিনী ব্যতীত কোন মাসিক ও প্রসব উত্তর স্রাব বর্তী মহিলা থাকতে পারবে না। অপবিত্র কোন নারী পুরুষ ও থাকতে পারবে না। (৯) ঐ স্থানে বসে সকলই আল্লাহর জিকির, দরুদ শরীফে ব্যস্ত থাকবে, প্রয়োজনে কথা বলতে হলে খুব আস্তে আস্তে বলবে। হৈ চৈ করবে না, অনর্থক কোন কথা বলবে না। (১০) যতগুলো মহিলা সেখানে বসবে অথবা আসবে সকলই শালীন পোশাক পরবে। নামায রত অবস্থার মত মুখ ও উভয় হাত ব্যতীত মাথার কোন চুল অথবা গলা বা চোয়াল বা বাহু অথবা পেট অথবা গোড়ালীর কোন অংশ যেন মোটেই না খোলে। (১১) চেরাগ প্রথম দিন যে সময় জ্বালানো হয় ঐ সময় ঘন্টা মিনিট মনে রাখবে। যাতে কোন দিন তার চেয়ে দেরীতে বাতি জ্বালাতে না হয়। তার মুয়াক্কেল উপস্থিত হওয়ার জন্য ঐ সময়টি নির্ধারণ করে নেয় যে সময় প্রথম দিন উজ্জ্বল হয়েছিলো। অতঃপর যদি কোন দিন আসে এবং চেরাগ ঐ সময় উজ্জ্বল না পায় তাহলে তার কষ্ট হবে। তাই উচিৎ হচ্ছে প্রথম দিন ইচ্ছাকৃত কিছুক্ষণ দেরী করে বাতি জ্বালাবে। যদি কোন দিন ঘটনাক্রমে দেরী হয়ে যায় তাহলে ঐ সময় থেকে বেশী দেরী হবে না। তবে প্রথম দিন এত দেরীও করবে না। কোন দিন চেরাগ উজ্জ্বল হয়ে ঐ সময় আসার পূর্বে শেষ হয়ে যাবে। (১২) যখন চেরাগ বৃদ্ধি করার সময় আসবে কোন ব্যক্তি অজু সহ বাড়াবে এবং ঐ সময় এটি বলবে, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اِرْجِعُوْا مَاْجُوْرِيْنَ (১৩) দিনে নতুন তৈল দেবে। কালকের উদ্বৃত্ত তৈল রোগীর মাথা ও শরীরে মালিশ করবে। (১৪) যার জন্য চেরাগ জ্বালানো হয়েছে সে ব্যতীত অন্য রোগীও আরোগ্য লাভের নিয়তে উক্ত শর্তগুলোর অনুসরনে বসতে পারবে।

প্রশ্ন : এক ভদ্রলোকের কন্যা অনবরতকিছু দিন ধরে সূরা মুজাম্মিল শরীফ পড়ছিলো বরং অর্ধেকের কাছাকাছি মুখস্থ ও ছিলো এখন এ মেয়েটির মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে।

উত্তর : 'লা হাওলা শরীফ' ষাট বার আলহামদু শরীফ আয়াতুল কুরসি শরীফ একবার করে তিন কুল তিনবা করে পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে আপ্যায়ন করবে।

প্রশ্ন : কি ব্যাপার কুরআনের আয়াত কি এ প্রভাব রাখতে পারে?

উত্তর : আমেল যে শর্তাবলীর কথা বলে তার অনুসরণ না করার দরুণ এ রূপ হতে পারে।

প্রশ্ন : হুযূর আকরাম ﷺ-এর কম্বল আচ্ছাদিত করা প্রমাণিত আছে না নাই?

উত্তর : হ্যাঁ, হাদিস শরীফ দ্বারা প্রামণিত আছে।

প্রশ্ন : পবিত্র পোশাকে কোন কোন কাপড় আছে?

উত্তর : (১) চাদর (২) নিম্নাংশর কাপড় (৩) পাগড়ী এগুলো সাধারণভাবে হয়ে থাকতো, কখনো কুর্তা, টুপি, পায়জামা একবার খরিদ করা বর্ণিত আছে। পরিধান করার বর্ণনা নেই। মহিলারা ও নিম্নাংশর কাপড় পরিধান করত। একদা হুযূর যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে একজন মহিলার পা পিছলিয়ে গেল। পবিত্র চেহরা সেদিক থেকে ফিরিয়ে নেন। সাহাবাগণ আরজ করেন, হুযূর সে কি পায়জামা পরিহিতা? এরশাদ করেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْتَرِ وَلَاتَ "হে আল্লাহ! ঐ রমণীদের ক্ষমা করুণ যারা পায়জামা পরিধান করে।" সম্ভবতঃ পায়জামা সংকীর্ণ ছিলো। যদি ঢিলা (অসংকীর্ণ, প্রশস্ত) হতো তা লুঙ্গির মত খোলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত।

প্রশ্ন : মোমবাতি যাতে চর্বি থাকে জ্বালানো জায়েয আছে কী জায়েয নেই?

উত্তর : যদি মুসলমানদের প্রস্তুতকৃত হয় তাহলে জায়েয নতুবা শুধু মসজিদে না এমনিতে জ্বালানো উচিৎ নয়।

প্রশ্ন : যেসব মোমবাতি জার্মান ইত্যাদি অমুসলিম দেশ থেকে আসে ঐ গুলোর কী হুকুম?

উত্তর : এ গুলোরও একই হুকুম। এ কারণে যে, চর্বি ও গোশতের একই হুকুম। যদিও গাড়ী হোক অথবা চালক। কোন মুসলমান থেকে হিন্দু অথবা খ্রিষ্টান চর্বি নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর নিয়ে এলো এবং বলে এ গুলো ঐ চর্বি যা এই মাত্র আমি তোমার থেকে নিয়ে গেছি। তা গ্রহণ করা হারাম। اَلنَّصْرَانِيَّةُ لَا ذَبِيْحَةَ لَـهُ ইয়াহুদীরা এর বিপরীত। তাদের কাছে এখনো যবেহর গুরুত্ব আছে 'ফতোয়া কাজী খাঁ'-তে আছে- اَلْيَهُوْدِيَّةُ يَذْبَحُ اَوْ يَاْكُلُ ذَبِيْحَةَ الْمُسْلِمِ খ্রীষ্টান ও ইয়াহুদী উভয়ই কাফের। একদল আল্লাহর প্রিয় বান্দার প্রেমে অপর দল শত্রুতায় কাফের হয়। কুরআন আজিমে ইয়াহুদীদের مغضوب عليهم (অভিশপ্ত) বলা হয়েছে খ্রীষ্টানদেরকে ضالين পথ ভ্রষ্ট বলা হয়েছে। এ কারণে বর্তমানে পৃথিবীর কোথাও কোন ইয়াহুদী বিচারকের আসনে নেই। খ্রীষ্টানরা এর বিপরীত তাদের ক্ষমতা প্রকাশ্য, হুবহু একই অবস্থা রাফেজী ও ওহাবীদের। রাফেজীরা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

খ্রীষ্টানদের মত ভালবাসায় কাফের হয়েছে আর ওয়াহাবীরা ইয়াহুদীদের মত শত্রুতায় কাফের হয়েছে।

প্রশ্ন : ইমাম মুসাফিরের পিছনে মুকিম মুক্তাদির এক রাকাত পাওয়া গেল। বাকী নামাযের ক্বিরাত কিভাবে পড়বে?

উত্তর : প্রথম দুই রাকাত লাহিকের মত ক্বিরাতবিহীন সূরা ফাতিহা পরিমাণ কেয়াম করত: বৈঠক করবে এবং পরবর্তী রাকাতে ক্বিরআত পড়বে।

প্রশ্ন : দ্বিতীয় জামাত যখন শুরু হয় যোহরের সুন্নাত ঐ সময় পড়া জায়েয আছে কী নাই অথবা ফজরের সুন্নাত জামাতে সানিয়ার বৈঠক না পাওয়ার কারণে ছেড়ে দেয় হবে বা কী করা হবে?

উত্তর : দ্বিতীয় জামাত কেবলমাত্র জায়েয। তার জন্য সুন্নাত সমূহ বর্জন করা যাবে না। প্রথম জামাতই মুল নামায। যে সম্পর্কে হাদিসে ইরশাদ হচ্ছে যদি ঘরে শিশু, মহিলা না থাকতো তাহলে যারা জামাতে শরীক হচ্ছে না তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিতাম। একদা মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব রহমতুল্লাহি আলায়হি বলছিলেন, পবিত্র মারহেরায় ঘটনাক্রমে আমার নামাযে বিলম্ব হয়ে গেল। যখন আমি মসজিদের সিঁড়িতে পৌছি হযরত মিঞা সাহেব কেবলা নামায পড়ে আগমন করছিলেন। এরশাদ করেন, আবদুল কাদের নামায তো হয়ে গেল, আসল নামায তো প্রথম জামাত।

প্রশ্ন : জানাযার নামাযে তিন কাতার করার ফযিলত আছে। তার নিয়ম 'দুররে মুখতার' ও 'কবীরা'-তে এটি লিখা আছে- প্রথম কাতারে তিনজন, দ্বিতীয়তে দু'জন, তৃতীয়তে একজন মানুষ দাঁড়াবে। তার কারণ কী? প্রত্যেক কাতারে দু'জন দাঁড়াতে পারে?

উত্তর : পূর্ণ কাতারের নিম্ন সংখ্যা তিনজন লোক। তাই প্রথম কাতার পূর্ণ করা হলো। তার দলিল এই ইমামের সঙ্গে কাতারে দু'জন দাঁড়ানো মাকরুহ তানজিহী, তিনজন দাঁড়ানো মাকরুহে তাহরীমি। কেননা কাতার পূর্ণ হয়ে গেছে এ অবস্থায় ইমাম কাতারে দাঁড়ানো হয়ে গেল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে একই বিধান। কোন কোন সময় একা কাতারে দাঁড়ানো না জায়েয নয়। যেমন দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলা হলে মহিলা পেছনের কাতারে একাকী দাঁড়াবে।

প্রশ্ন : মহামারী রোগের সময় কিছুস্থানে নিয়ম আছে যে, ছাগলের ডান কানে সূরা ইয়াছিন শরীফ, বাম কানে সূরা মুজ্জাম্মিল শরীফ পড়ে ফুঁক দেয় শহরের

চতুর্দিকে ঘুরানোর পর চৌরাস্তায় নিয়ে যবেহ করে। তার চামড়া জমিনে দাফন করাহয়। এটি কী রূপ?

উত্তর : চামড়া দাফন করা হারাম। সম্পদের অপচয়। চৌরাস্তায় নিয়ে যবেহ করা মূর্খতা এবং অনর্থক কাজ। আল্লাহর নামে যবেহ করত: দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করা হবে।

প্রশ্ন : বিবাহের খুতবাহ ও দাঁড়িয়ে কেবলা মুখী হয়ে পড়তে হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম। কেবলামুখী হওয়ার প্রয়োজন নেই। স্রোতাদের দিকে মুখ করা উচিৎ। জুমার খুতবা ও কেবলার দিকে পীঠ দিয়ে পড়া শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন : শিক্ষকের বেতন যদি নির্ধারিত না হয় তা হলে শিশুদের দ্বারা কাজ নেয়া যায় কী যায় না?

উত্তর : যদি মাতা-পিতার অপছন্দনীয় না হয়, শিশুদের কষ্টদায়ক না হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। বেতন নির্ধারিত হোক অথবা না হোক।

প্রশ্ন : মিলাদ শরীফ পড়ুয়াদের সাথে হিজড়া অন্তর্ভূক্ত হলে কী রূপ হবে?

উত্তর : যোগদান করা উচিৎ নয়।

প্রশ্ন : বরের উপটন মালিশ জায়েয আছে কী নাই?

উত্তর : সুগন্ধময়, জায়েয আছে।

প্রশ্ন : যদি বিসলপুর থেকে বদায়ুন যেতে হয়। রাস্তার মধ্যে বেরীলি অতরণ করল তাহলে কসর পড়বে কী পড়বে না?

উত্তর : এ অবস্থায় কসর পড়তে পারবে না। কেননা সফর দু'টুকরা হয়ে গেল।

প্রশ্ন : একজন লোক বেরীলির বাসিন্দা 'মুরাদাবাদ'-এ দোকান খুলেছে। সর্বদা সেখানে ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসে। কখনো কখনো নিজ পরিবারও নিয়ে যায়। এমতাবস্থায় মুরাদাবাদ ওয়াতনে আসলী হবে না ওয়াতনে ইকামত?

উত্তর : ওয়াতনে আসলী হবে না। হ্যাঁ, যদি সেখানে বিবাহ করে তাহলে হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : যদি ওয়াহাবী বিবাহ পড়ায় তাহলে হয়ে যাবে কী যাবে না?

উত্তর : বিবাহ তো হয়েই যাবে। কেননা বিবাহ পরস্পর ইজাব ও কবুলের নাম যদিও ভ্রাক্ষণ পড়িয়ে দেয়। যেহেতু ওয়াহাবী দ্বারা পড়ানোতে ওয়াহাবীকে সম্মান করা যা হারাম তাই বেঁচে থাকতে হবে।

প্রশ্ন : ওলিমা বিবাহর সুন্নাত অথবা বাসর রাতের সুন্নাত। অপ্রাপ্ত বয়স্কের বিবাহ হলে ওলিমা কখন ও কোন দিন করবে?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উত্তর : ওলিমা বাসর রাতের সুন্নাত। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও বাসর রাতের পর ওলিমা করবে, ওলিমা বাসর রাতের সকালে করবে।

প্রশ্ন : বিবাহের পর খেজুর ছিটানোর যে প্রথা আছে, এটি কোথাও প্রমাণ আছে অথবা নেই?

উত্তর : হাদিস শরীফে ঝোর করে খেজুর নেয়ার বিধান আছে। ছিটিয়ে দিলেও কোন অসুবিধা নেই। হাদিসটি দার কুতনী, বয়হাকী ও তাহাভী শরীফ থেকে বর্ণিত আছে।

প্রশ্ন : কালো খিজাব যদি নীল পাতা দ্বারা হলে?

উত্তর : কালো খিজাব হারাম 'ওসমা' দ্বারা হোক বা 'তসমা' দ্বারা হোক। (ওসমা এক প্রকার পাতা যা দ্বারা কলপ লাগানো হয়।)

প্রশ্ন : কোন অবস্থায় তার বৈধতা আছে?

উত্তর : হ্যাঁ, যুদ্ধ অবস্থায় জায়েয আছে।

প্রশ্ন : যদি যুবতী মহিলাকে দুর্বল পুরুষ বিবাহ করতে চায় তাহলে কালো খিজাব করতে পারবে কি পারবে না?

উত্তর : বৃদ্ধ ষাঁড় শিং দ্বারা আঘাত করে বাছুর হতে পারে না।

প্রশ্ন : কিছু কিতাবে আছে- শাহাদাতের সময় ইমাম হুসাইন رضي الله عنه-এর ওসমার খিজাব ছিলো।

উত্তর : হযরত ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন, আবদুল্লাহ বিন ওমর رضي الله عنهم ওসমার খিজাব ব্যবহার করতেন। কেননা তারা সকলেই মুজাহিদ ছিলেন।

প্রশ্ন : নামায কসর ছিলা না। কসর পড়েছে, ফিরিয়ে পড়তে হবে অথবা হবে না?

উত্তর : অবশ্যই ফিরিয়ে পড়তে হবে। সরাসরি নামায হয় নাই।

প্রশ্ন : একটি গ্রামে মসজিদ একেবারে বিরান হয়ে গেছে। তার পাশে একজন কুমারের দোকান, বিরান পরিত্যক্ত মসজিদে নামায ও হয় না। বরং তার চর্তুদিকে মানুষ ময়লা আবর্জনা ফেলে। উক্ত কুমার মসজিদের ভূমি খরিদ কতে চায় বিক্রয় হতে পারে কী পারে না?

উত্তর : হারাম, যদিও জমিনের সমপরিমাণ স্বর্ণ দেয়। মসজিদের জন্য যারা এ রূপ করে তাদের সম্পর্কে কুরআনে আজিমে বর্ণিত আছে,

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

-তাদের জন্য অপমান ও পরকালে বড় আজাব।[৬৫]

প্রশ্ন : জানাযার নামাযে তাড়াতাড়ি দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

উত্তর : গোসল ও কাফন ব্যতীত নামায তো পড়তেই পারবে না। তারপর বিলম্ব করবে না। কিছু লোক জুমার রাত যার ইন্তেকাল হয়েছে মৃতকে জুমা পর্যন্ত রেখে দেয়। যাতে অধিক মানুষ হয়, এটি না জায়েজ। এর স্পষ্ট বর্ণনা ফিকহর গ্রন্থ সমূহে বিদ্যমান। যদি কবর তৈরীর পূর্বে কোন কারণে বিলম্ব করা হয় তাহলে কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন : মৃতের সাথে মিষ্টি কবরস্থানে পিপীলিকাদের দেয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া কী রূপ?

উত্তর : সঙ্গে রুটি নিয়ে যাওয়া যেভাবে আলেমগণ নিষেধ করেছেন। অনুরূপ মিষ্টিও। পিপীলিকাদের এ নিয়তে দেয়া যে, মৃতের কষ্ট হবে না নিরেট মূর্খতা। এ রূপ নিয়ত না হলে অসহায় দরিদ্রের মাঝে বিতরণ-বন্টন করা উত্তম। (অতঃপর বলেন) ঘরে যে পরিমাণ ইচ্ছে সদকা করবে। কবরস্থানে অধিকাংশ সময় দেখা গেছে ফল ফলাদি বন্টন করার সময় শিশু ও নারীরা হৈ চৈ করে মুসলমানদের কবরে দৌড়া দৌড়ি করে।

প্রশ্ন : সাধারণ পোষাকের পাজামা মহিলারা পরিধান করে। উন্নতমানের পাড় বিশিষ্ট পাজামা তার উপর তার দেহে কামভাব সহ হাত দিলে হুকুম কী?

উত্তর : যদি এ রূপ কাপড় হয় দেহের উষ্ণতা উপলব্ধি হয় না তাহলে অসুবিধা নেই। নতুবা حرمت مصاهرت (বৈবাহিক সূত্রে হারাম) সাব্যস্ত হবে।

প্রশ্ন : মিলাদ শরীফের কিছু পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে- "যে রাত আমেনা খাতুন গর্ভিতা ঐ রাত দু'শ জন মহিলা হিংসার বশবর্তী হয়ে মারা যায়" শুদ্ধ কী শুদ্ধ নয়?

উত্তর : তার বিশুদ্ধতা জানা নেই অবশ্যই কিছু মহিলার নবীর নূরের আশায় মরে যাওয়ার প্রমাণ আছে।

প্রশ্ন : নামাযের কাফফারা স্বরূপ "কয়েক সের গম এবং কুরআন শরীফ দেয়া হয়" তাতে যাবতীয় কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে কী যাবে না।

উত্তর : কুরআন শরীফের বাজার মূল্যের সম পরিমাণ কাফ্ফারা আদায় হবে।

প্রশ্ন : মূল্যের বিষয়ে ক্রেতা বিক্রেতা ইচ্ছাধীন যে পরিমাণ ইচ্ছা নির্ধারণ করতে পারে।

---

[৬৫]. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১১৪

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উত্তর : যে স্থানে সদকা দেয়া হয় ঐ স্থানের বাজার মূল্য বিবেচ্য।

প্রশ্ন : খুতবার সময় হাতে লাঠি নেয়া সুন্নাত না আর কী?

উত্তর : এ ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ আছে, কেউ বলেন, সুন্নাত। কেউ বলেন, মাকরুহ।

প্রশ্ন : সুন্নাত ও মাকরুহ এর মধ্যে সংঘর্ষ হলে কী করতে হবে?

উত্তর : বর্জন উত্তম। জামেউর রুমুজে মুহীত থেকে বর্ণনা করেন, সুন্নাত এবং স্বয়ং মুহীতে আছে, মাকরুহ। এটি হিন্দিয়ায় বর্ণিত আছে।

প্রশ্ন : গ্রামে জুমা না পড়ার মসয়ালাসমূহ আলেমগণ লিপিবদ্ধ করেন, এতে গ্রামবাসীরা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ে।

উত্তর : হানাফী মাযহাবে জুমা ও উভয় ঈদ জায়েয নেই। তবে যেখানে উদযাপন করা হবে সেখানে বারণ করা যাবে না। আর যেখানে নেই সেখানে উদযাপন করা যাবে না। অবশেষে শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় মূর্খরা জুমা তো দুরে থাক জোহর ও ছেড়ে দেবে। أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى ، কে ভয় করতে হবে। মাওলা আলী কার্‌রামাল্লাহু তায়ালা থেকে বর্ণিত আছে- এক ব্যক্তিকে সূর্যোদয়ের সময় নফল পড়তে দেখে নিষেধ করনে নাই, যখন সে শেষ করলো তাকে মাসয়ালা শিক্ষা দেন।

প্রশ্ন : হুযূরের শপথ করে বিপরীত কাজ করার দ্বারা কাফ্‌ফারা আবশ্যক হবে কী হবে না?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : হুযূরের শপথ করা জায়েয?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : কী বেআদবী?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : তামা, পিতলের খিলাল গলায় ঝুলানো কেমন?

উত্তর : তামা পিতলের খিলাল গলায় ঝুলানো জায়েয নেই। স্বর্ণ ও রৌপ্যের খিলাল নারী পুরষ সকলের উপর হারাম। ঘড়ির চেইন ও অনুরূপ হারাম, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বরতন নারী পুরুষ সকলের জন্য হারাম।

প্রশ্ন : যুবতী হারামকৃত নয় মহিলার সালামের উত্তর দেয়া চাই কী চাই না?

উত্তর : মনে মনে উত্তর দিবে।

প্রশ্ন : যদি অনুপস্থিত অমুহররমকে সালাম পাঠায়?

উত্তর : এটিও ঠিক নয়।

প্রশ্ন : ফজরের সুন্নাত প্রথম সময়ে পড়বে না কি ফরজ সংলগ্ন সময়ে পড়বে?

উত্তর : প্রথম সময়ে পড়া উত্তম। হাদিস শরীফে আছে "মানুষ যখন নিদ্রা যায় শয়তান তিনটি গিরা লাগায়। যখন ভোরে উঠার সাথে সাথেই আল্লাহর নাম নেয় একটি গিরা খোলে যায়। অজুর পর দ্বিতীয়টি যখন সুন্নাতের নিয়ত বাঁধে তৃতীয়টি ও খোলে যায়।" তাই প্রথম সময়ে সুন্নাত পড়া উত্তম।

প্রশ্ন : জোহরের সময় সুন্নাত পড়া ব্যতীত ইমামতি করতে পারে?

উত্তর : অজর (অপারগতা) ব্যতীত না করা উচিৎ।

প্রশ্ন : জুমার সুন্নাত যদি খুতবা শুরু হওয়ার কারণে ছুটে যায় তাহলে জুমার নামাযের পর পড়বে কী পড়বে না?

উত্তর : পড়বে অবশ্যই পড়বে।

প্রশ্ন : কোন কোন স্থানে প্রথা আছে যে, মুসলমান হিন্দুর আড়তে মাল বিক্রয় করে। ঐ অবস্থায় হিন্দুকে কমিশন দিতে হয়। তারা কমিশনের সাথে শতকরা চার আনা নেয়। ফলফলাদি ক্রয় করে কবুতর কে দেয়ার জন্য। এ রূপ দেয়া জায়েয আছে কী নেই?

উত্তর : যদি জন্তু প্রাণীর জন্য নেয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই অবশ্যই ভুত ইত্যাদির জন্য নেয়া জায়েয নেই।

প্রশ্ন : অদৃশ্য হাত ও কিমিয়া অর্জন করা কী?

উত্তর : অদৃশ্য হাতের জন্য দোয়া করা অসম্ভবের জন্য দোয়া করা। যুক্তি নির্ভর ও সত্তাগত অসম্ভবের মত হারাম। কিমিয়া (লোহা পিতল ইত্যাদিকে স্বর্ণে পরিণত করার কৌশল) হচ্ছে সম্পদ অপচয় করা, এটি হারাম। এখনো পর্যন্ত কোথাও প্রমাণিত হয় নাই যে, কেউ তৈরী করেছে। كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ "যেমন কেউ উভয় হাত প্রসারিত করেছে পানির দিকে এবং পানি এমনিতে তার কাছে আসবে না।" অদৃশ্য তাই যা কুরআন আজিমে আছে সেদিকে মানুষদের কোন মনযোগই নেই। وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ "এবং যে আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য নাজাতের পথ বের করে দেবেন এবং তাকে ঐ স্থান থেকে রিজিক দেবেন যা তার কল্পনাতীত।" খোদাভীতি নেই নচেৎ প্রকৃতপক্ষে সবকিছু অর্জিত হতো। মদিনা প্রবাসী আমার এক বন্ধু মদিনা মুনাওয়ারা থেকে তার প্রেরিত একটি পত্র রবিবার আমার হস্ত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গত হয়। পঞ্চাশ টাকার চাহিদা ছিলো। বুধবার এখান থেকে ডাক যায় যা সাপ্তাহিক ডাক বিমানে চলে যায়। সোমবার দিন আমার মনেও ছিল না। উক্ত দিনও শেষ হয়ে গেল। মাগরিবের নামায পড়ে চিন্তা হল, আগামী কাল বুধবার এখনো পর্যন্ত টাকার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। আমি রাসূলের দরবারে প্রার্থনা করি, হুযূরের দরবারেই পাঠাতে হচ্ছে- "আমাকে ব্যবস্থা করে দিন"। বাইরে হাসনাইন মিঞা (আ'লা হযরত মুদ্দাজিলুহুল আলীর ভাইপো) আহবান করলো, শেঠ ইব্রাহীম বোম্বাই থেকে সাক্ষাতের জন্য এসেছেন। আমি বাইরে আসি ও সাক্ষাত করি। যাওয়ার সময় একান্ন টাকা তিনি দেন অথচ প্রয়োজন ছিলো কেবলমাত্র পঞ্চাশ টাকা। একান্ন টাকার এক টাকা মানি অর্ডার ফি ছিলো। সকালে তড়িঘড়ি করে মানি অর্ডার করে দিই।

সংকলক : এটি হচ্ছে- يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

প্রশ্ন : শীর্ষস্থানীয় কিছু আউলিয়া থেকে কিছু এমন কথা পাওয়া গেছে যা বাহ্যত শরীয়ত বিরোধী। উহাতে তাঁদেরকে অপারগ মনে করা হয়। ঐ সব কথার সুন্দর অর্থ বের করা হয়। যদি এ যুগে কেউ এ ধরণের কথা বলে তাহলে তাকে কেন অপারগ মনে করা হয় না?

উত্তর : যদি বেলায়ত সাব্যস্ত হয়ে যায় তাহলে তাকেও অপারগ বলা হবে।

প্রশ্ন : বেলায়ত সাব্যস্ত হওয়ার পন্থা কি?

উত্তর : ইমামদের ঐক্যমত, সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের একতা বৃহত্তম মুসলিমন জনগোষ্ঠি যাকে অলি মানে ও মানছে নিঃসন্দেহে সে অলি। যদি এ রূপ শর্তারোপ করা না হয় বরং যে কেউ প্রত্যেক মদখোর, সুদখোর, জুঁয়াড়ী, যা ইচ্ছা বলে দেবে এবং পরে বলবে উম্মাদ অবস্থায় এ রূপ বলেছি। এতে শরীয়ত একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : কিছু অজিফাতে আয়াতসমূহ ও সূরাসমূহ উল্টো করে পড়া লিখা আছে।

উত্তর : হারাম, ভীষণ হারাম, কবিরাগুণাহ। ভীষণ কবিরা কুফুরীর কাছাকাছি। এটি দূরে থাক সূরাসমূহের ধারা ও বিন্যাস পরিবর্তন করে পড়া সম্পর্কে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, এ রূপ যারা করে তারা কী ভয় করছে না আল্লাহ তাদের কলব উল্টিয়ে দেবে। আয়াত সমূহের উল্টো করতঃ অনর্থক করে দিয়ে পড়ার প্রশ্নই আসে না।

প্রশ্ন : সুফীদের অজিফাতে এ আমলসমূহ কিভাবে অন্তর্ভূক্ত হয়?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উত্তর : হাদিসসমূহ যেগুলো হুযূর ﷺ থেকে বর্ণিত আছে তাতে কিছু মনগড়া ও জাল হাদিস আছে। (এ প্রসঙ্গে বলেন) মূর্খদের মধ্যে আসমাই-ই হুসনার শক্তি বৃদ্ধির জন্য একটি ব্যবস্থা এটি করেছে যে, যেমন-

يَا عَزِيْزُ تَعَزَّزْتُ فِي عِزَّتِكَ وَالْعِزَّةُ فِي عِزَّةِ عِزَّتُكَ يَا عَظِيْمُ تَعَظَّمْتُ فِي عَظْمَتِكَ وَالْعَظْمَةُ فِي عَظْمَةِ عَظْمَتِكَ.

এ পর্যন্ত তো শুদ্ধ আছে। পরে আছে-

يَا مُذِلُّ تَذَلَّلْتُ فِي ذِلَّتِكَ وَالذِّلَّةُ فِي ذِلَّةِ ذِلَّتُكَ يَا خَافِضُ تَخَفَّضْتُ فِي خَفْضَتِكَ وَالْخَفْضُ فِي خَفْضِ خَفْضَتِكَ.

এখন বলুন, এটি কুফুরী হয়েছে কী হয় নাই। এ জন্য যে, শয়তান তাদের ধোকা দিয়েছে। তাদের কাছে আরবী উদ্ধৃতিটির/ভাষাটির অর্থ জানা নেই। সুফীগণ বলেন, "জ্ঞানহীন সুফী শয়তানের পুতুল।" সে জানেনা যে সে শয়তানের রশিতে বাঁধা। হাদিসে আছে-

اَلْمُتَعَبِّدُ بِغَيْرِ فِقْهٍ كَالْحِمَارِ فِي الطَّاحُوْنِ.

ফিকহ বিহীন ইবাদতকারীকে আবেদ বলেন নাই বরং আবেদের মুখোশধারী বলেছেন। ফিকহ ব্যতীত ইবাদত হতেই পারে না আবেদ হবে কিভাবে। সে এ রূপ যেমন ঘানিতে গাধা কঠোর শ্রম করছে, ফল কিছু হচ্ছে না। একজন শীর্ষস্থানীয় অলি قَدْ سَنَا اللهُ تَعَالَى بِأَسْرَارِهِمْ তিনি একজন রিয়াজত ও মুজাহিদাকারীর নাম শুনেছেন। তার বড় বড় দাবী শুনেছেন। তাকে আহবান করেন ও বলেন, আমি যা শুনেছি তা কোন ধরনের দাবী। সে আরজ করে, "আমার দৈনিক আল্লাহর দিদার হয়, এ চোখ গুলো সমূদ্রে খোদার বিছানা বিছায় তাতে আল্লাহ আসন গ্রহণ করেন।" যদি তার জ্ঞান থাকতো তাহলে প্রথমেই বুঝে নিতো, আল্লাহর সাক্ষাৎ পৃথিবীতে জাগ্রত অবস্থায় এ চক্ষুগুলো দ্বারা সম্ভব না। আল্লাহর রাসূল ﷺ ব্যতীত কারো জন্য। আল্লাহর রাসূলের ও সাক্ষাৎ হয়েছে আসমান ও আরশের উপর। দুনিয়া হচ্ছে আসমান ও জমিনের নাম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উক্ত বুজুর্গ একজন আলেম ডাকেন। তাকে বলেন ঐ হাদিসটি পড়ুন যাতে হুযুর ﷺ বলেছেন, শয়তান নিজ সিংহাসন সমূদ্রে বিছায়। তিনি আরজ করেন, নিঃসন্দেহে হুযূর ﷺ বলেন,

إِنَّ إِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْبَحْرِ.

শয়তান নিজ সিংহাসন সমুদ্রে বিছিয়ে দেয়। সে যখন এটি শুনলো বুঝতে পারলো। এখনো পর্যন্ত আমি শয়তানকে প্রভূ মনে করে আসছি। তারই ইবাদত করছি, তাকেই সিজদা করছি। কাপড় ছিড়ে ফেলে এবং জঙ্গলে চলে গিয়ে হারিয়ে গেল। আর কোন খোঁজ পাওয়া গেলনা।

সৈয়্যদি আবুল হাসান জুসকী رحمة الله عليه সৈয়্যদি আবুল হাসান আলী বিন হায়তী رحمة الله عليه-এর খলিফা, আলী বিন হায়তী হুযূর সৈয়্যদনা গাউছে আজম رحمة الله عليه-এর খলিফা, তাঁর মুরিদ রমজান শরীফে ছিল্লাতে যান। একদিন সে কাঁদতে লাগলো। তিনি গমন করেন ও বলেন কেন কাঁদছ? সে আরজ করে জনাব! শবে কদর আমার দৃষ্টি গোচর হয়েছে। বৃক্ষ লতা, ঘর বাড়ি সিজদারত। আলো ছড়িয়ে আছে। আমি সিজদা করতে চাচ্ছি। একটি লৌহ শলাকা আমার গলা থেকে বক্ষ পর্যন্ত বিদ্ধ হয়ে আছে যাতে আমি সিজদা করতে পারছিনা। তাই কাঁদছি। তিনি বলেন, বৎস! তা লৌহ শলাকা নয়, তা তীর যা আমি তোমার বক্ষে রেখেছি। আর এ সব গুলো শয়তানের কার সাজি শবে কদর নয়। সে আরজ করে, হুযূর আমার শান্তনার জন্য কোন প্রমাণ পেশ করুন। তিনি বলেন, "উভয় হাত প্রসারিত করত: পুনরায় ক্রমান্বয়ে গুটিয়ে নাও। সে গুটিয়ে নেয়া শুরু করে যতই গুটিয়ে নিতে লাগল ততই জ্যোতি কমে অন্ধকার হতে লাগলো। অবশেষে উভয় হাত গুটিয়ে গেল সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে পড়ে। তার হাত থেকে হৈ চৈ শুরু হলো যে, হযরত আমাকে ছেড়ে দিন আমি যাচ্ছি।" তখন উক্ত মুরিদ শান্তনা পেল। (অতঃপর বলেন) উক্ত জ্ঞানহীন সুফীকে শয়তান লাগাম লাগায়। একটি হাদিসে আছে- আমার নামাযের পর শয়তানরা সমুদ্রে একত্রিত হয়। ইবলিসের আসন বিছানো হয়, শয়তানদের কার্য প্রণালী উপস্থাপিত হয়। কেউ বলে, সে এত গুলো মদ আপ্যায়ন করিয়েছে। কেউ বলে, সে আজ অমুক ছাত্রকে পড়া থেকে বিরত রেখেছে। শুনা মাত্রই সে আসন থেকে লাফিয়ে উঠে ও তার সাথে আলিঙ্গন করে এবং أنت أنت (তুমি! তুমি!!) তুমি কাজের কাজ করেছ। শয়তানরা এ অবস্থা দেখে জ্বলে পুড়ে যাবে তারা এত বড় বড় কাজ করেছে তাদের কোন ধন্যবাদ দেয় নাই। আর একে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এতগুলো সাবাশ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। ইবলিস বলে, তোমরা জাননা যা কিছু তোমরা করেছ সব কিছু তার বদান্যতায়। যদি জ্ঞান থাকত তাহলে পাপ করত না। বলো তো, এমন স্থান কোনটি যেখানে সবচেয়ে বড় আবেদ থাকে তবে সে জ্ঞানী নয় এবং সেখানে একজন আলেম ও থাকে। তারা একটি স্থানের নাম উল্লেখ করে। সকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে শয়তানদের নিয়ে উক্ত স্থানে পৌঁছে। শয়তানরা আত্মগোপন করে রইল আর ইবলিশ মানুষের আকৃতি নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল। আবেদ সাহেব তাহাজ্জুদ নামাযের পর ফজর নামাযের জন্য মসজিদে গমন করছে। রাস্তায় ইবলিশ দাঁড়িয়ে ছিলো। সালামুন আলাইকুম, ওআলাইকুমুস সালাম জনাব। আমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে, আবেদ সাহেব তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস কর। আমাকে নামাযে যেতে হবে। সে ছোট একটি কাঁচের বোতল বের করত: জিজ্ঞাসা করে, আল্লাহ তায়ালা শক্তিশালী যে, এ আসমান ও জমিন কে এ ছোট কাঁচের বোতলে ঢুকাতে পারবে। আবেদ সাহেব চিন্তা করেন এবং বলেন, কোথায় আসমান জমিন এবং কোথায় এ ছোট কাঁচের বোতল। এটি আমার জানার বিষয়, আপনি যেতে পারেন। সে শয়তানদেরকে বলল, দেখ, আমি তার রাস্তা শেষ করে দিয়েছি। তার আল্লাহর কুদরতের উপর ঈমান নাই। ইবাদতের দ্বারা কি কাজ হবে। সূর্যোদয়ের কাছাকাছি সময়ে আলেম সাহেব তড়িঘড়ি করত আগমন করেন। সে বলে, আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুমুস সালাম, আমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে। তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা কর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কর। নামাযের সময় অল্প। সে উক্ত প্রশ্নটিই করল। তিনি বলেন, অভিশপ্ত মনে হচ্ছে তুমি ইবলিশ। তিনি শক্তিশালী, এ কাঁচের বোতলটি তো অনেক বড়। একটি সুঁইর ছিদ্রের মধ্যে ও চাইলে লক্ষ কোটি আসমান ও জমিন ঢুকাতে পারেন إنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ে শক্তিশালী) আলেম সাহেব প্রস্থানের পর ইবলিশ শয়তানদেরকে বলে, দেখ এটি জ্ঞানের বদান্যতার কারণে।

প্রশ্ন : মহিলাদের মিসওয়াক করা কী রূপ?

উত্তর : তাদের জন্য উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা رضي الله عنها-এর সুন্নাত। তবে যদি তারা না করে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। তাদের দাঁত ও পুরুষদের তুলনায় দুর্বল হয়ে থাকে, মাজনই যথেষ্ট।

প্রশ্ন : বায়নার হুকুম কী?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উত্তর : বায়না তো বর্তমান যুগে এরূপ হয় । ক্রেতা যদি বায়না দেয়ার পর নেয় তাহলে বায়না বাতিল এটি নিশ্চিত রূপে হারাম ।

প্রশ্ন : মৃত্যু ব্যক্তির আলাদা দাঁত (বাঁধানো দাঁত) বের করে ফেলতে হবে কী হবে না ।

উত্তর : বের করে নেয়া উচিৎ যদি কোন কষ্ট না হয় । তার ভাঙ্গা দাঁত কাফনের মধ্যে রেখে দেবে ।

প্রশ্ন : এক কাতার ফরজ নামায পড়ছে । মধ্যখানে একজন লোক নফলের নিয়তে শরীক হয়েছে । তাদের নামাযে কোন অসুবিধা হয়েছে কী হয় নাই ।

উত্তর : কোন অসুবিধা হয় নাই ।

প্রশ্ন : কাতার কর্তন করা হয় নাই?

উত্তর : না ।

প্রশ্ন : অথচ তার নামায একটি এবং তাদের নামায অন্য প্রকার ।

উত্তর : তার নামায অন্য নামায নয় । ফরজ সাধারণ নামাযকে অন্তর্ভূক্ত করে । সাধারণ নামায নফলও । নফল প্রত্যেক নামাযে অন্তর্ভূক্ত । হ্যাঁ, যদি ঐ লোকেরা আজকের জোহর পড়তে থাকে এবং এ ব্যক্তি গতকালের জোহরের নিয়তে ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তার নামায হবে না । কেননা তার নামায এক ধরণের ইমামের নামায অন্য ধরনের । গতকালের জোহর আজকের জোহরের অন্তর্ভূক্ত নয় ।

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি অজু করছিল এবং দু'জন ব্যক্তি অজু অবস্থায় ছিলো । অজুরত ব্যক্তি শেষে জামাতে অন্তর্ভুক্ত হবে । এই মনে করে এক ব্যক্তি ইমাম হয়ে আগে দাঁড়িয়ে গেল অপর জন একাকী পিছনে দাঁড়ালো । তবে ঐ ব্যক্তি অজু করত: জামা' তে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই । এখন উক্ত দুই ব্যক্তির নামায হয়েছে কী না?

উত্তর : নামায হয়ে গেল । ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ই ভুল করেছে এবং সুন্নাত বিরোধী করেছে । উচিৎ ছিলো ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ই সমান হয়ে দাড়াঁনো । যখন সে অজু করে আসতো মুকতাদি পিছনে নেমে আসতো অথবা ইমাম সামনে এগিয়ে যেত । (অতঃপর বলেন) উক্ত ভুলে সাধারণ লোকেরা তো আছেই আলেমরা ও লিপ্ত । বর্তমান কালই বিবেচ্য, অদৃশ্যের কি জ্ঞান । সম্ভবত: সে অজু অবস্থাতে মরে যেতে পারে অথবা অন্য কোন অপারগতা উপস্থিত হতে পারে ।

প্রশ্ন : দু'জন মহিলার মধ্যখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞার কারণ কী?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উত্তর : দু'জন মহিলার মধ্যখান থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন । মহিলাদের পিছনে চলতে নিষেধ করেছেন । (অতঃপর বলেন) একজন মহিলা তিনজন পুরুষের নামায নষ্ট করে দেয় একজন যে ডানে, একজন যে বামে, একজন যে, পিছনে দু'জন মহিলা কম পক্ষে চার জনের দু'জন ডান –বামের এবং দু'জন তাদের পিছনের । তিন জন মহিলা দু'জন ডান বামের পুরুষের নামায নষ্ট করে দেয় এবং নিজেদের পিছনের প্রত্যেক কাতার থেকে তিনজন তিনজন পুরুষের যারা তাদের সমান পিছনে হবে । যদি চার জন মহিলা হয় তাহলে দু'জন পুরুষের ডান–বামের নামায নষ্ট করে দেয় এবং তাদের পিছনে যদি লক্ষ লক্ষ কাতারও থাকে সকলের নামায নষ্ট যদিও সমান পিছনে না হয় । সবশেষে কিছু প্রভাবতো আছেই । যাতে এত গুলো নামায নষ্ট হয়ে যায় তাই দু'জন মহিলার মধ্যখান থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন ।

প্রশ্ন : কিছু পুরুষ আগে তাদের পিছনে মহিলা, তাদের পিছনে একটি দেয়াল, উক্ত দেয়ালের পিছনে যে লোকেরা দাঁড়িয়েছে তাদের নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : যদি দেয়াল এত নীচ হয় যে, বক্ষ ও মাথা দেখা যায় তখন ও সমানে সমান এবং পুরুষদের নামায নষ্ট হয়ে যাবে ।

প্রশ্ন : যদিও মহিলাররা দূর্বল হয় ।

উত্তর : দূর্বল হোক অথবা সবল হোক মহিলাদের মসজিদে যাওয়া নিষেধ । হাদিসে এরশাদ করেন, মহিলার নিজ বিছানায় নামায পড়া উত্তম কক্ষে নামায পড়া থেকে । তার কক্ষে নামায পড়া উত্তম দালানে নামায পড়া থেকে । তার নামায দালানে পড়া উত্তম আঙ্গিনায় নামায পড়া থেকে । তার নামজ নিজ আঙ্গিনায় পড়া উত্তম আমার মসজিদে নামায পড়া থেকে । (অতঃপর বলেন) মসজিদে ও জামায়াতে উপস্থিতি মহিলাদের মাফ বরং নিষেধ ।

প্রশ্ন : পূর্ণ এক কাতারে পুরুষ দাঁড়িয়েছে, তাদের পেছনে মহিলারা দাঁড়িয়েছে । অতঃপর পরবর্তী যে সব পুরুষ আগমণ করবে কোথায় দাঁড়াবে?

উত্তর : যদি এখানে স্থান সংকুলন না হয় তাহলে নামায বাতিল হবে, অন্য মসজিদে পড়বে ।

প্রশ্ন : যদি ইমাম দু'আয়াত পড়ে এবং ভুলে অন্য স্থান থেকে আয়াত পড়ে তাহলে নামায হবে কী হবে না?

উত্তর : হয়ে যাবে ।

প্রশ্ন : পতিতাদের উপার্জিত টাকা মসজিদের সেবায় ব্যয় করতে পারে কী না?

উত্তর : না, মসজিদের জন্য হালাল ও পবিত্র মাল হতে হবে ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রশ্ন : যদি দেয়াল এত উঁচু হয় যে, মহিলাদের মাথা দেখা যায় না। তাহলে দেয়ালের পিছনে যারা থাকবে তাদের কাছে ইমামের রুকু ও সিজদা দেখা যাবে না। ফলে ইক্তিদা কিভাবে শুদ্ধ হবে?

উত্তর : ধ্বনি পৌঁছবে।

প্রশ্ন : কর্জ উসূলে যা খরচ হবে তা কর্জ গ্রহীতার থেকে নিতে পারবে কী না?

উত্তর : একটি দানাও নিতে পারবে না।

সংকলক : দ্বিতীয়বারের উপস্থিতিতে যে সব পুরস্কার মহানবী থেকে পেয়েছেন তা উল্লেখ করত: ইরশাদ করেন, তিনি স্বয়ং নিজের অতিথিদের মেহমানদারী করেন। হুযূর তো হুযূর ﷺ হুযূরের উম্মতের আউলিয়াদেরও এই শান। হযরত সৈয়্যদি আহমদ বদভী কবির رحمة الله عليه যার খোশরোজ শরীফ মিশরে হয়। মাজার শরীফে তার খোশরোজ শরীফের দিন প্রতি বছর জামাত হয় এবং তার মিলাদ পড়া হয়। ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী কুদ্দিসা সিররুহু আবশ্যকভাবে প্রতি বছর উপস্থিত হতেন। নিজ গ্রন্থেও খুবই প্রশংসা করেছেন। কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী মজলিশের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিন দিন ব্যাপী মজলিস হত। একদা তাঁর বিলম্ব হয়। তিনি সর্বদা একদিন পূর্বে উপস্থিত হতেন। ঐ বার শেষ দিন পৌঁছেন। যে সব আউলিয়া মাজারে মুরাকাবা রত ছিলেন তারা বলেন, দু'দিন ধরে কোথায় ছিলেন? হযরত মাজার মোবারক থেকে পর্দা তুলে বলছেন, আবদুল ওয়াহাব এসেছে, আবদুল ওয়াহাব এসেছে? তিনি বলেন, হুযূরের আমার আসার অবগতি হয় কী? তাঁরা বলেন, অবগতি কিভাবে? হুযূর তো বলছেন, যতই দুর থেকে কোন মানুষ আমার মাজারে আসার ইচ্ছা করে না কেন আমি তার সঙ্গে হই। তাকে হেফাজত করি। যদি তার এক টুকরো রশি চলে যায় আল্লাহ তায়ালা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। (অতঃপর বলেন) তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল এবং তিনিও তাঁর জন্য নিবেদিত ছিলেন। তাই হযরতের তার প্রতি বিশেষ ভালবাসা ছিল। আল্লাহর কাছে তার সম্মান ও অবস্থান কী রূপ তাহলে তাকে দেখতে হবে। তার হৃদয়ে আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা কী রূপ, ঐ পরিমাণ তার মর্যাদা ও আল্লাহর কাছে হবে। হযরত সৈয়্যদি আবদুল ওয়াহাব শীর্ষস্থানীয় অলি ছিলেন। হযরত সৈয়্যদি আহমদ বদভী কবির এর মাজার শরীফে অনেক বেশী জমায়েত ও জনজট হতো। উক্ত সমাবেশে আসার পথে এক বণিকের দাসীর উপর দৃষ্টি পড়ল। তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। হাদিসে আছে-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

اَلنَّظْرَةُ الْاُوْلٰى لَكَ وَالثَّانِيَةُ عَلَيْكَ.

-প্রথম দৃষ্টি ক্ষমা দ্বিতীয় দৃষ্টিতে জবাব দিহিতা আছে।

অর্থাৎ- প্রথম দৃষ্টিতে কোন পাপ হবে না। দ্বিতীয় দৃষ্টিতে পাপ হবে। যাক তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন তবে মহিলাটি তার পছন্দনীয় হয়। যখন তিনি মাজারে আসেন এরশাদ করেন, আবদুল ওয়াহাব! ঐ কৃত দাসীটি কি পছন্দীয় হয়েছে? আরজ করি, হ্যাঁ, নিজ শাইখের কাছে কোন কথা গোপন না রাখা উচিৎ। ইরশাদ করেন, ঠিক আছে, আমি উক্ত দাসী তোমাকে দান করেছি। এখন আমি নিরব, দাসী তো বণিকের আর হুযূর দান করেছেন। তৎক্ষণাৎ উক্ত বণিক উপস্থিত হন এবং তিনি দাসীকে মাজার শরীফে মান্নত করে দেন। খাদেমকে ইশারা করেন, তিনি তাঁকে উৎসর্গ করেন। এরশাদ করেন, আবদুল ওয়াহাব; এখন বিলম্ব কেন? অমুক কক্ষে নিয়ে যাও এবঙ নিজ প্রবৃত্তি/ প্রয়োজন পূর্ণ কর।

প্রশ্ন : নবীগণ عليهم السلام ও অলিগণের কবর ও জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কী?

উত্তর : নবীগণ عليهم السلام-এর জীবন প্রকৃত অনুভূতিজাত ও পার্থিব। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য তাদের উপর কিছু সময়ের জন্য মৃত্যু আসে। অতঃপর তাদেরকে উক্ত জীবন পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হয়। উক্ত জীবনে পার্থিব জীবনের বিধানসমূহ প্রযোজ্য নয়। তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন করা যাবে না। তাদের বিবিদের বিবাহ হারাম। তাদের বিবিদের ওফাতের ইদ্দত পালন করতে হবে না। তাঁরা তাঁদের কবরে আহার পানাহার করেন। বরং সৈয়্যদি মুহাম্মদ বিন আবদুল বাকী যুরকানী বলেন, "নবীদের পবিত্র কবরে বিবিদেরকে পেশা করা হবে। তাঁরা তাঁদের সাথে মিলন করেন।" হুযূর আকরাম ﷺ তাদেরকে হজ্ব করতে, লাব্বাইকা বলতে, নামায পড়তে দেখেছেন। অলিগণ, আলেমগণ ও শহিদগণের কবরজীবন যদিও পার্থিব জীবনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উন্নততর তবে তাদের উপর পার্থিব জীবনের বিধান প্রযোজ্য হবে না। তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন করা হবে তাদের বিবিগণ ওফাতের ইদ্দত পালন করবেন। কবরের জীবন তো সাধারণ মু'মিনের জন্যও প্রমাণিত। হাদিস শরীফে আছে- মু'মিনের উপমা ঐ পাখির মত যা খাচার মধ্যে, যতক্ষণ খাচার মধ্যে থাকে তার উড়া খাচার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যখন তা থেকে মুক্তি পায় তখন তার উড়া কত হবে। মৃত্যুর পর সাধারণ মানুষের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পাওয়ার এমন কি নাস্তিকদের ও বৃদ্ধি পায়। এটি সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইজমা আকিদা এবং বিশুদ্ধ হাদিসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। যে বিরোধীতা করবে পথ ভ্রষ্ট হবে। কোন কবরে মানুষ গেলে মানুষটি যদি কবর ওয়ালার পরিচিতি হয় তাকে সে চিনে ও তাতে সে প্রশান্তি পায়। তার শব্দ ও পদ ধ্বনি সে শুনতে পায়। যদি সে তাকে না চেনে তাহলে এতটুকু তো অবশ্যই জেনে নেয় যে, একজন মুসলমান আমার কবরের উপর এসেছে। যদি কোন জীবিত ব্যক্তির উপর এত মন মাটি চাপিয়ে দেয়া হয় তার উপর কামানের গোলা ছুড়লেও সে শুনবে না। অতএব প্রমাণিত হয় মৃত্যুর পর শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির ক্ষমতা বেড়ে যায়।

প্রশ্ন : হুযূর! কিছু স্থানে ছেলে জন্ম গ্রহণ করে এবং বর্ণনা করে যে, আমি অমুক স্থানে জন্ম নিয়েছিলাম এবং যাবতীয় নিদর্শন প্রকাশ করে।

উত্তর : اَلشَّيْطَانُ يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِهٖ (শয়তান তার ভাষায় কথা বলে) তার শয়তান উক্ত ছেলের শয়তান থেকে জিজ্ঞাসা করে এবং এটিই বর্ণনা করে যাতে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। অমুসলমানের শয়তান কে বন্ধি করা হয়। এবং কাফেরের ভূত হয়ে যায়। ইবাদতের জন্য যখন মানুষ কে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়। তার সাথে 'কিরামান কাতিবীন' এবং শয়তান ও থাকে। যখন মানুষ মরে যায় কিরামান কাতিবীন বলেন, হে প্রভু আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। উক্ত ব্যক্তি কর্ম জগত থেকে চলে গেছে। অনুমতি দিন আমরা আসমানে আসি এবং আপনার ইবাদত করি। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমার আসমান ভর্তি আছে ইবাদতকারী দিয়ে তোমাদের ইবাদতের কোন প্রয়োজন নেই। তারা আরজ করবেন, প্রভু! আমাদেরকে জমিনে স্থান দিন এরশাদ হবে, আমার জমিন ইবাদতকারীদের দ্বারা ভর্তি আছে। তোমাদের ইবাদতের কোন প্রয়োজন নেই। আরজ করবেন, প্রভু! অতঃপর আমরা কী করব? ইরশাদ হবে, আমার বান্দাহর কবরের শিয়রে কেয়ামত অবধি দাঁড়িয়ে থেকো। তসবীহ ও প্রশংসা করতে থাকো তার সওয়াব আমার বান্দাহর কাছে পৌছাতে থাকো। (অতঃপর বলেন) ভাল কথা যেমন সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবর। এ গুলোর পরকালীন লাভ হচ্ছে এই প্রতিটি কলেমার পরিবর্তে একটি চারা গাছ বেহেশতে লাগানো হবে। তাকে বলা হবে-

وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

অন্যস্থানে বলা হবে-

وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾

বর্তমান এগুলোর উপকারীতা এই ; উক্ত কলেমা গুলো মুখ থেকে বের হয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকে। কিয়ামত অবধি তাছবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করবে এবং নিজ বক্তার গুনাহ ক্ষমা চাইবে। অনুরূপ কুফুরী কালেমা মুখ থেকে বের হয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকে। কিয়ামত অবধি তসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করবে এবং নিজ বক্তাকে অভিশাপ দেবে।

প্রশ্ন : ছাদ যুক্ত আলমারী তার উপরের দরজায় কুরআন শরীফ রেখেছে এখন তার দিকে পা দিয়ে শয়ন করতে পারবে কী না?

উত্তর : যখন পার সমান স্থান থেকে অনেক উপরে হবে তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন : মদ বিক্রেতার হাতে কোন জিনিস বিক্রয় করা জায়েয আছে কী নেই?

উত্তর : যদি মদ বিক্রেতা মুসলমান হয়, তার কাছে কোন কিছু বিক্রয় করা হারাম এবং যদি কাফের হয় অথবা তার কাছে তা ব্যতীত অন্য উপার্জন ও আছে তা হলে জায়েয। কাফেরদের জন্য মদ ও শুকুর এ রূপ যেরূপ আমাদের জন্য আখ ও বকরী।

প্রশ্ন : পতিতাকে ঘর ভাড়া দেয়া জায়েয কী না জায়েয?

উত্তর : তার ঘরে থাকা তো পাপ নয়। থাকার জন্য ঘর ভাড়া দেয়াও পাপ নয়। তবে তার ব্যভিচার করা এটি তার কাজ। ঐ কাজের জন্য ঘর ভাড়া দেয়া হয় নাই।

প্রশ্ন : চিকিৎসা করা কী সুন্নাত না করা?

উত্তর : উভয়টি সুন্নাত। এটিও এরশাদ হচ্ছে-

تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ فَإِنَّ الَّذِيْ أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ لِكُلِّ دَاءٍ.

-চিকিৎসা কর, হে আল্লাহ তায়ালার বান্দারা! যিনি রোগ অবতীর্ণ করেছেন তিনি প্রত্যেক রোগের ঔষধ ও অবতীর্ণ করেছেন।

নবীগণ আলাইহিস সালাম-এর অভ্যাস অধিকাংশ এটিই ছিলো ফলে তাদের উম্মতদের সুন্নাত ও এটি। তবে শীর্ষ স্থানীয় ছিদ্দিকীনদের সুন্নাত চিকিৎসা না করা।

প্রশ্ন : ইংরেজদের তৈরী ঔষধ জায়েয আছে কী জায়েয নাই?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উত্তর : তাদের যে পরিমাণ পাতলা ঔষধ আছে সব গুলোতে মদ মিশ্রিত আছে সবগুলো হারাম ও নাপাক।

প্রশ্ন : যদি 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলে জন্তুকে তীর নিক্ষেপ করে এবং তার কাছে পৌঁছার পূর্বে যবেহ ব্যতীত মারা যায় এখন উক্ত জন্তু খাওয়া কী রূপ?

উত্তর : খাওয়া জায়েয তীর যেখানেই লাগেনা কেন (অতঃপর বলেন) যদি তকবীর বলে বন্দুক ছুড়ে এবং যবেহ করার পূর্বে মারা যায় তাহলে হারাম। এ কারণে যে, বন্দুকে ভাঙ্গন আছে এবং তীর এ কর্তন আছে।

প্রশ্ন : শ্রুত আছে যে, "হযরত আবু হুরাইরা ﷺ-এর বিড়াল, 'আসহাবে কাহাফ' এর কুকুর বেহেশতে যাবে" এটি বিশুদ্ধ কী না?

উত্তর : হযরত আবু হুরাইয়রা ﷺ-এর বিড়ালের জন্য সাব্যস্থ নেই। আসহাবে কাহাফ এর কুকুর 'বলআম বাউর' এর আকৃতিতে বেহেশতে যাবে এবং সে উক্ত কুকুরের আকৃতিতে দোজখে যাবে যে দিকে ইঙ্গিত করে এরশাদ হচ্ছে-

فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ﴿١٧٦﴾

আমি তাকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়েছি সে বের হয়ে গেছে ঐগুলো থেকে, এবং পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। আমি যদি চাইতাম তাকে উক্ত আয়াত সমূহের কারণে বুলন্দ করতে পারতাম তবে সে তো জমিন আঁকড়ে ধরেছে। তা থেকে উঠানো হয় নাই। সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। তার উপমা হচ্ছে কুকুরের উপমা। "যদি তুমি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও হাঁপিয়ে উঠে অথবা বোঝা বিহীন ছেড়ে দাও হাঁপিয়ে উঠবে। এটি ঐ লোকদের উপমা যারা আমার নির্দশনাবলীর মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। (অতঃপর বলেন) সে (কুকুর) আল্লাহর প্রিয়জনদের সঙ্গ অলম্বন করেছে আল্লাহ তায়ালা তাকে মানুষের রূপ দিয়ে বেহেশত দান করেছেন। আর এ ('বলআম বাউর) আল্লাহর প্রিয়জনদের সাথে শত্রুতা করেছে, বনি ইস্রাইলের বিখ্যাত আলেম ছিলো তার দোয়া কবুল হতো। মানুষেরা তাকে অঢেল সম্পদ দেয় মুসা ﷺ-এর জন্য বদ দোয়া করতে। দুষ্ট লোভে পড়ে গেল এবং বদ দোয়ার করতে মনস্থ করে। মুসা ﷺ-এর জন্য যে, শব্দ গুলো বলতে চায় তা নিজের জন্য বের হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা তাকে ধবংস করে দেন। 'উস্তনে হান্নানাহ' নিয়ে জ্ঞানীদের মতানৈক্য আছে। এক বর্ণনায় আছে- হুযূর এরশাদ করেন, যদি তুমি চাও

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাহলে তোমার বাগানে তোমাকে পুণঃস্থাপন করে দেয়া হবে তোমার থেকে পাতা, ফুল, ফল হবে। অথবা বেহেশতের একটি বৃক্ষ হবে মানুষেরা তোমার থেকে উকৃত হবে। সে আরজ করে, পৃথিবী নশ্বর আমি নশ্বর দুনিয়ার উপর অবিনশ্বর জগতকে গ্রহণ করেছি। হুযূর তাকে মিম্বরের নিচে দাফন করেছেন। হযরত মাওলানা ﷺ বলেন,

آں ستوں را دفن کرد اندر زمیں ❁ تا چو مردم حشر یابد روز دیں

تا بدانی ہر کرا یزداں بخواند ❁ از ہمہ کار جہاں بیکار ماند

প্রশ্ন : ফরজ নামাযের শেষ দু'রাকাতে যখন ইমাম সাহেব আলহামদু শরীফ পড়ে তখন 'তা'আউয' এবং 'আমিন' বলবে অথবা বলবে না।

উত্তর : 'তা'আউয' বলবে না। হ্যাঁ, 'বিসমিল্লাহ' শরীফ পড়ে শুরু করবে এবং শেষে 'আমিন' বলবে। যদি মুক্তাদিদের কানে আওয়াজ পৌঁছে তখন তারাও 'আমিন' বলবে।

প্রশ্ন : হুযূর কিছু রোগ সংক্রামক ও হয়ে থাকে।

উত্তর : না, হাদিসে আছে- لا عَدْوَى সংক্রামক বলতে কোন রোগ নেই।

প্রশ্ন : অতঃপর 'জুযামী' (বিখ্যাত একটি রোগ যা রক্ত দোষের কারণে হয় যেমন- কুষ্ঠ, শ্বেত) থেকে পলায়নের কোন বিধান দেয়া হয়?

উত্তর : উক্ত বিধান দুর্বল ঈমানের কারণে। যদি সে সেখানে বসে এবং আল্লাহর কদুরতে কিছু হয়ে যায় তাহলে শয়তান ধোকাদেবে যে এটি বসার কারণে হয়েছে। যদি না বসত হত না। ফলে তাকদীরে এলাহী ভুলে যাবে।

প্রশ্ন : অতঃপর প্লেগ থেকে পলায়ন নিষেধ কেন?

উত্তর : তার জন্য হাদিসে পরিস্কার এরশাদ হচ্ছে- প্লেগ রোগ থেকে পলায়নকারী যেন জিহাদের ময়দানে কাফেরদের পৃষ্ট দিয়েছে, সেখানে প্রয়োজন ব্যতীত যেও না।

প্রশ্ন : উম্মুল মু'মিনীন সিদ্দিকা ﷺ-এর মৃতদের শ্রবণ করা অস্বীকার থেকে ফিরে আসা সাব্যস্ত আছে কী না?

উত্তর : অস্বীকার থেকে ফিরে আসেন নাই। তিনি যা বলেছেন সত্য বলেছেন। তিনি মৃতদের শুনা অস্বীকার করেছেন। মৃত কারা দেহ, রূহ মৃত নহে। নিশ্চিতভাবে দেহ শুনতে পায়না। আত্মা শ্রবণ করে। তাঁর দলিল এই যে, যখন উম্মুল মু'মিনীনের খেদমতে সৈয়্যদুনা ওমর ফারুক আজম ﷺ ইরশাদ করেন,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ.

-তোমরা তাদের থেকে অধিক শ্রবণ কর না।

উম্মুল মু'মিনীন বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমিরুল মু'মিনীনকে দয়া করুন, হুযূর আকরাম ﷺ এটি বলেন নাই বরং বলেছেন, إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ (নিশ্চয়ই তারা জানে) আমিরুল মু'মিনীন'র ভূল হয়েছে। তিনি বলেছেন, مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ। অতএব স্বয়ং উম্মুল মু'মিনীন মৃতদের জ্ঞানের স্বীকৃতি দিচ্ছেন। অবশ্য শ্রবণকে অস্বীকার করেছেন আর তাও প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী। প্রচলিত অর্থে শ্রবণ উক্ত যন্ত্র (কান) দ্বারা হয়। এটি নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর পর রূহের জন্য হয় না। উক্ত দেহ রূহের জন্য হয় না। রূহকে আদর্শিক দেহ দেয়া হয়। উক্ত দেহ কান দ্বারা শ্রবণ করে। অতঃপর উম্মুল মু'মিনীন এ আয়াত গুলো দ্বারা দলিল দেয়া এ অর্থটি আরো স্পষ্ট করে দিচ্ছে। إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى (নিশ্চয় আপনি মৃতদের শুনাতে পারবেন না) এবং وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (আপনি শুনাতে পারবেন না যারা কবরে আছে তাদেরকে)· এখানে مَوْتَى (মৃত) দ্বারা দেহ উদ্দেশ্য। কবরে কারা থাকবে অস্বীকার করা হয়েছে এবং তা নিশ্চিত হক। (অতঃপর তিনি বলেন) স্বয়ং উম্মুল মু'মিনীনের কর্ম প্রণালী মৃতদের শ্রবণ কে সাব্যস্ত করছে। তিনি বলেছেন, যখন হুযূর আকদাস ﷺ আমার কক্ষে দাফন হন চাদর বিহীন পর্দা ব্যতীত আমি উপস্থিত হতাম এবং বলতাম, إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي (তিনি তো আমার স্বামীই।) অতঃপর আমার পিতা আবু বকর সিদ্দিক رضي الله عنه দাফন হন এর পর ও কোন ধরণের সর্তকতা ও সাবধানতা ব্যতীত উপস্থিত হতাম এবং বলতাম, إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي (নিশ্চয় আমার স্বামী ও আমার পিতা) অতঃপর যখন হযরত ওমর رضي الله عنه দাফন হন তখন আমি খুবই সর্তক ও চাদর আচ্ছাদিত হয়ে উপস্থিত হতাম এভাবে যে, কোন অঙ্গ যাতে খোলা না থাকে। حَيَاءً مِنْ عُمَرَ হযরত ওমরকে লজ্জা করে। সুতরাং আত্মা সমূহের শ্রবণদৃষ্টি দেয়া না মানলে حَيَاءً مِنْ عُمَرَ এর অর্থ কি? (অতঃপর তিনি বলেন) তিনটি বিষয়ে উম্মুল মু'মিনীনের মতবিরোধ প্রসিদ্ধ এবং উক্ত তিন বিষয়ে হয়েছে ভূল বুঝা বুঝি। একটি তো এই মৃতদের শ্রবণ তিনি প্রচলিত শ্রবণ দেহ সমূহের জন্য অস্বীকার করেছেন তা ভূল বশতঃ আত্মাসমূহের প্রকৃত শ্রবণের উপর প্রয়োগ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ দৈহিক মি'রাজ সম্পর্কে অস্বীকার বিখ্যাত ও সর্বজন জ্ঞাত। উম্মুল মু'মিনীন বলছেন, مَا فَقَدْتُ جَسَدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (পবিত্র দেহ আমার থেকে কোথাও যায় নাই।) অথচ তিনি স্বপ্ন যোগে সংঘটিত মি'রাজের কথা বলেছেন সদ্য যা মদিনা শরীফে সংঘটিত হয়েছিলো। আর ঐ মি'রাজ (দৈহিক) তো মক্কা মুয়াজ্জামায় সংঘটিত হয়েছে। ঐ সময় উম্মুল মু'মিনীন পবিত্র খেদমতে উপস্থিতও ছিলেন না বরং বিবাহও হয় নাই। স্বপ্নযোগে সংঘটিত মি'রাজকে তার (দৈহিক মি'রাজ) উপর প্রয়োগ করা সরাসরি ভূল বুঝা। তৃতীয়তঃ আগামী কাল/দিন'র জ্ঞান বিষয়ে উম্মুল মু'মিনীনের অভিমত হচ্ছে- যে ব্যক্তি এটি বলে যে, হুযূরের আগামী কালের জ্ঞান আছে সে মিথ্যুক। এর দ্বারা সাধারণ জ্ঞানের অস্বীকার বের করা নিছক মুর্খতা। জ্ঞানকে যখন সাধারণভাবে বলা হবে বিশেষতঃ যখন অদৃশ্য'র দিকে সম্পর্কিত হবে তখন তা দ্বারা সত্ত্বাগত জ্ঞান উদ্দেশ্য হবে। যে দিকে ইঙ্গিত করেছেন কাশশাফের হাশিয়ায় মীর সৈয়দ শরীফ رحمه الله এবং এটি নিশ্চিত হক। কোন মানুষ কোন সৃষ্টির জন্য অণূ পরিমাণ সত্ত্বাগত জ্ঞান সাব্যস্ত করলে সে নাস্তিক।

প্রশ্ন : وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى এ عِنْدَ কোন পদ থেকে ظرف বা স্থানবাচক বিশেষ্য হয়েছে?

উত্তর : رَآهُ এর কর্তাবাচক সর্বনাম থেকে। যারা তা দ্বারা জিব্রাইলকে দেখা অর্থ নিয়েছেন তারা رَآهُ এর কর্ম বাচক সর্বনাম থেকে স্থান বাচক বিশেষ্য মানে। (অতঃপর বলেন) কেউ উক্ত সম্পূর্ণ আয়াতকে জিব্রাইল عليه السلام সম্পর্কিত মনে করেন। অধিক বিশুদ্ধ, প্রনিধান যোগ্য ও কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি উপযোগী হচ্ছে উহাই যা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়ীন-ই ইজাম ও ইমামদের মতবাদ এ সব সর্বনাম মহান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এরশাদ হচ্ছে-

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾

প্রকাশ্য আয়াত চায় এ সর্বনাম গুলো আল্লাহর দিকে প্রত্যবর্তন করুক নতুবা 'হযবরল' হয়ে যাবে। أَوْحَى এর সর্বনামদ্বয় উভয় স্থানে জিব্রাইলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। عَبْدِهِ এর সর্বনাম মধ্যখানে আল্লাহর দিকে। অতঃপর সামনে গিয়ে ভ্রান্ত প্রভূদের বর্ণনা দিয়েছেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ﴿١٨﴾ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾
وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾ تِلْكَ إِذًا
قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ ﴿٢٢﴾ إِنْ هِىَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ
أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴿٢٣﴾

-তোমরা কি দেখেছ লাত, উজ্জা এবং মানাত, এ গুলো তো নাম সর্বস্ব ছাড়া অন্য কিছু নয়। যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষরা দিয়েছ। আল্লাহ তায়ালা তদ সম্পর্কে কোন দলীল অবতীর্ণ করেন নাই। তারা কেবলমাত্র প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করেছে।

অতএব বলা হচ্ছে যে, তোমরা নিজেদের মাবুদকে না দেখে পুজা করছ এবং ইনি নিজ প্রভুকে দেখে দেখে তার ইবাদত করছেন। (অতঃপর বলেন) হুযূর আকদাস ﷺ-এর উহা কী পূর্ণতা যে, জিব্রাইলকে দেখাবেন, জিব্রাইলের পূর্ণতা হবে হুযূর ﷺ-এর দর্শন লাভে ধন্য হওয়া।

ইমাম আহমদ হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উক্ত সর্বনাম গুলোকে জিব্রাইলের দিকে প্রত্যাবর্তন করাতেন। একদা তিনি একাকী শয়ন অবস্থায় ছিলেন। একজন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন-

هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ.

-কী মুহাম্মদ ﷺ নিজ প্রভুকে দেখেছেন?
এটি শুনা মাত্রই তিনি উঠে বসেন ও বলতে লাগেন,

رَآهُ رَآهُ رَآهُ حَتَّى اِنْقَطَعَ نَفْسُهُ.

-হুযূর নিজ প্রভুকে দেখেছেন, দেখেছেন, দেখেছেন বলতে বলতে অবশেষে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।

এই সময়ের সাধারণ লোকেরা এই মাসয়ালাটি বুঝতেন না তাই তাদের কাছে উক্ত অর্থটি বর্ণনা করতেন। যখন নির্জনতায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তখন যেহেতু কোন আশংকা ছিলনা তাই পরিস্কার বলে দিয়েছেন। (অতঃপর বলেন) এ ঘটনাটি এমন মহান আল্লাহর তা স্পষ্ট বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ছিল না। সুরা নাজম শরীফে কোন স্পষ্ট শব্দ উল্লেখ নেই। স্বয়ং নবী ﷺ যে হাদিসে উক্ত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মালফুযাত-ই আ'লা হযরত

ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন হাদিসটি উভয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে। نُوْرٌ اَنّٰى رَاٰهُ- اَنّٰى এর অর্থ হচ্ছে- كـيـف। অতএব হাদিসের উক্ত অংশের অর্থ হচ্ছে জ্যোতি তা কিভাবে দেখব। আবার اَنّٰى হচ্ছে اينما এর সমার্থক। সুতরাং অর্থ হবে, জ্যোতি, যেখানে তাকে দেখব। মাওলভী আবদুল করিম রজভী সতুড়ী সাহেব নির্জনতা অবলম্বন সম্পর্কে কিছু আরজ করেন এ প্রেক্ষিতে এরশাদ করেন, মানুষ তিন প্রকার। যথা- ১। مفـيـد অন্যের উপকারী। ২। مـسـتفيد অন্যের উপকার গ্রহণকারী। ৩। منفرد

১। مفيد ঐ ব্যক্তি যে অন্যের উপকার করে। ২। مـسـتفيد ঐ ব্যক্তি যে অন্য থেকে উপকার গ্রহণ করে। ৩। منفـرد ঐ ব্যক্তি যার অন্য থেকে উপকার গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না সে ও অন্যের উপকার করতে পারে না। مفـيـد এবং مـسـتفيد এর নির্জনতা অবলম্বন করা হারাম। منفـرد এর জন্য জায়েয বরং ওয়াজিব। ইমাম ইবনে সিরীনের ঘটনা বর্ণনা করত: বলেন, যে লোক পাহাড়ে নির্জনতা অবলম্বন করত: বসে আছেন তিনি নিজেই উপকৃত হয়েছিলেন এবং অন্যের উপকার করার তার মধ্যে যোগ্যতা নেই। তার জন্য নির্জন বাস বৈধ ছিল। ইমাম ইবনে সিরীনের জন্য তা হারাম ছিল। (অতঃপর বলেন) ইমাম ইবনে হাজর মক্কী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) লিখেন, জনৈক আলেমর' অফাত হয় তাকে কেউ স্বপ্ন দেখেন, জিজ্ঞাসা করেন, আপনার সাথে কী রূপ আচরণ করা হয়েছে? তিনি বলেন, বেহেশত দেয়া হয়েছে। জ্ঞানের কারণে নয়, বরং হুযূর ﷺ-এর সাথে ঐ সম্পর্কের কারণে যা কুকুর ও রাখালের মধ্যে থাকে। সর্বদা কুকুর ঘেউ ঘেউ করত: মেষগুলোকে বাঘ থেকে সাবধান করতে থাকে। মানা না মানা তাদের কাজ। সরকারে মদিনা বলেছেন, আহবান করে যাও। এটুকু সম্পর্কই যথেষ্ট। লক্ষ মুজাহাদা ও লক্ষ সাধনা এ সম্পর্কের উপর উৎসর্গিত। যার এ সম্পর্ক অর্জিত হয়েছে তার কোন মুজাহিদা ও সাধনার প্রয়োজন নেই। (অতঃপর বলেন) এর মধ্যে সাধনা এত অল্প। যে ব্যক্তি নির্জনতা অবলম্বন করেছেন, না কেউ তার হৃদয়ে কষ্ট দিতে পারবে, না তার চোখকে, না তার কানকে। তাকে বলো, যে ঢেকিতে মাথা দিয়েছে এবং চতুর্দিক থেকে তরবারীর আঘাত পড়ছে। ঐ লোকের সংখ্যা কয়েক হাজার হবে যারা আমাকে না কখনো দেখেছে আর না আমি তাদেরকে কখনো দেখেছি। প্রতি দিন সকালে উঠে প্রথমে আমাকে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অভিশাপ দেয় অতঃপর অন্যান্য কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। আলহামদু লিল্লাহ লক্ষ লক্ষ এমন লোকও আছে- যারা না আমাকে দেখেছে, না আমি তাদের দেখেছি। প্রতিদিন উঠে নামাযের পর আমার জন্য দোয়া করে। (অতঃপর বলেন) গাল মন্দ যা খবরের কাগজে ছাপানো হচ্ছে প্রচার পত্রে বিলি করা হচ্ছে উক্ত খবরের কাগজ ও হ্যান্ডবিল আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ হবে মাটি ও ভস্ম হয়ে যাবে তবে ঐ অপবাদ ও ঘৃণা যা তাদের অন্তরে আছে তা সঙ্গে নিয়ে কবরে যাবে এবং ইনশা আল্লাহ কবরে অপমান করবে। সিদ্দিক ও ফারুক رضي الله عنهما-এর ইন্তেকালের তেরশত বছর থেকে অধিক সময় অতিক্রম হয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত ভৎর্সনকারীদের ভৎর্সনা থেকে তারা মুক্তি পান নাই। এটি এ কারণে যে, তারা নিজেদের কাঁধে সত্যের চাদর উঠিয়েছেন এবং বাতিল পন্থীদের গতি স্তব্ধ করে দিয়েছেন।

رَحِمَ اللهُ عُمَرَ تَرَكَهُ الْحَقُّ مَالَهُ مِنْ صَدِيْقٍ.

-আল্লাহ ওমরের প্রতি সদয় হোন। সত্য বলা তাকে এ অবস্থানে নিয়ে গেছে যে, তার কোন বন্ধু রইলনা।

প্রশ্ন : এটি দোয়া করা যে, "আল্লাহ ওয়াহাবীদের হোদয়াত করুন" জায়েয আছে কি নাই?

উত্তর : ওয়াহাবীদের জন্য দোয়া করা অনর্থক। ثُمَّ لَا يَعُوْدُوْنَ (অতঃপর তারা ফিরে আসবেনা) তাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে ওয়াহাবী কখনো ফিরে আসবেনা। যারা হেদায়ত প্রাপ্ত হয়েছে তারা ওয়াহাবী নয়। কাফেরেরা কিয়ামতের দিন বলবেন আমাদেরকে পুণরায় দুনিয়াতে পাঠানো হোক, আমরা আপনার উপর ঈমান আনব। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ ﴿٢٨﴾

-যদি তাদের পুণ:পাঠানো হয় তাহলে তারা পুণ: উহাই করবে যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছে।

সংকলক : বৃহস্পতিবার আসরের পর যথা নিয়ম চুল দাঁড়ি ছোট করার জন্য নাপিত আসে। তার হাত দুর্গন্ধময় ছিলো। অপছন্দ করত: ধৌত করার জন্য এরশাদ করেন। (অতঃপর বলেন) এটি ও ধৈর্য্যহীনতা ও অকৃতজ্ঞতা। সৈয়্যদুনা ঈসা عليه السلام একদা মানুষদের সাথে গমণ করছিলেন রাস্তার মধ্যে মধুর সুগন্ধ আসছিলো। সকলই ইচ্ছাকৃত সুঘ্রাণ নিচ্ছে এবং তিনি নাক বন্ধ করে

নেন। কিছু দুর যাওয়ার পর ভীষণ দুর্গন্ধ আসতে লাগল। সকলেই নাক বন্ধ করে নেয় তবে তিনি নাক বন্ধ করেন নাই। মানুষেরা কারণ জিজ্ঞাসা করে। তিনি এরশাদ করেন, ঐটি ছিলো নি'মত। আমার আকাংখা হয়েছিল যে আমি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারব না। এটি ছিল বিপদ এর উপর আমি ধৈর্য্য ধারণ করেছি।

প্রশ্ন : দাঁড়িতে গিরা দেয়া কী রূপ?

উত্তর : নসায়ী শরীফে আছে-

مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ ..... فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ بَرِيْءٌ مِنْهُ.

-যে ব্যক্তি নিজ দাঁড়িতে গিরা দেয় তাকে বলে দাও যে, মুহাম্মদ ﷺ তার উপর অসন্তুষ্ট।

প্রশ্ন : হুযূর! আমার চোখে জ্যোতি অনেক কম।

উত্তর : (১) আয়াতুল কুরসী শরীফ মুখস্থ করে নিন। প্রত্যেক নামাযের পর একবার পড়বেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথা নিয়মে পড়বেন। মহিলাদের যে দিন সমূহে নামায পড়তে হয় না। তারা ও পাঁচ ওয়াক্তে আয়াতুল কুরসি এ নিয়মে পড়বে যে, আল্লাহর প্রসংশা করছে। এ নিয়তে নয় যে, আল্লাহ কালাম পড়ছে। যখন এ শব্দে পৌঁছবে- وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ চোখের উপর রেখে এ শব্দ গুলো এগার বার পড়বে অতঃপর উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহে ফুঁক দিয়ে চোখে বুলাবে।

(২) نُوْرٌ نُوْرٌ نُوْرٌ نُوْرٌ نُوْرٌ ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সাদা কাঁচের প্লেটে উহা এভাবে লিখবে যে, و এবং ر এর মাথা উন্মুক্ত রাখবে। যমযমের পানি অথবা বৃষ্টির পানি অথবা প্রবাহিত পানি অথবা টাটকা পানি দ্বারা ধৌত করে২৫৬ (দু'শ ছাপ্পান্ন বার) يَا نُوْرُ পড়ে ফুঁক দেবে। প্রথম ও শেষে তিনবার করে এ দরুদটি পড়বে- اَللّٰهُمَّ يَا نُوْرُ يَا نُوْرَ النُّوْرِ صَلِّ عَلَى نُوْرِكَ الْمُنِيْرِ وَآلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ এ পানি চোখে লাগাবে এবং অবশিষ্ট পানি পান করে নেবে।

(৩) কলসীর তাবীজ গুলোর চিল্লা করবে। (অতঃপর বলেন) এ আমল এত দ্রুত ক্রিয়াশীল যে যদি বিশুদ্ধ অন্তর হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ হারানো চোখ ফিরে পাবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সংকলক : জনৈক ব্যক্তি পানি পান করে বাকী পানি নিক্ষেপ করে। এ প্রেক্ষিতে এরশাদ করেন, পানি নিক্ষেপ করা উচিৎ নয়। কোন প্লেটে রাখা উচিৎ। এ সময় পানির প্রাচুর্যতা ছিলো। উক্ত এক ঢুঁক পানির মূল্য নেই। পর্বতে যেখানে পানি নেই সেখানে তার মূল্য বুঝা যাবে। যদি এক ঢুঁক পানি পাওয়া যায় তাহলে একজন মানুষের প্রাণ রক্ষা পাবে। হযরত খলিফা হারুনুর রশিদ আলেম দোস্ত ছিলেন। দরবারে সব সময় আলেমদের সমাগম থাকত। একদা তিনি পানি পান করতে চান এবং পানি মুখ পর্যন্ত নিয়ে যান ও পান করতে উদ্যত হন। একজন আলেম ইরশাদ করেন, আমিরুল মু'মিনীন! সামান্য থামুন, একটি কথা জানতে চাই। তৎক্ষণাৎ খলিফা হাত গুটিয়ে নেন। তিনি বলেন, এখন আপনি যদি জঙ্গলে হন এবং পানি না যায়। তৃষ্ণাও অধিক হয় এ পরিমাণ পানি কত মূল্য দিয়ে খরিদ করতেন? তিনি বলেন, অর্ধ রাজত্ব দিয়ে। তিনি বলেন, এখন পানি পান করুণ। যখন খলিফা পানি পান করেন, তিনি বলেন, যদি এ পানি বের হতে চায় ও বের হতে না পারে তাহলে কি পরিমাণ মূল্য দিয়ে তা বের করার ব্যবস্থা করবেন? তিনি বলেন আল্লাহর শপথ। পূর্ণ রাজত্ব দিয়ে। তিনি বলেন, আপনার রাজত্বের মূল্য এতটুকু। একবার এক অঞ্জলী পানি অর্ধ রাজত্ব দিয়ে বিক্রয় করা হবে দ্বিতীয়বার পূর্ণ রাজত্ব দিয়ে। অতএব এ ধরণের রাজত্বের উপর অহংকার ও গৌরব করতে থাকুন।

প্রশ্ন : সবুজ রঙের জুতা পরা কেমন?

উত্তর : জায়েয।

প্রশ্ন : হুযূর! গাউছে আজম -এর আকৃতি হুযূর -এর আকৃতির সাথে মিলে যেত?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : অতঃপর এ কবিতার অর্থ কী?

نقشۂ شاہ مدینہ صاف آتا ہے نظر ❁ جب تصور میں جماتے ہیں سراپا غوث

উত্তর : এর অর্থ এই যে, গাউছিয়ত সৌন্দর্য্যের যেন একটি আয়না হুযূর -এর সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি উক্ত আয়নায় পরিদৃষ্ট হয়। (অতঃপর বলেন) ইমাম হাসান -এর পবিত্র আকৃতি মাথা থেকে বক্ষ পর্যন্ত হুযূর -এর আকৃতির সাথে সাদৃশ্য নয়। ইমাম হুসাইন -এর বক্ষ থেকে পাজরের নখ পর্যন্ত, হযরত ইমাম মাহদী -এর আপাদমস্তক হুযূর -এর সাদৃশ্যময় হবে। একজন সাহাবী হযরত আবেস বিন রবিয়া -এর সাদৃশ্য কিছুটা নবীর সাথে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মিলতো। যখন তিনি আগমন করতেন হযরত আমির মুয়াবিয়া সিংহাসন থেকে দাঁড়িয়ে যেতেন। (অতঃপর বলেন) এবং এটি তো প্রকাশ্য সাদৃশ্য নতুবা প্রকৃত পক্ষে উক্ত পবিত্র সত্ত্বাকে, সাদৃশ্য থেকে পুতঃপবিত্র করে বানানো হয়েছে যে, কেউ তার শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে অংশীদার নেই। ইমাম মুহাম্মদ বুসিরী কসিদা বুরদা শরীফে আরজ করেছেন-

مُنَـــزَّهٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِىْ مَحَـــاسِنِهٖ ۞ فَجَوْهَرُ الْـحَسَنِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ

"হুযূর নিজের যাবতীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্যে অংশীদার থেকে পবিত্র। সৌন্দর্যের জওহারটি তার মধ্যে অভিভক্ত।"

আহলে সুন্নাতের পরিভাষায় جَــوْهَر ঐ অংশকে বলে যার বন্টন অসম্ভব অর্থাৎ হুযূরের সৌন্দর্য থেকে কারো জন্য কোন অংশ মিলে নাই।

প্রশ্ন : জুমা পড়ানো কার হক?

উত্তর : ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বাদশাহ অথবা তার প্রতিনিধি অথবা অনুমতি প্রাপ্তর জুমা পড়ানোর হক আছে।

প্রশ্ন : যেখানে ইসলামী রাজ্যের বাদশাহ থাকবে না সেখানে কী আলেমে দ্বীন কে তার স্থলাভিষিক্ত মানা যাবে?

উত্তর : সেখানে আলেম দ্বীন-ই ইসলামী রাজ্যের সুলতান। তিনি হোক অথবা তাঁর প্রতিনিধি অথবা তার অনুমতিপ্রাপ্ত।

প্রশ্ন : আত্তাহিয়্যাতুর স্থলে 'আলহামদু শরীফ' পড়ল এখন কী করবে?

উত্তর : দাঁড়ানো অবস্থা ব্যতীত কুরআন তিলাওয়াত না রুকুতে জায়েয না সিজদাতে, না বৈঠকে। ভুলবশতঃ পড়লে সাহু সিজদা দিতে হবে।

প্রশ্ন : যেভাবে ঈমানের সম্পর্ক হৃদয়ের সাথে। অন্তরের বিশ্বাস ব্যতীত মৌখিক কলেমা বলা ফল প্রসু হবে না অনুরূপ কেবল মাত্র কুফুরী কালেমা উচ্চারণ দ্বারা কুফর (বেঈমান) না হওয়া চাই যতক্ষণ না অন্তর থেকে তার স্বীকৃতি দেবে।

উত্তর : মৌখিকভাবে জোরপূর্বক ব্যতীত তার কুফুরী কালেমা উচ্চারণ করা স্পষ্টত: ঐ কথার উপর ইঙ্গিত করছে তার অন্তরে ঈমান নেই। ঈমান থাকলে কোন ধরণের বল প্রয়োগ ব্যতীত এ ধরনের শব্দ উচ্চারণ করত না। কুরআনে এরশাদ হচ্ছে- اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ এখানে বল প্রয়োগের অবস্থাটি পৃথক করা হয়েছে। হাদিসে ঈমানের সংজ্ঞায় বর্ণিত আছে- "সে দ্বিতীয়বার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কাফের হওয়াকে অগুণে ফেলে দেওয়া থেকে ও নিকৃষ্ট মনে করবে।" যদি এ রূপ জানত তাহলে বল প্রয়োগ ব্যতীত কুফুরী উচ্চারণ করত না।

প্রশ্ন : শুকরের সিজদার নিয়তে নামাযের সিজদায় করে নিল তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

উত্তর : কোন অসুবিধা নেই। তবে উত্তম হচ্ছে নামায থেকে আলাদা করে করে নেবে।

প্রশ্ন : 'নুরুল ইযাহ' তে আছে- سَجْدَةُ الشُّكْرِ مَكْرُوْهَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ

উত্তর : এ বিষয়ে ইমাম আজম رضي الله عنه থেকে তিনটি অভিমত বর্ণিত আছে। যথা- ১। এটি যে মাকরুহ হবে। ২। কোন অসুবিধা নেই। ৩। বিশুদ্ধ হচ্ছে এই যে, মুস্তাহাব।

প্রশ্ন : জানাযার নামায উদয় ও অস্ত যাওয়ার সময় পড়তে পারে?

উত্তর : জানাযা যদি এসে যায় বিশেষ করে উদয় অথবা অস্তের সময় অথবা আসর নামাযের পর পড়তে পারে। যদি প্রথম থেকে এনে রাখা হয় তাহলে যতক্ষণ সূর্য উদয় হবে না অথবা অস্ত হবে না পড়বে না।

প্রশ্ন : একদা মহান এরশাদ হয়। মৃত্যুর জন্য খুশি মনে প্রস্তুত থাকবে। হুযূর যে অপরাধী সে কিভাবে খুশি থাকতে পারে।

উত্তর : পাপ ছেড়ে দেবে, খুশি মনে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত রাখবে। এটি অর্থ নয় যে, পাপ করতে থাকবে এবং মৃত্যুর জন্য খুশি থাকবে। এটি কিভাবে হতে পারে। (অতঃপর বলেন) আল্লাহর বান্দা যখন তাওবা করে তখন সে আল্লাহর কাছে খুবই খুশি থাকে যে রূপ খুশি হয় ঐ ব্যক্তি যার উঠ আসবার পত্র ও রসদ সামগ্রী সহ হারিয়ে গেছে তা পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন : হুযূর যদি কোন মানুষ এমন স্থানে ব্যভিচার করে যেখানে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা নেই তাওবা করার দ্বারা ক্ষমা হয়ে যাবে অথবা যাবে না।

উত্তর : যে পাপে কেবলমাত্র আল্লাহর হক থাকবে বান্দার হক থাকবে না তা তাওবা দ্বারা মাফ হয়ে যাবে। কিছু পাপ এমন আছে যাতে বান্দার হক ও অন্তর্ভুক্ত তাহলে যতক্ষণ তার থেকে ক্ষমা চাওয়া যাবে না তাওবা দ্বারা মাফ হবে না।

প্রশ্ন : ব্যভিচারে তারা কে কে যাদের হক অন্তর্ভূক্ত হয়?

উত্তর : কোন সময় মহিলারও হক থাকে যখন তার সাথে জোর পূর্বক ব্যভিচার করা হবে এবং তার পিতা, ভাই, স্বামী যাদের উক্ত সংবাদ দ্বারা লজ্জিত হতে

হয়। তাদের সকলের হক আছে। আলেমদের মতানৈক্য আছে কেউ বলেন, পরিষ্কার শব্দ দিয়ে তাদের থেকে ক্ষমা চাইবে যে, আমি এ কাজ করেছি ক্ষমা চাইতেছি। অপর কেউ বলেন, এটি বলতে পারে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর। বৃহৎ থেকে বৃহত্তর তোমার যে হক আমার জিম্মায় আছে ক্ষমা করে দাও। তবে এ অভিমত প্রনিধান যোগ্য। মুফতির জন্য সঙ্গত নয় যে, অপ্রনিধান যোগ্য অভিমতের উপর ফতোয়া দেয়া না বিচার রায় দিতে পারে। ফকিহগণ স্পষ্ট উল্লেখ করেন- اَلْحُكْمُ وَالْفَتْيَا بِالْقَوْلِ الْمَرْجُوْحِ جَهْلٌ وَخَرْقٌ لِلْاِجْمَاعِ অপ্রনিধানযোগ্য অভিমতের ফতোয়া ও হুকুম দেয়া মুর্খতা ও ইজমা বিরোধী। (অতঃপর বলেন) এই বেরীলি শহরে একজন লোক অভিনব পন্থায় তাওবা করেছেন, ইতোপূর্বে এ রূপ তাওবা দেখা ও যায় নাই শুনা ও যায় নাই। জনৈক মহিলার সাথে তার ব্যভিচার সংঘটিত হয়েছে অতঃপর লজ্জিত হয়ে একটি গর্ত মানুষের দেহের সম পরিমাণ নির্জন একটি স্থানে খনন করে। উক্ত মহিলার স্বামীকে সেখানে এনে সে উক্ত গর্তে লাফিয়ে পড়ে। তরবারী তাকে দিয়ে বলে 'আমার এই ভূল হয়েছে' চাই হত্যা করত: আমাকে এই গর্তে দাফন করে দাও যেন কেউ জানতে না পারে অথবা আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করে দাও। তার মুখ দিয়ে কোন কিছুই বের হয় নাই, মাপ করতেই হল।

প্রশ্ন : যদি ঋণ গ্রস্থ হয়, সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যায় ভয় হচ্ছে পাওনাদার আটক করবে এবং জমিন ও কেউ খরিদ করছেনা এমতাবস্থা দখলী বন্ধক করা জায়েয আছে অথবা নেই?

উত্তর : যদি অভাব সত্য হয়, আন্তরিকভাবে বিক্রয় করতে চায় এবং কেউ না নেয় তাহলে অনুমতি আছে। (অতঃপর বলেন) তবে এ ধরনের অবস্থা খুবই বিরল হবে। দশ টাকার মাল নয় টকার বিনিময় বিক্রি করলে যে কেউ নিতে চাইবে। আর বন্ধকের অবস্থা হচ্ছে হাজার টাকার মাল চারশত দিয়ে প্রদান।

প্রশ্ন : খিলাল করা কী সুন্নাত?

উত্তর : হ্যাঁ, ক্ষুদ্র কাঠ দিয়ে করা সুন্নাত।

প্রশ্ন : অজু অবস্থায় মিথ্যা বলেছে অথবা গীবত করল অথবা অশ্লীল কথা বলল তাহলে অজুর মধ্যে কোন অসুবিধা তো হবে না?

উত্তর : মুস্তাহাব হচ্ছে পুনরায় অজু করা। যদি এ অজু দ্বারা নামায পড়ে নেয় তাহলে মুস্তাহাব বিরোধী করল।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রশ্ন : যদি ঔষধে এ পরিমাণ আফিন থাকে যে, নেশা সৃষ্টি করে না তাহলে জায়েয আছে কী নাই?

উত্তর : হ্যাঁ, যদি এ অবস্থা হয় যে, তার কোন প্রভাব পড়বে না, তার অভ্যস্তও হবে না এবং আগামীতেও কোন অসুবিধা হবে না তাহলে জায়েয।

প্রশ্ন : হাদিস শরীফে এসেছে- إِنِّى حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ এবং আফিন ও নেশা সৃষ্টি করে। অতএব উচিৎ হলো হারাম হওয়া?

উত্তর : হ্যাঁ, যদি নেশা সৃষ্টির সীমায় পৌঁছে যায় তাহলে হারাম।

প্রশ্ন : তাহলে হুযূর মদেরও যতক্ষণ নেশা তৈরীর সীমায় পৌঁছবেনা এই হুকুম হওয়া উচিৎ?

উত্তর : মদ তো মৌলিকভাবে হারাম, প্রস্রাবের মত নাপাক, নিজস্ব নাপাকির কারণে হারাম, নেশা তৈরীকারী হওয়ার কারণে নয়। যদি এক ফোটা চৌবাচ্চায় পড়ে সমস্ত চৌবাচ্চার পানি নাপাক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : 'ইমামে দামিন'র যে পয়সা বাঁধা যায় তার কোন ভিত্তি আছে কী?

উত্তর : কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন : হুযূর! এটি কোন মাওলানার উপাধি হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, ইমাম আলী রেজা رضی اللہ عنہ।

প্রশ্ন : যদি মাটি চোখে পড়ে ও অশ্রু বের হয় তাহলে অজু ভঙ্গকারী হবে কী হবে না?

উত্তর : এ ধরণের পানি দ্বারা অজু ভঙ্গ হবে না। হ্যাঁ, দুঃখ যাতনায় চোখে অশ্রু আসলে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : হুযূর প্রসিদ্ধ আছে যে, اَلْوَلَايَةُ اَفْضَلُ مِنَ النُّبُوَّةِ (বেলায়ত নবুয়তের চেয়ে উত্তম)

উত্তর : এটি নয়। বরং এটি وَلَايَةُ النَّبِيِّ اَفْضَلُ مِنْ نَبُوَّتِهٖ নবীর বেলায়ত তার নবুয়তের চাইতে উত্তম। কেননা বেলায়ত হচ্ছে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা আর নবুয়ত হচ্ছে সৃষ্টি মুখী হওয়া।

প্রশ্ন : হুযূর! অলির বেলায়তও কী আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ হওয়া?

উত্তর : হ্যাঁ, তবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা নবীর সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করার এক কোটি ভাগের এক ভাগ হবে না।

প্রশ্ন : হুযূর! বুযর্গদের ওরশের দিন নির্ধারণে কোন সুবিধা আছে?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উত্তর : হ্যাঁ, আউলিয়াদের পবিত্র আত্মা সমূহ তাদের ইন্তেকালের দিন পবিত্র কবরের দিকে অধিক মনোযোগী হয়। অতএব মিলনের দিন (অফাতের দিন) টি বরকত লাভের জন্য অধিক উপযুক্ত।

প্রশ্ন : হুযূর বুজুর্গদের ওরশসমূহে যে সব অবৈধ কাজ হচ্ছে তা দ্বারা তাদের কষ্ট হচ্ছে না?

উত্তর : অবশ্যই হচ্ছে, এ কারণেই উক্ত বুজুর্গগণ এখন তেমন মনোযোগ দিচ্ছেন না। নতুবা প্রাথমিকভাবে যে রূপ সুফল ও ফয়েজ-বরকত পাওয়া যেত তা এখন কোথায়।

প্রশ্ন : এ হুকুম যা বলা হয়েছে- "মাজার শরীফে পার দিকে গমন করতে হবে। নতুবা মাজার ওয়ালা (আল্লাহ তায়ালার অলি) কে মাথা তুলে দেখতে হয়" কবর জগতেও আউলিয়া কেরামের মাথা তুলার প্রয়োজন আছে কী?

উত্তর : হ্যাঁ, সাধারণ মানুষ বরং সাধারণ আউলিয়া-ই কেরামের সমান দেখা তো নবীদের শান। কিছু সাহাবী যারা নতুন মুসলিম হয়েছিলেন নামাযে নবী ﷺ-এর অগ্রগামী হয়েছেন। নামায শেষে নবী এরশাদ করেন,

أَتَرَوْنَ إِنَّ قِبْلَتِى أَمَامِىْ إِنِّى أَرَى مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَى مِنْ أَمَامِىْ.

-তোমরা কী দেখছ আমার মুখ কেবলার দিকে, নিশ্চয় যারা আমার পেছনে আছে আমি তাদের দেখি যে রূপ আমি আমার সামনে যারা আছে তাদের দেখি।

সংকলক : হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رحمۃ اللہ علیہ-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, হযরত খাজার মাজার থেকে অনেক ফয়েজ ও বরকত অর্জিত হয়। মাওলানা বরকত আহমদ সাহেব মরহুম যিনি আমার পীর ভাই ও আমার শ্রদ্ধেয় পিতার ছাত্র ছিলেন তিনি আমাকে বলেন, আমি নিজ চোখে দেখেছি- জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক যার আপাদমস্তক ফোঁড়া, আল্লাহ জানেন কি পরিমাণ ছিলো, ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় আসতেন এবং দরগাহ শরীফের সামনে উত্তপ্ত কংকর ও পাথরসমূহে লুটিয়ে পড়তেন এবং বলতেন, "খাজা! আগুন লেগেছে।" তৃতীয় দিন আমি দেখি এক ব্যক্তি প্রতি বছর আজমীর শরীফ উপস্থিত হতেন। তার সাথে একজন ওয়াহাবী প্রধানের জানা শুনা ছিলো। তিনি বলেন, মিঞা! প্রতি বছর কোথায় আসা যাওয়া কর? এত টাকা পয়সা খরচ করছ কেন? তিনি বলেন, চলুন, ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে দেখুন এরপর যাওয়া আসা আপনার ইচ্ছাধীন। দেখতে না দেখতে একবছর তিনি তার সাথে গমন করেন। দেখলেন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

একজন ফকির ছোট্টা হাতে রওজা শরীফের প্রদক্ষিণ করছে এবং এ কথাটি বলছে, "খাজা পাঁচ টাকা নিব এবং এক ঘন্টার মধ্যেই নিব। এবং এক ব্যক্তি থেকেই নিব। উক্ত ওয়াহাবী মনে করেন, এখন অনেক সময় অতীত হয়েছে সম্ভবত: এক ঘন্টা অতীত হয়েছে। এখনো পর্যন্ত কেউ তাকে কিছু দেয় নাই। পকেট থেকে পাঁচ টাকা বের করত: তার হাতে রাখেন এবং বলেন, নেন; মিঞা! আপনি তো খাজা থেকে চাচ্ছেন। খাজা কি আর দেবেন। নাও! আমি দিচ্ছি। ফকির উক্ত টাকা পকেটে রাখেন ও একবার প্রদক্ষিণ শেষে তো দিয়েছ কেমন দুষ্টু ও নিকৃষ্ট থেকে দিয়েছ।" (অতঃপর বলেন) ইয়ামেনে হযরত সৈয়্যিদী আহমদ বিন আলওয়াল رحمة الله عليه-এর মাজার শরীফও এ জন্য বিখ্যাত।

প্রশ্ন : হুযূর! কেয়ামত সন্নিকট হওয়ার চিহ্ন বিশুদ্ধ হাদিসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : এ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ হাদিস সমূহ যে রূপ আছে হাসন, দুর্বল ও জাল হাদিস ও আছে। তবে দাজ্জাল বের হওয়া, ইমাম মাহদী رضي الله عنه-এর আবির্ভাব, হযরত ঈসা عليه السلام-এর অবতরণ, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় হওয়া এ সবগুলো হাদিসে মুতাওয়াতির দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। যে দিন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে বের হবে ঐ সময় তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। উক্ত দিনসমূহে 'দাববাতুল আরদ' মক্কা মুয়াজ্জমার নিকটবর্তী স্থান থেকে বের হবে। অশ্বের মত দ্রুত গতিতে চক্কর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে অতঃপর দ্বিতীয় বার বের হবে অনুরূপ দ্রুত গতিতে চক্কর দিয়ে বের হয়ে যাবে। তৃতীয়বার যখন বের হবে তখন ডান হাতে হযরত ঈসা عليه السلام-এর লাটি হবে এবং বাম হাতে সৈয়্যিদিনা সুলাইমান عليه السلام-এর আংটি হবে। আল্লাহর ইলমে যিনি মুসলমান হবে তার কপালে লাটি দ্বারা 'আলোকিত চিহ্ন' করে দেবে আর যে কাফের হবে আংটি দ্বারা 'কালো দাগ' দেবে। হাদিস শরীফে আছে- "একটি দস্তারখানায় কয়েকজন লোক উপবিষ্ট হয়ে আহার করতে থাকবে। এ বলবে ঐ ব্যক্তি, সে বলবে, এ ব্যক্তি মুসলমান। অতঃপর কোন মুসলমান না কাফের হতে পারবে এবং না কোন কাফের মুসলমান হতে পারবে।" (অতঃপর বলেন) কিয়ামত তিন প্রকার। ১। কিয়ামতে সুগরা- এটি হচ্ছে মৃত্যু- مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ "যে মরে গেল তার কিয়ামত হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত: কিয়ামতে ওসতা -তা হচ্ছে এক শতাব্দীর সব লোক ধ্বংস হয়ে যাওয়া দ্বিতীয় শতাব্দীর জন্য নতুন প্রজন্ম জন্ম নেয়া। তৃতীয়ত: কিয়ামতে কুবরা তা হচ্ছে আসমান ও জমিন সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : কুরআন শরীফে আছে-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾

এবং এটিও আছে-

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿٦٤﴾

যখন সব ইয়াহুদ এবং খ্রিষ্টান কিয়ামতের পূর্বে ঈমান নিয়ে আসবে তাহলে শত্রুতা কিভাবে হবে?

উত্তর : কিতাবীদের থেকে কেউ এমন হবে না যে ঈসা عليه السلام-এর যুগে তার অফাতের পূর্বে তার উপর ঈমান আনবে না। অতঃপর যুগ পরিবর্তন হবে ভাল থেকে মন্দের দিকে, ইসলাম থেকে কুফুরীর দিকে। ইয়াহুদ এবং খ্রিষ্টান বাকী থাকবে না। সব মুসলমান হয়ে যাবে। তবে তাদের প্রজন্মের মধ্যে ইয়াহুদ হবে। খ্রিষ্টান হবে এমনকি হিন্দুও হবে। মোদ্দা কথা সব ধরণের কাফের হবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে কিয়ামত অবধি শত্রুতা থাকবে।

প্রশ্ন : এ আয়াতটি وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ...الخ আম (ব্যাপক) নাকি খাস (নির্দিষ্ট)?

উত্তর : এ আয়াতটির দুটি তাফসীর আছে, যদি مَوْتِهِ এর সর্বনামটি ঈসা عليه السلام-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে তার যুগের পূর্বে যারা হবে তারা কুফুরীর উপর মারা যাবে অনুরূপ যারা পরবর্তী হবে তারা কুফুরীর উপর মারা যাবে। তার যুগের যারা কিতাবী তন্মধ্যে যারা তরবারী থেকে রক্ষা পাচ্ছে তাদের মধ্যে কেউ এমন নেই যে তার উপর ঈমান আনে নাই। দ্বিতীয় তাফসীর হচ্ছে এই- مَوْتِهِ এর সর্বনামটি কিতাবীর দিকে প্রত্যাবর্তন করছে তখন আয়াতটি আম তথা ব্যাপক হবে। প্রত্যেক কিতাবীকে মৃত্যুর সময় শাস্তি দেখানো হয়। পর্দা তুলে দেয়া হয়ে। তখন সে বলে, আমি ঈমান এনেছি ঐ ঈসার উপর যিনি আহমদ صلى الله عليه وسلم-এর সু-সংবাদ দিয়েছেন। তবে ঐ সময়ের ঈমান কোন উপকার দেবে না। নিরাশার ঈমান কোন ফল দেয় না, যখন আগুন সামনে, ফেরেশতা সামনে ঐ সময়ের ঈমান কোন ফল দেবে না। ফেরাউন যখন নিমজ্জিত হচ্ছিলেন তখন বলেন,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

آمَنْتُ بِالَّذِىْ آمَنْتْ بِهٖ بَنُو اِسْرَائِيْلَ

-বনি ইস্রাঈল যার উপর ঈমান এনেছেন আমিও তার উপর ঈমান এনেছি। বলা হলো-

آمَنْتَ اَلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ مِنْ قَبْلُ

-এখন ঈমান আনছ অথচ ইতোপূর্বে অবাধ্য ছিলে।

প্রশ্ন : হুযূর! কুরআন শরীফে এসেছে-

وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٔـٰنَ

প্রশ্নকারীর প্রশ্ন শেষ না হতেই তিনি এরশাদ করেন,

وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ

অতঃপর বলেন, মুসলমানদের মৃত্যুর পূর্বে তাওবা কবুল হওয়ার বিষয়ে মতানৈক্য আছে। বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে কবুল হবে এবং কাফেরদের মৃত্যুর সময়ের তাওবা নিশ্চিত ভাবে প্রত্যাখান যোগ্য ও অগ্রহণীয়।

উত্তর : وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ থেকে এটি প্রমাণিত হচ্ছে যে, আদম সন্তানের কেউ ভূমি ব্যতীত কোথাও যাবে না। এ সম্বোধনটি সকল আদম সন্তানের জন্য ব্যাপক, তাই সঙ্গত হচ্ছে ঈসা আলায়হিস সালাম আসমানে অবস্থান না করা।

উত্তর : নিঃসন্দেহে এটি ব্যাপক এবং তার অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের ভূমিতে অবস্থান করতে হবে। ঈসা আলায়হিস সালাম-কে ভূমিতে অবস্থান করতে হবে। ভূমি থেকে কেউ পৃথক অবস্থান করবে না। যদি এ অর্থটি নেয়া হয় যে, 'ভূমি থেকে কেউ কোন সময় পৃথক হবে না।' তাহলে শারীরিক মি'রাজকে অস্বীকার করতে হবে। সমুদ্রে পরিভ্রমণ করা ও অসম্ভব হবে যেহেতু ঐ সময় ও ভূমিতে অবস্থান হয় না। তবে প্রত্যেক মানুষ জানে যে, সমুদ্রের উপর সামান্য সময়ের জন্য পরিভ্রমণ করা ভূমিতে অবস্থান বিরোধী নয়।

প্রশ্ন : ঈসা আলায়হিস সালাম অনেক শতাব্দী থেকে আসমানে অবস্থান করছেন তার অবস্থান স্থল আসমান-ই হয়ে গেল।

উত্তর : তিনি এমন জগতে আছেন যেখানে হাজার বছরে এক দিন হয় যেমন-

وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

সম্ভবত: এক দিন অতীত হয়েছে দ্বিতীয় দিনের কিছু অংশের মধ্যে অবতরন করবেন।

প্রশ্ন : একটি মোনাজাত হযরত সিদ্দিকে আকবরের দিকে সম্পর্কিত, তাতে এ শব্দগুলো আছে- ابن موسى ابن عيسى ابن يحيى ابن نوح

উত্তর : এ সম্পর্কটি মিথ্যা, তার অজিফা ও উত্তম নয়। কোন মানুষ 'সিদ্দিক' ছদ্ম নামের থাকতে পারে যে, আরবী ভাষা ও উত্তম ভাবে লিখতে পারেনা।

প্রশ্ন : 'কুরআনে আজিম'-এ এরশাদ হচ্ছে-

يَـٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟

এ আয়াতে تَوَفِّي এর কী অর্থ?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا

-আল্লাহ তায়ালা জান নিয়ে নেন তাদের মৃত্যুর সময় আর যারা মৃত্যু বরণ করে না তাদের নিদ্রার সময়।[৬৬]

একটি শব্দ উত্তম অবস্থার জন্য বলা হয়েছে, تَوَفِّي নিদ্রাকেও অন্তর্ভূক্ত করছে, অফাত দান করছি ও উত্তোলন করছি নিজের কাছে, তোমাকে পবিত্র করছি নাস্তিকদের অপবাদ থেকে। যদি ধরে নেয়া হয় যে, تَوَفِّي এর অর্থ মৃত্যু, তাহলে এ অর্থটি কোথা থেকে এল যে 'আমি তোমাকে অফাত দিচ্ছি। অতঃপর তোমাকে উত্তোলন করছি নিজের দিকে। আয়াতে ف নাই আবার ثُمَّ ও নাই و আছে তা ধারা বাহিকতার উপর ইঙ্গিত করে না কেবলমাত্র 'একত্রিত' এর জন্য আসে। رَافِعُكَ এর মধ্যে সম্বোধনের ك তা দ্বারা না কেবলমাত্র রূহ সম্বোধিত, না কেবলমাত্র দেহ। বরং দেহসহ রূহ সম্বোধিত। যদি কেবলমাত্র রূহ উদ্দেশ্য হত তাহলে رَافِعُكَ বলা হতো না বরং رَافِعُ رُوْحِكَ বলা হতো। অনুরূপ কথা

[৬৬]. আল কুরআন, সূরা যুমার, আয়াত : ৪২

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আলেমগণ দৈহিক মি'রাজ সম্পর্কে বলেছেন। বলা হয়েছে- أَسْرَى بِعَبْدِهِ 'আবদ' দেহ রূহ সহ কে বলে। মি'রাজ যদি আধ্যাত্মিক হতো তাহলে أَسْرَى بِرُوحِ عَبْدِهِ বলা হতো।

প্রশ্ন : মুতাওয়াল্লীর অনুমতি ব্যতীত মসজিদে ওয়াজ বলতে পারে কী পারে না বিশেষ করে ঐ অবস্থায় যখন মুতাওয়াল্লীর নির্দেশ হয় যে, "আমার অনুমতি ব্যতীত কেউ যেন ওয়াজ না করে।"

উত্তর : মুতাওয়াল্লী যদি আলেমে দ্বীন হয় এবং যদি বাঁধা এ কারণে হয় যে, প্রথমে তিনি বক্তার আকিদা যাচাই করবেন। সুন্নি আকিদাপন্থী হলে ওয়াজের অনুমতি দিবেন- এ অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া ওয়াজ বলা জায়েয নেই। যদি এ রূপ না হয় তাহলে মুতাওয়াল্লীর বাঁধা দেয়ার অনুমতি নেই।

প্রশ্ন : সাইদ নিজের জীবনে নিজের জন্য 'ঈছালে সওয়াব' করতে পারে কী পারে না?

উত্তর : হ্যাঁ, করতে পারে। অভাবীদের গোপনে দিবে। সাধারণত প্রথা আছে যে, খাদ্য তৈরী করা হয় এবং সমস্ত অবস্থাশালীদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়। এ রূপ না করা উচিৎ। (অতঃপর বলেন) অভাবীদের গোপনে দেয়া উত্তম। হাদিস শরীফে আছে-

صَدَقَةُ السِّرِّ تَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوءِ وَتُطْفِيءُ غَضَبَ الرَّبِّ.

-গোপনে দান করা অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে, আল্লাহ তায়ালার ক্রুধকে শীতল করে।

অতঃপর বলেন, জীবনে নিজের জন্য সদকা করা মৃত্যুর পরের সদকা থেকে উত্তম। হাদিস শরীফে এরশাদ হচ্ছে-

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ : لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى.

-উত্তম সদকা হচ্ছে; তুমি দান করবে যে অবস্থায় তুমি সুস্থ এবং সম্পদের প্রতি লোভী। সম্পদ কামনা করছ এবং অভাব অনটনকে ভয়

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করছ। এটি যেন না হয় নিঃশ্বাস গল দেশে আটকে গেলে বলবে, অমুককে এত অমুককে এত। অথচ তা অমুকের জন্য হয়েই গেল।

প্রশ্ন : বিধান হচ্ছে- কবরের পার দিক থেকে কবরস্থানে উপস্থিত হবে। কবরস্থানে কবর যদি এলোমেলো হয়ে যায় তখন কী করবে?

উত্তর : সর্বাগ্রে কবরস্থানের পার দিক থেকে আসবে এবং উক্ত পার দিকে কোন প্রান্তে দাঁড়িয়ে সালাম বলবে এবং যা কিছু চাইবে 'ঈছালে সওয়াব' করবে, কারো মাথা তুলার প্রয়োজন হবে না। যদি কোন নিদির্ষ্ট জনের কাছে যেতে হয় তাহলে এমন রাস্তা দিয়ে যাবে যা উক্ত কবরের পার দিক থেকে এসেছে শর্ত হচ্ছে মধ্যখানে যেন কোন কবর না পড়ে নতুবা না জায়েয হবে। ফকীহগণ বলেন, জিয়ারতের জন্য কবর সমূহ লাফিয়ে যাওয়া হারাম।

প্রশ্ন : হুযূর! হুকুম হচ্ছে কবর স্থানে যদি দাফন করতে যায় তাহলে জুতো খুলে ফেলবে এবং কবরবাসীদের জন্য রক্ষা প্রার্থনা করবে। যদি রাস্তায় কাটা জাতীয় বাবলা বৃক্ষ ইত্যাদি থাকে তখন কী করবে?

উত্তর : শরীয়তের বিধান হচ্ছে- "কোন কাজ থেকে নিষেধ করা হয় কোন বিশেষ স্বার্থে এবং যখন বান্দার প্রয়োজন হয় তৎক্ষণাৎ বাঁধা উঠে যায়।" মদ ও শুকুরের চেয়ে বেশী কোন্ জিনিস হারাম করা হয়েছে তবে সাথে সাথে অপারগদেরকে পৃথক করা হয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে প্রবল তৃষ্ণা পেয়েছে, মদ আছে পানি কোথাও নেই অন্য কোন জিনিসও নেই যা দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করা যায়। এখন যদি মদ পান না করে তাহলে তৃষ্ণার কারণে মারা যাবে। অথবা গ্রাস আটকে গেল, যদি মদ পান না করে তাহলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবে, তাহলে পাপী হবে এবং অপমৃত্যুর শিকার হবে। অথবা ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে যদি কিছু আহার না করে তাহলে মরে যাবে। শুকুরের মাংস ব্যতীত অন্য কোন খাবার নেই। যদি সে শুকরের মাংস আহার না করে মরে যাবে, তাহলে পাপী হবে এবং অপমৃত্যুর শিকার হবে।

প্রশ্ন : وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ তার কী অর্থ? তাদের জন্য সাদৃশ্য না করা হয়েছে অথবা তাদের জন্য ধাঁধার মত করে দেয়া হয়েছে?

উত্তর : ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সাদৃশ্য তাদের একজন কাফের কে দেয়া হয়েছে। যখন ঐ দুষ্ট ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সাদৃশ্য হয়ে যায়, তাকে আসমানে তুলে নেয়া হয়। এখন সে বলতে লাগল, আমি তোমাদের সেই ব্যক্তি। সবাই বলতে লাগল, আমরা তোমাকে চিনি। তুমি ঐ ধোঁকাবাজ যে মানুষের মাঝে ফিৎনা চর্চা কর। অবশেষে তাকে হত্যা করা হয়েছে। কুরআনে এরশাদ হচ্ছে-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكّٖ مِّنۡهُۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَۢا ١٥٧ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيۡهِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٥٨

-এবং নিশ্চয় যারা ঈসা (আলায়হিস সালাম) নিয়ে মতানৈক্য করেছেন তারা তাঁর বিষয়ে সন্দেহে নিপতিত। তার বিষয়ে তাদের কোন প্রকার জ্ঞান নেই নিছক প্রবৃত্তির অনুসরণ ব্যতীত অথচ তারা তাকে নিশ্চিতভাবে হত্যা করে নাই বরং আল্লাহ তায়ালা তাকে উত্তোলন করেছেন নিজের কাছে এবং আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[৬৭]

ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানরা যে মতানৈক্য করছে কেউ নিশ্চিত কিছু বলতে পারছেনা নিজেদের কল্পনার অনুসরণ করছে, ঐ সময়ের খ্রিষ্টানরা এ রূপ করছিলো কল্পনার জগতে বিচরন ব্যতীত তাদের কাছে আর কি বা আছে। তারা সহ সব নাস্তিকদের বেলায় বলা হয়েছে-

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهۡوَى ٱلۡأَنفُسُ ٢٣

-তারা ধারণা ও প্রবৃত্তি ব্যতীত অন্য কিছুর অনুসরণ করছেনা।[৬৮]

বরং সব নাস্তিক ইসলামের বাস্তবতার উপর নিশ্চিত জ্ঞান নিয়ে অবস্থান করছে তবে শত্রুতা বশতঃ অস্বীকার করছে।

প্রশ্ন : وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ এটির অর্থ ইহা বলতে পারে যে আপনাকে অধিক উম্মত ওয়ালা পেয়েছেন, শাফায়াতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনাকে অমুখাপেক্ষী করেছেন।

উত্তর : বলতে পারে, তাভিলের পর্যায় পড়বে।

প্রশ্ন : তাভিল কী পর্যন্ত বৈধ?

উত্তর : যতটুকু শব্দ সম্ভাবনা রাখে। (অতঃপর বলেন) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ এর প্রকাশ্য তাফসীর এই পরকাল আপনার জন্য ইহকাল থেকে উত্তম।

[৬৭]. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ১৫৭-১৫৮

[৬৮]. আল কুরআন, সূরা নজম, আয়াত : ২৩

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমি সর্বদা এটির এই তাভিল করি যে, وَالسَّاعَةُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ السَّاعَةِ الْأُوْلَى। যে সময় আসছে তা অতীত সময় থেকে আপনার জন্য উত্তম।

প্রশ্ন : 'খড়ম' পরিধান করা কী রূপ?

উত্তর : বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, হুযূর গাউছে আজম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অজুর পর খড়ম পরিধান করতেন।

প্রশ্ন : খুতবাতে খোলাফা-ই রাশেদীনের উল্লেখ তো প্রথম যুগে ছিলা না?

উত্তর : প্রথম যুগে ছিলো। ফারুকে আজমের খেলাফতে আবু মুসা আশ'আরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার উল্লেখ খুতবায় করেন। তার আলোচনার পর সৈয়্যিদিনা আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর উল্লেখ করেন। তার খবর ফারুক-ই আজমের কাছে গিয়ে পৌঁছে। তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। তুমি আবু বকর সিদ্দিকের আলোচনা আমার পরে কেন করেছ। আমার পূর্বে উল্লেখ করা উচিৎ ছিল। উল্লেখ দ্বারা অসন্তুষ্ট হন নাই।

প্রশ্ন : رَغْمًا لِأُنُوفِ الْوَهَّابِيَّةِ وَالرَّافِضِيَّةِ খুতবায় গাউছে আজমের উল্লেখ কেমন?

উত্তর : জায়েয ও মুস্তাহসান। আমার অধিকাংশ খুতবায় হুযূর গাউছে আজমের উল্লেখ করি। হ্যাঁ আবশ্যক হিসেবে না।

প্রশ্ন : যখন আলেম দ্বীন প্রকৃতপক্ষে সুলতান-ই ইসলাম এবং أولى الامر منكم দ্বারা ধর্মীয় জ্ঞানে বিশেষজ্ঞরা উদ্দেশ্য অতএব যেখানে বাদশাহ-ই ইসলাম নেই সেখানে খুতবায় আলেম দ্বীনের নামে দোয়া করা কেমন?

উত্তর : জায়েয। যেভাবে সুলতান-ই ইসলাম দোয়ার হকদার অনুরূপ আলেম দ্বীন ও দোয়ার হকদার ও উপযোগী।

প্রশ্ন : সৈয়্যিদ এর ছেলেকে তার শিক্ষক আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রহার করতে পারে কী পারে না?

উত্তর : কাজি যিনি আল্লাহর বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য তার সম্মুখে কোন সৈয়্যিদ'র উপর শাস্তি সাব্যস্ত হয় তাকে শাস্তি দেয়া তার উপর হুকুম হচ্ছে শাস্তি দেয়ার যেন নিয়ত না করেন বরং অন্তরে এটির নিয়ত করে শাহজাদার পায় আবর্জনা-কাদা লেগেছে তা পরিস্কার করছি। অতএব কাজি যার উপর শাস্তি দেয়া ফরজ তার এ হুকুম শিক্ষকের অবস্থান সেখানে কী হতে পারে সহজে অনুমেয়।

প্রশ্ন : শা'বান মাসে নিকাহ (বিবাহ) করা কেমন?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উত্তর : কোন অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, এটি আছে- لَا نِكَاحَ بَيْنَ الْعِيْدَيْنِ "দু'ঈদের মধ্যে বিবাহ নেই।" তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জুমার দিন ঈদ হলে দু'ঈদের মধ্যখানে সময় কোথায়।

প্রশ্ন : হযরত ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন?

উত্তর : হযরত ওমর ফারুক-ই আজম রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐ সময় ঈমান আনেন যখন সর্বমোট উনচল্লিশ জন নাবী-পুরুষ মুসলমান ছিলেন। তিনি ছিলেন চল্লিশতম মুসলমান। তাই তার নাম متمم الأربعين (মুতাম্মিমুল আরবায়িন) যখন চল্লিশতম সংখ্যাপূর্ণকারী। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾

-আপনার যথেষ্ট আল্লাহ এবং মু'মিনদের থেকে যারা আপনার অনুসরণ করছে।[৬৯]

কাফেরগণ যখন শুনল তারা বলল, আজ আমরা ও মুসলমানগণ অর্ধেক অর্ধেক হয়ে গেলাম। জিব্রাইল আলাইহিস সালাম উপস্থিত হন। আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সু-সংবাদ। আজ আসমানসমূহে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের কারণে আনন্দ উদ্‌যাপিত হয়েছে। তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এই- কাফেররা সর্বদা হুযূর ﷺ-কে কষ্ট দেয়ার চিন্তায় থাকত। আয়াত অবতীর্ণ হয়- وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ "আল্লাহ তায়ালা আপনাকে রক্ষা মানুষদের থেকে করবেন।" তখনও পর্যন্ত ইনি মুসলমান হন নাই। আবু জাহিল ঘোষণা দিয়েছে যে ব্যক্তি..... তাকে এ পুরুস্কার দিব। তার জুশ আসে উলঙ্গ তরবারী নিল এবং শপথ করলো যে, এই তরবারী কোষবদ্ধ করব না যতক্ষণ পর্যন্ত (মায়াজাল্লাহু) নিজ সংকল্প পূর্ণ করতে পারব না। 'মায়ারিজ' এ আছে, তিনি এ শপথ করেন অন্য দিকে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু শপথ স্মরণ করিয়ে দেন যে, এ তরবারী কোষ বদ্ধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেরদেরকে এ তরবারী দ্বারা হত্যা করা হবে না। তিনি চলছিলেন পথিমধ্যে আবদুল্লাহ বিন নায়ীম সাহাবী সাক্ষাৎ করেন, দেখেন অত্যন্ত রাগান্বিত রুদ্র মূর্তি ধারন করে আছেন। হাতে উলঙ্গ তরবারী। জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি নিজ ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। আবদুল্লাহ বিন নায়ীম বলেন, বনু হাশেমীদের আক্রমণ থেকে কিভাবে রক্ষা পাবেন? তিনি বলেন,

[৬৯]. আল কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত : ৬৪

সম্ভবত: তুমি ও মুসলমান হয়ে গেছ। তোমাকে নিয়ে শুরু করব। আবদুল্লাহ বিন নায়ীম বলেন, আমাকে নিয়ে চিন্তা করছেন? নিজ ঘরে গিয়ে দেখুন। আপনার বোন ও ভগ্নিপতি উভয়ই মুসলমান হয়ে গেছেন। তিনি রাগান্বিত হন। সোজা বোনের ঘরে যান। দরজা বন্ধ পান। ভেতর থেকে পড়ার শব্দ আসছে। তার বোনকে হযরত খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু সূরা 'ত্বাহা' শিক্ষা দিচ্ছেন। অপরিচিত ধ্বনী অপরিচিত শব্দ। যা হোক ডাক দেন। তার বোন সহীফা এক কোণে লুকিয়ে রাখেন এবং হযরত খাব্বাব একটি কক্ষে আত্মগোপন করেন। দরজা খুলল। বোনের সাথে সাক্ষাৎ হতেই জিজ্ঞাসা করেন, তুমি ধর্ম ত্যাগ করেছ? ইসলামে রাফেজীদের মত আত্মরক্ষার কৌশল কোথায়। পরিস্কার বলে দেন, আমি সত্যিকার দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করেছি। তিনি তরবারী দিয়ে আঘাত করেন নাই তবে হাত দিয়ে প্রহার শুরু করেন। অবশেষে তার বোন রক্তাক্ত হয়ে যান। যখন তার বোন দেখেন 'ছাড়ছেন না' তখন বলেন হে ওমর! মেরে ফেলুন। তবুও ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করব না। যখন তিনি রক্ত প্রবাহিত হতে দেখেন রাগ প্রশমিত হয় এবং নিজ বোনকে ছেড়ে দেন। কিছুক্ষণ পর বলেন, আমি যে নতুন বাণী শুনেছিলাম তা আমাকে দেখাও। তার বোন বলেন, আপনি মুশরিক তা স্পর্শ করতে পারবেন না। তিনি জোর পূর্বক বের করে আনেন এবং উক্ত তিন আয়াত তিনি পাঠ করেন। তৎক্ষনাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। وَاللهِ مَا هٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ "আল্লাহর শপথ, এটি মানুষের বাণী নয়।" এটি শুনা মাত্র হযরত খাব্বাব তৎক্ষণাৎ কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং বলেন, ওমর! আপনাকে সুসংবাদ। গতকালই হযরত ﷺ দোয়া করেন,

اَللّٰهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

-প্রভূ! ইসলামকে ইজ্জত দিন আবু জহল বিন হিশাম বা ওমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে।

আলহামদু লিল্লাহ হুযূরের দোয়া আপনার জন্য কবুল হয়েছে। তিনি বলেন, হুযূর কোথায় আছেন? হযরত খাব্বাব বলেন, আরকাম মনজিলে। তিনি বলেন, আমাকে নিয়ে চল। হযরত খাব্বাব তাকে নিয়ে উক্ত মনজিলের দরজায় উপস্থিত হন। এখানে মুসলমানরা কাফেরদের ভয়ে চুপে চুপে নামায পড়তেন। দরজায় ডাক দেন। ভেতর থেকে উত্তর আসে, কে? তারা বলেন, ওমর। দুর্বল মুসলমানরা ভীত হয়ে যান। দুই তিন বার ডাক দেয়া হয় তবে কোন সাড়া

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আসে নাই। যখন তারা কঠোর ভাবে ডাক দেন, সৈয়্যিদুনা আমির হামজা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দরজা খুলে দেয়া হোক। যদি ভাল মন নিয়ে আসেন তাহলে গেল। যদি খারাপ চিন্তা নিয়ে আসে তাহলে তার তরবারী দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেব। দরজা খোলা হয়, তিনি ভেতরে যান। হুযূর ﷺ দাঁড়িয়ে যান এবং তার কাঁধে হাত রেখে বলেন, ওমর! কী ঐ সময় আসে নাই যখন তুমি মুসলমান হবে। তিনি বলেছেন, আমার মনে হল যে, এক বিশাল পাহাড় আমার কাঁধের উপর রাখা হয়েছে। এটি ছিলো নবুয়তের বিশালত্ব। তৎক্ষণাৎ তিনি পড়ে ফেলেন-

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

এটি দেখা মাত্রই মুসলমানগণ খুশি হয়ে উচ্চ শব্দে তাকবীর বলেন, যাতে পাহাড় প্রকম্পিত হয়। তিনি মুসলমান হওয়া মাত্রই আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসুল ﷺ! মুসলমানদেরকে নিয়ে গমন করুন। মসজিদে হারামে আযান দেয়া হয়। দু'টি কাতার হয়। এক কাতারে হযরত হামজা শরীক হন এবং অপরটিতে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু শরীক হন। যে কাফেরই দেখতে পায় চুপি সারে নিজ ঘরে আত্মগোপন করে। যখন দুর্বল মুসলমানগণ হিজরত করেন তখন কাফের থেকে চুপিসারে হিজরত করেন। তিনি যখন হিজরত করেন কাফেরদের একেকটি সমাবেশে উলঙ্গ তরবারী নিয়ে বলেন, যে আমাকে চেনে সে চেনে। আর যে চেনেনা সে যেন এখন চেনে নেয় যে, 'আমি ওমর'। যে নিজ স্ত্রীকে বিধবা, নিজ ছেলেকে অনাথ করতে চায় সে যেন আমার সামনে আসে। আমি এখন হিজরত করছি। অতঃপর যেন এটা না বলে যে, ওমর পালিয়ে গেছে। সব কাফের মাথা হেট করে। নিচু করে বসে রইল কেউ কোন উচ্চ-বাচ্য করে নাই। (অতঃপর বলেন) সৈয়্যিদিনা ওমর ফারুক-ই আজম রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসা আলাইহিস সালাম-এর পদাংকে এবং সৈয়্যিদনা আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর পদাংকে। তাই তাঁর কঠোরতা ও তাঁর কোমলতা পূর্ণ মাত্রায় ছিলো।

প্রশ্ন : হযরত আবু যর গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু কোন নবীর পদাংকে ছিলেন?

উত্তর : এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবী কে কিভাবে ছিলেন এবং কোন কোন নবীর পদাংকে ছিলেন কিভাবে বলব? সকলের নামও জানা নেই। যে সব সাহাবীর নাম জানা আছে তাঁদের সংখ্যা সাত হাজার। বিদায় হজ্বে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবী উপস্থিত ছিলেন।

প্রশ্ন : হাদিস শরীফে এটি ও এসেছে "আলী আমার সাদৃশ"।

উত্তর : ذال বর্ণ দিয়ে না ظ দিয়ে। যদি ذال বর্ণ দিয়ে نذير (নজির) উদ্দেশ্য হয় তাহলে সমস্ত আলেম হুযূরের স্থলে نـــذير তবে এটি কোন হাদিস নয়। হ্যাঁ, হাদিসে এসেছে- اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (আলেমগণ নবীদের উত্তর সূরী) যদি ظـــ বর্ণ দিয়ে نظـــير (নযির) উদ্দেশ্য করে তাহলে স্পষ্ট কুফুরী। হাদিস কিভাবে হবে। তিনি এমন পবিত্র সত্তা যাকে আল্লাহ তায়ালা উপমা ও তুলনা হীন করে তৈরী করেছেন। হুযূরের দৃষ্টান্ত সত্তাগত অসম্ভব। কোন মানব, নবী, রাসূলে তার উপমা নেই। (তিনি এক অদ্বিতীয় সৃষ্টি)

প্রশ্ন : হযরত সৈয়্যিদি আহমদ জরুক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন কারো কোন কষ্ট হয় বা বিপদ পৌঁছে তাহলে "ইয়া জারুক" বলে আহবান করলে তৎক্ষণাৎ আমি তাকে সাহায্য করব।

উত্তর : তবে আমি কোন সময় এ ধরণের সাহায্য তালাশ করি নাই। যখনই আমি কোন সাহায্য অন্বেষণ করেছি ইয়া গাউছু বলেছি। একটি দরবারকে শক্তভাবে ধারণ করেছিলাম। আমার বয়স ত্রিশ। হযরত মাহবুবে ইলাহির দরবারে গমন করি। চতুর্দিকে বাদ্য যন্ত্রনার গম গম হৈ চৈ শব্দ। মেজায বিকৃত হযে যাচ্ছিল। আমি বলি হুযূর আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। এ হৈ চৈ থেকে যেন পরিত্রান পাই। যখনই রওজা মোবারকে কদম রাখি মনে হয় যেন সবাই একদম চুপ হয়ে গেল। বাস্তবিক সবাই একদম চুপ হয়ে গেছে। পা দরগাহ শরীফ থেকে বের করি পুনরায় ঐ শোরগোল। পুনরায় ভেতরে পা রাখি আবার ঐ পিন পতন নিরবতা। জানা হলো এ সব হুযূরের ক্ষমতা প্রয়োগ। স্পষ্ট তাঁর কারামত অবলোকন করতঃ সাহায্য কামনা করতে চাই। মাহবুবে এলাহীর পরিবর্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলা- يَـا غَوْثَـاهُ (ইয়া গাউছাহো) আমি ইকসিরি আজম কসিদাও রচনা করি। (অতঃপর এরশাদ করেন) ইবাদত (পীরের জন্য নিজের ইচ্ছাকে উৎসর্গিত করা) উল্লেখ যোগ্য শর্ত বায়আতের ক্ষেত্রে। মুর্শিদের সামান্য তাওয়াজজুহ (মনোনিবেশ) দরকার। দ্বিতীয় দিকে যদি ইরাদত না থাকে তাহলে কিছু হবে না। গাউছে আজম রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর একজন গোলাম ছিলেন। তিনি ঘুমে চেতনে দেখেছেন যে, একটি টিলার উপর ইয়াকুত পাথরের চেয়ার বিছানো, তার উপর হযরত সৈয়্যিদিনা জুনাইদ বাগদাদী উপবিষ্ট আছেন। নিচে অনেক মানুষ সমবেত। প্রত্যেকই নিজ নিজ আবেদন পত্র দিচ্ছেন। হযরত তা মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে পেশ করছেন। এ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ব্যক্তি চুপি সারে দাঁড়িয়ে আছে। হযরত তাকে অনেক্ষণ ধরে দেখেছেন এবং তিনি কিছু বলেন নাই তখন তিনি স্বয়ং বলেন, هَات أَعْرِضْ قِصَّتَكَ "আন, আমি তোমার আবেদ পেশ করব।" তিনি বলেন, أَوَ شَيْخِي عَزَلُوهُ؟ "তারা কি আমার পীরকে বহিস্কার করেছে?" তিনি বলেন, وَاللهِ مَا عَزَلُوهُ وَلَنْ يَعْزِلُوهُ আল্লাহর শপথ! তাকে বহিস্কার করেন নাই এবং কখনো বহিস্কার করবেন না। তখন তিনি বলেন, তাহলে আমার শায়খ-ই যথেষ্ট। চোখে খোলার সাথে সাথেই গাউছে আজমের দরবারে উপস্থিত। ঘটনা বর্ণনার পূর্বে কিছু বলতে চাচ্ছি এ দিকে হুযূর এরশাদ করেন, هَات أَعْرِضْ قِصَّتَكَ "তোমার আবেদন দাও আমি পেশ করি।" (বলেন) ইচ্ছা এ যে, জগতের যাবতীয় বাঘ এ সিলসিলায় আবদ্ধ। (অতঃপর বলেন) যতক্ষণ মুরিদ বিশ্বাস করবেনা যে, আমার শাইখ যুগের সমস্ত অলি থেকে আমার জন্য উত্তম কোন উপকার লাভ করতে পারবে না। আলী বিন হায়তী যিনি হুযূর গাউছে আজম رضي الله عنه-এর বিশেষ খলিফা একবার হুযূরকে দাওয়াত করেন। তার এক বিশেষ মুরিদ ছিলেন হযরত আলী জু-সকী رضي الله عنه তিনি খাবার নিয়ে আসেন। ভাবছেন এ রুটি গুলো কার সামনে প্রথমে রাখব। যদি নিজের শাইখের সামনে রাখি তাহলে হুযূর গাউছে আজম رضي الله عنه-এর শানের অবমূল্যায়ন হবে। আর যদি গাউছে আজমের সামনে রাখি তার পীর মুরিদীর বিপরীত হচ্ছে। তিনি এভাবে রুটিগুলো ঘুরান যে,উভয়ের সম্মুখে এক সঙ্গে গিয়ে পড়েছে। হুযূর গাউছে আজম رضي الله عنه বলেন, তোমর এ মুরিদ খুবই শালীন ও ভদ্র। আলী বিন হায়তী আরজ করেন, অনেক উন্নতি করেছেন। হুযূর! এখন আপনি তাকে আপনার খেদমতে গ্রহণ করুণ। জুসকী এটি শুনা মাত্রই এক কোণায় যান এবং ক্রন্দন শুরু করেন হুযূর বলেন, তাকে নিজের কাছে রেখে দাও। "যে স্তন দুর্বল হয়েছে তা থেকে দুধ পান করবে। অন্যস্তন চায় না।" (অতঃপর বলেন) নিজের যাবতীয় প্রয়োজন নিজ শাইখের কাছে রুজু করবে।

প্রশ্ন : এ হাদিসের কি অর্থ- لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي ?

উত্তর : যদি মুসা আগমন করেন এবং তোমরা আমাকে বর্জন করতঃ তাঁর অনুসরণ কর পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। অথচ নবী নবীর মধ্যে নবুয়তের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। কারণ হচ্ছে এই নবী ﷺ পূর্ববর্তী সব ধর্মের রহিতকারী। মুসা عليه السلام ও ঈসা عليه السلام অনেক বিধান আমাদের শরীয়তের রহিত হয়ে গেছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মালফুযাত-ই আ'লা হযরত

অতএব এ বিধান সমূহ বর্জন করতঃ তাদের অনুসরণ করা হলে পথ ভ্রষ্ট হবে। আবদুল্লাহ বিন সালাম رضي الله عنه এবং কতিপয় ইয়াহুদী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নামাযে তাওরীত কিতাব পড়ার অনুমতি কামনা করেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ন করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨

-হে ঈমানদাগণ! ইসলাম ধর্মে পূর্ণভাবে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৭০]

প্রশ্ন : শাইখের সামনে চুপ করে থাকা উত্তম কী না?

উত্তর : অনর্থক কথা থেকে সর্বদা বেঁচে থাকা উচিৎ আর শাইখের সম্মুখে চুপ থাকা দরকার। অতীব জরুরী মসয়ালাসমূহ জিজ্ঞাসা করলে কোন অসুবিধা নেই। আউলিয়া কিরাম বলেন, শাইখের সামনে বসে জিকির ও যেন না করে যেহেতু জিকির এ অন্য দিকে ব্যস্ত হতে হয়। মূলতঃ এর দ্বারা মূল জিকির থেকে বারণ করা নয় বরং জিকিরের পূর্ণতা করা। যা সে করবে মাধ্যম বিহীন হবে। শাইখের তাওয়াজ্জুহ দ্বারা যে জিকির হবে উত্তম। (অতঃপর বলেন) মূল কাজ হচ্ছে পরিচ্ছন্ন বিশ্বাস উত্তম সেতু বন্ধন সুচিত হয়। (অতঃপর বলেন) নালা ভর্তি পানির মত তোমার কাছে ফয়ুজ পৌঁছবে। পরিচ্ছন্ন আক্বিদা থাকা উচিৎ।

প্রশ্ন : হুযূর! এটি শুদ্ধ হুযূর ﷺ-এর ওফাতের সময় মাওলা আলী رضي الله عنه আরজ করেন, ধৈর্য উত্তম তবে আপনার উপর কাঁদা খারাপ তবে আপনার উপর।

উত্তর : এ বাক্যগুলো দৃষ্টি গোচর হয় নাই। যথা সম্ভবব এ শব্দ গুলো বলতে পারেন।

প্রশ্ন : যদি তা শুদ্ধ ধরা হয় তখন তার কী অর্থ হবে?

উত্তর : অর্থ স্পষ্ট, ধৈর্য্য হয় সীমিত ব্যথা বেদনার উপর। হুযূর ﷺ-এর বিচ্ছেদের ব্যথা প্রত্যেক মুসলমানের অশেষ ব্যথা, অশেষ ব্যথার উপর ধৈর্য্য কিভাবে হবে।

প্রশ্ন : তবে আমাদের আলেমগণ দুঃখ ও ব্যথা তাজা করাকে হারাম বলেন।

[৭০]. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২০৮

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উত্তর : দুঃখ তাজা করা নিজ পক্ষ থেকে হয়। এখানে যে ব্যথা তা নিজ ইচ্ছাধীন নয়।

প্রশ্ন : তাহলে যদি অনিচ্ছায় নিজ প্রিয়জনের মৃত্যুতে ধৈর্য্য না ধরে তাহলে জায়েজ হবে।

উত্তর : 'অনিচ্ছা বানিয়ে নিচ্ছে নতুবা যদি স্বভাবকে প্রতিহত ও বারন করা হয় তাহলে নিশ্চিত ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে। হুযূর ﷺ যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে দেখতে পান জনৈক মহিলা নিজ সন্তানের মৃত্যুর উপর ক্রন্দন করছে। হুযূর নিষেধ করেন ও বলেন, ধৈর্য্য ধারণ কর। সে নিজ অবস্থার উপর অবগত ছিলো না। তার জানা ছিলো না তাকে কী বলছেন। সে অযথা উত্তর দিলো, "আপনি যান আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দিন।" হুযূর চলে যান। পরবর্তী মানুষেরা তাকে বলে, হুযূর ﷺ নিষেধ করেছিলেন। সে হতবম্ভ হয়ে যায় ও তৎক্ষণাৎ নবীর দরবারে উপস্থিত হয় ও আরজ করে হে আল্লাহর রাসুল! আমার জানা হয় নাই যে হুযূর মানা করছেন। এখন আমি ধৈর্য্য ধারণ করছি। এরশাদ করেন, اَلصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى ধৈর্য্য প্রথমবার করত, তাহলে সওয়াব মিলত। অতঃপর ধৈর্য্য এমনিতে এসে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, যদি মানুষ ধৈর্য্য ধরে তাহলে ধরতে পারে। ইমাম মুহাম্মদ বুসিরী বলেন, আত্মা শিশুর মত। যদি তাকে দুধ খাওয়ানো হয় যুবক হয়ে যায় তবুও দুধ খেতে থাকবে। যদি তাকে ছুড়ানো হয় তাহলে দুধ ছেড়ে দেবে। আমি নিজে দেখেছি গ্রামে একজন মেয়ে আঠার কিংবা বিশ বছরের ছিলো। তার মা খুবই দুর্বল ছিলো। সে ঐ সময় পর্যন্ত দুধ খাওয়া ত্যাগ করে নাই। মা বার বার নিষেধ করছিলেন । সে ছিলো শক্তিশালী মাকে ধরাশায়ী করতো ও বক্ষের উপর বসে পড়তো ও দুধ পান করতে থাকত।

প্রশ্ন : হুযূর! নফস এবং রূহের মধ্যে পার্থক্য বিশ্বাসগত মনে হয়?

উত্তর : মূলত: তিনটি জিনিস পৃথক পৃথক। নফস, রূহ, কলব। রূহ বাদশাহর মত, নফস ও কলব তার দু'টি উজির। নফস তাকে সর্বদা মন্দের দিকে নিয়ে যায় কলব যতক্ষণ পরিস্কার থাকে কল্যাণের দিকে আহবান করে। মায়াজাল্লাহ অধিক পাপ বিশেষত: অত্যধিক বিদআত দ্বারা নির্বোধ করে দেয়া হয়। তখন তার সত্য দেখা, বুঝা ও চিন্তা করার যোগ্যতা থাকে না। তবে এখনো সত্য শ্রবণের যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। অতঃপর তাকে নির্বোধ করে দেয়া হয় এখন সে না হক শুনতে পারে না দেখতে পারে নিরেট মুর্খ হয়ে যায়। (অতঃপর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বলেন) কলব প্রকৃত পক্ষে ঐ গোশতের টুকরার নাম নয় বরং তা একটি সূক্ষ্ম অদৃশ্য বস্ত যার কেন্দ্র এ গোশতের টুকরা, বক্ষের বাম দিকে আর নফসের কেন্দ্র নাভীর নিচে। তাই শাফেয়ী পন্থীরা বক্ষে হাত বাঁধে যাতে নফস থেকে যে কুমন্ত্রনা ওঠে তা কলব পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। হানাফীরা নাভীর নিচে বাঁধে। কবির ভাষায়-

که سر چشمه باید گرفتن به میل ❁ چو پر شد نشاید گرفتن بی پیل

অর্থাৎ- বিড়াল প্রথম রাতে কাটতে হবে। এ জন্য এটি লিপি বদ্ধ করা হলো। যদি হাত শক্ত করে বাঁধা হয় তাহলে কুমন্ত্রনা সৃষ্টি হবে না।

প্রশ্ন : কোন মানুষকে এমন বিপদে কবলিত দেখে যা বাহ্যত মানুষের পক্ষ থেকে পৌঁছে ঐ সময় ও এ দোয়া পড়তে পারে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً.

উত্তর : প্রত্যেক বিপদগ্রস্থকে দেখে পড়তে পারে। হোক ঐ বিপদ মানব কর্তৃক অথবা আসমানী। (অতঃপর বলেন) আমি তো মৃত কাফের দেখেও পড়ি- যে বিপদে সে কবলিত হয়েছে অর্থাৎ কুফুরীর উপর মৃত, তা থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। হাদিস শরীফে আছে, কাফেরের জানাযার আগে শয়তান আগুনের স্ফুলিঙ্গ উড়ায়। হৈ চৈ করে, নাচন কুর্দন করে চলে যেহেতু মানুষ কুফুরীর উপর মৃত্যু বরণ করেছে। (অতঃপর বলেন) জানাযার সাথে শয়তানকে নাচন কুর্দন করতে হয় বাজনা বাজায়, স্থানে স্থানে থামে অনেক ধীরে ধীরে নিয়ে যায়। আল্লাহু আকবর! আমাদের ইসলাম ধর্মে প্রত্যেক কিছুতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ইসলামে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মৃতকে না আস্তে নিয়ে যাও না তড়িঘড়ি করে।

প্রশ্ন : وَسَطٌ এর অর্থ উত্তমও আসে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا

উত্তর : হ্যাঁ, وَسَطٌ এর জন্য শ্রেষ্ঠত্ব আবশ্যক। আয়াতের অর্থ এই আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত করেছি। হাদিসে এরশাদ হয়েছে- اَنْتُمْ تَتِمُّوْنَ سَبْعِيْنَ اُمَّةً مِنْ قَبْلِكُمْ وَاَنْتُمْ آخِرُهُمْ 'তোমাদের পূর্বে ৬০ উম্মত অতীত হয়েছে এবং তোমরা সর্বশেষ।' মি'রাজ রজনীতে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত হুযূর ﷺ-কে এরশাদ করেন- اَغَمٌّ عَلَيْكَ اَنْ جَعَلْتُكَ آخِرُ الْاَنْبِيَاءِ 'কী আপনি এ কারণে চিন্তিত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হয়েছেন? আমি আপনাকে সর্ব শেষ নবী করেছি।, আরজ করেন, না, হে আমার প্রভু। এরশাদ করেন, আমি এ জন্য তাদেরকে সর্বশেষ উম্মত করেছি। সব উম্মত কে তাদের সামনে আপমান করব। তাদেরকে কারো সামনে অপমান করব না। (অতঃপর বলেন) একটি চোখের জন্য লক্ষ লক্ষ চোখকে সম্মান করা হচ্ছে। কেয়ামত দিবসে সমস্ত উম্মতকে আহবানকারী আহবান করবে। যখন এ উম্মতের পালা আসবে আহবান করবে কোথায় মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত। রহমতের চাদরকে প্রশস্ত করে দেয়া হবে, তাতে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কারো তার আমল নামার হিসাব থাকবে না। হাদীস শরীফে আছে, নবী ﷺ আরজ করেন, হে আমার প্রভু, আমার উম্মতের হিসাব আমাকে দিয়ে দিন। এরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মত আমার বান্দা। আমি স্বয়ং হিসাব নিব এবং স্বয়ং ক্ষমা করে দিব। কেয়ামত দিবসে রহমতের আঁচলে সমস্ত উম্মতকে একত্রিত করবেন এবং ঘোষণা করবেন, আমি আমার হক মাফ করে দিয়েছি। তোমরা পরস্পর হক মাফ করে দাও। এবং বেহেশতে চলে যাও। এ সবগুলো হুযূর ﷺ-এর সদকায় অর্জিত হয়েছে। ইবাদত করা চাই, মৃত্যুর সময় মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়ে প্রাণ বের হয়ে যাবে। তাহলে সব সহজ হয়ে যাবে। এটিই প্রথম মঞ্জিল যা সব মঞ্জিল থেকে কঠিনতম। আল্লাহ্ তায়ালা যেন সহজ করে দেন- حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا (অতঃপর বলেন) কিয়ামতের দিন এত গুলো দয়া ও করুণা সত্ত্বে ও আমাদের মধ্যে কিছু এমন লোক হবে যারা তখন ও কৃপণতা করবে। হাদিস শরীফে আছে, এক ব্যক্তির বেহেশতে যাওয়ার হুকুম হবে। সে যেতে চাইবে, তার পাওনাদার দাঁড়িয়ে যাবে, আরজ করবে হে আমার প্রভু! আমার হক আমার ঐ ভাই থেকে আদায় করে দিন। আদেশ হবে। তার পূণ্য সমূহ তাকে দিয়ে হক পূর্ণ করো। পূণ্য সমূহ শেষ হয়ে যাবে তবে তার হক বাকী থাকবে। (বলেন) তিন পয়সা কারো নিজের উপর পাওনা থাকলে তার বিনিময়ে জামায়তসহ সাতশ রাকাত নামায নিয়ে ফেলা হবে। পাওনাদার পূণ: দাঁড়াবে, আরজ করবে, হে আমার প্রভু! আমার পাওনা ঐ ভাই থেকে উসূল করে দিন। আদেশ হবে, তার অপকর্মসমূহ তার উপর রেখে হক পূর্ণ করে দাও। তার পাপসমূহ শেষ হয়ে যাবে। তবে এখানো তার হক বাকী থাকবে। অতঃপর ঐ পাওনাদার দাঁড়াবে ও আরজ করবে, হে আমার প্রভু! আমার হক আমার ঐ ভাই থেকে উসূল করে দিন।

প্রশ্ন : চাঁদ দেখার নীতিমালা গুলো নিশ্চিত না ধারণা প্রসূত?

উত্তর : ধারণা প্রসূত। সর্ব প্রথম বিদ্যা জোতির্বিদ্যার ইমাম বা জনক যাকে বলা হয় তিনি হচ্ছেন বতলিমুস। তিনি 'মজসতি' নামক একটি জোতির্বিদ্যা প্রণয়ন করেন। তাতে জ্যোতিস্ক মন্ডলীর অবস্থা, নক্ষত্র রাজির উদয় অস্ত অবস্থা, ঐ গুলোর পারস্পরিক দর্শনীয় ব্যবধান, এমনকি স্থির নক্ষত্র রাজির উদয় ও অস্ত লিখেছেন। অমুক নক্ষত্র সূর্য থেকে এত দূরে হলে দৃষ্টি গোচর হবে এত দূরে হলে দৃষ্টি গোচর হবে না। চাঁদের আলোচনা এড়িয়ে গেছেন, তা তার নিয়ন্ত্রনাধীন ছিলো না। পরবর্তীরা তার রীতিনীতি উদ্ভাবন করেছেন। পূর্ণ আট পৃষ্ঠা তার বিবরণ হয়। এরপর কখনো নিশ্চিত ফল আসে, কখনো এ পরিমাণ অধিক কাজের পরও সন্দেহ প্রবণ ফল বের হয়। সাদা মাটা যা আমাদের আক্বা ও মাওলা শিক্ষা দিয়েছেন তা কখনো ভাঙ্গে না, ভাঙ্গবে না।

اَنَا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلَاثِيْنَ.

-আমরা অশিক্ষিত জাতি, লিখতে ও হিসাব করতে পারি না, মাস এরূপ এবং এরূপ। যদি তোমাদের সন্দেহ হয় (আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় চন্দ্র দেখা না যায়) তাহলে ত্রিশ দিন গণনা কর।

সংকলক : জন্ম তারিখের আলোচনা ছিলো। এ প্রেক্ষিতে এরশাদ করেন আলহামদুলিল্লাহ আমার জন্ম তারিখ এ আয়াতে আছে-

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ﴿٢٢﴾

-এরা ঐ লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ঈমান নকশা করে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে রুহুল কুদুসের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন।[৭১]

আয়াতে এর আগে আছে-

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴿٢٢﴾

[৭১]. আল কুরআন, সূরা মুজাদ্দেলা, আয়াত : ২২

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

-আপনি পাবেন না ঐ সব লোকদেরকে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, তারা আল্লাহ রাসূলের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। যদিও তারা তাদের পিতা হয়। অথবা তাদের ছেলে সন্তান হয় বা তাদের ভাই হয় অথবা তাদের গোত্র হয় না কেন।[৭২]

এর পরই বলেছেন, أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ আলহামদুলিল্লাহ শৈশব থেকেই আমার ঘৃণা চিলো আল্লাহর শত্রুদের প্রতি। আমার প্রজন্ম পরম্পরায় তাদের প্রতি ঘৃণার বীজ বপন করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর ফজলে এ ওয়াদা ও বাস্তবায়ন হয়েছে। أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ আলহামদুলিল্লাহ যদি হৃদয় দু'অংশে বিভক্ত করা হয় তাহলে আল্লাহর শপথ এক অংশে লিপিবদ্ধ থাকবে- لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ দ্বিতীয় অংশে লিপিবদ্ধ থাকবে- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ প্রত্যেক বদ মাযহাবের উপর সর্বদা বিজয় ও সফলতা অর্জিত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত রুহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করেছেন। আল্লাহর পূর্ণ করুন-

وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

(অতঃপর বলেন) এ সব গুলো সম্মানিত পিতামহের বরকতে ও বদান্যতায় অর্জিত হয়েছে। কুরআনে আজিমে হযরত খিজির আলাইহিস সালাম-এর ঘটনায় বর্ণিত আছে দু'জন অনাথ একটি ঘরে থাকতেন। তাদের দেয়াল পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, তার নিচে তাদের গুপ্তধন রক্ষিত ছিলো। খিজির আলাইহিস সালাম উক্ত দেয়ালটি সোজা করেন। উক্ত ঘটনা সম্পর্কে বলা হচ্ছে- وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا 'তারা উভয়ের পিতা সৎ ন্যায়পরায়ন ছিলেন তার বরকতেই তাদের এ রহমতপ্রাপ্তি। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উক্ত পিতা তাদের চৌদ্দতম উর্ধ্ব পুরুষ ছিলেন। সৎ পিতার এ বরকত হয়। এখনো তো তৃতীয় উর্ধ্ব পুরুষ। দেখতে থাকুন কত বংশ পরম্পরায় এ বরকত অবিরত থাকে। (অতঃপর বলেন) সম্মানিত পিতামহের এখনো পর্যন্ত আমার সাথে এ ভালবাসা ছিলো যা পূর্বে থেকে ছিল। ঐ সম্মানিত পিতামহের একজন প্রকৃত ভাইপো ছিলেন; আমার বিষয়ে তার কোন ধরণের খারাপ ধ্যান-ধারণা ছিল না। একদিন

[৭২]. আল কুরআন, সূরা মুজাদেলা, আয়াত : ২২

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমি স্বপ্ন দেখি। সম্মানিত পিতামহ পালঙ্গে উপবিষ্ট এবং তিনি (ভাইপো) পা'র দিকে উপবিষ্ট। তিনি বার বার কথা বলার চেষ্টা করছেন হযরত সাড়া দিচ্ছেন না এবং মনোযোগী হচ্ছেন না। ইতিমধ্যে আমি উপস্থিত হয়ে যাই। হযরত আমাকে দেখেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, আসুন মাওলানা, তশরীফ রাখুন। অথচ আমি তার পাদুকার বালুর মত। যতক্ষণ আমি উপবিষ্ট ছিলাম হযরত আমার দিকেই মনোযোগী ছিলেন। দু'দিন গত হয়েছে লক্ষ্ণৌ থেকে আটা এনেছে। হযরত হুক্কার দিকে দৃষ্টিপাত করছেন। স্বপ্নে আমার আটার কথা মনে পড়ে। আমি উঠি এবং আরজ করি, আমি লক্ষ্ণৌর আটা ভর্তি করছি। শুনা মাত্রই অবাক হয়ে যান এবং তৎক্ষণাৎ দাড়িঁয়ে যান ও বলতে থাকেন, মাওলানা! আপনি কষ্ট করবেন না, মাওলানা! আপনি কষ্ট করবেন না। আমাকে বসিয়ে দেন। আমার ভালবাসার কারণে নিজ আপন ভাইপোর সাথে কথা বলেন নাই। (অতঃপর বলেন) আমি কাঁদতে কাঁদতে দুপুরে শুয়ে পড়ি। দেখি সম্মানিত পিতামহ তাশরীফ এনেছেন এবং আলমিরার মত কিছু একটি প্রদান করেন এবং বলেন, শীঘ্রই আগন্তুক ব্যক্তি আপনার মনের ব্যথা-বেদনা দূর করবেন। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিন হযরত মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বদায়ুন থেকে তাশরীফ এনেছেন। নিজের সঙ্গে আমাকে মারহেরা শরীফ নিয়ে গেছেন, সেখানে গিয়েই বায়আত গ্রহণ করি। (অতঃপর বলেন) একদা জমি জিরাতের ঝগড়া হয়েছিল আর তাও প্রকাশ্য জীবিকা বন্ধ হওয়ার কারণ ছিলো। ঐ সময় স্বপ্ন দেখি "সম্মানিত পিতামহ ঘোড়ার উপর আরোহন করত: সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল আরবী পোশাক পরে আগমন করেন। আমি এ ফটকে দাঁড়িয়ে আছি। হযরত কাছে এসে ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন এবং বলেন, বশির উদ্দীন উকিলের কাছে যেতে হবে। জাগ্রত হই আমি বলি, মুকদ্দমায় রায় পেয়েছি। সুতরাং সকাল হতেই মুকদ্দমায় রায় তথা জয় পাওয়া গেল। আট থেকে দশ বছর পূর্বে রজব মাসে সম্মানিত পিতাকে স্বপ্ন দেখি। তিনি বলছেন, আহমদ রজা! এ বছরের রমযানে তোমার অসুখ হবে। বেশী অসুখ হবে। তবে রোজা ছেড়ে দিও না। আলহামদুলিল্লাহ রোজা ফরজ হওয়ার পর থেকে না সফরে, না রোগে কোন অবস্থায় রোজা ছেড়ে দিই নাই। যা হোক রমযানে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। ভীষণ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। আলহামদুলিল্লাহ রোজা ছেড়ে দিই নাই। গ্রামে আমার জমির পাশে আর একজনের জমিন ছিলো, সে তা একজন সুদখোরের কাছে বিক্রয় করতে চায়, তাকে বলা হয়েছে তবে বিরোধীতার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কারণে সে মেনে নেয় নাই। সম্মাণিত পিতা স্বপ্ন যোগে আগমন করেন ও বলেন, "আমাকে দিচ্ছে না, সুদখোরকে দিচ্ছে। আমি তা পেয়ে যাব।" সুতরাং ঘটনা অনুরূপ হয়েছে। একদা অসুস্থ হয়ে পড়ি, ভীষণ ব্যথা, চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। স্বপ্ন যোগে সম্মানিত পিতা ও মৌলভী বরকত আহমদ মরহুম যিনি সম্মানিত পিতা থেকে পড়তেন আগমন করেন। মৌলভী বরকত আহমদ সাহেব খোঁজ খবর নেন। আমি বলি, ভীষণ ব্যথা। দোয়া করুন যাতে ঈমানের উপর জীবনের সমাপ্তি হয়। এটি বলার সাথে সাথেই সম্মানিত পিতার চেহরা লাল হয়ে যায় এবং বলেন, "এখনো তো বায়ান্ন বছর মদিনা তৈয়্যিবায়।" এখন এটির দুটি অর্থ হতে পারে। এক. বায়ান্ন বছর বয়সে মদিনা শরীফের হাজির হওয়ার সৌভাগ্য নসিব হবে। সুতরাং দ্বিতীয়বার মদিনায় উপস্থিতির সময় বয়স বায়ান্ন বছর ছিলো। দুই. অথবা এখন থেকে বায়ান্ন বছর পর মদিনা শরীফে উপস্থিতির সৌভাগ্য হবে। আল্লাহর কাছে আশা যেন এ রূপ করেন, আমিন! একদা খাবার খাই না। কয়েকদিন থেকে সম্মানিত মাতা-পিতাকে স্বপ্নে দেখি। সম্মানিত মা কিছু বলেন নাই। সম্মানিত পিতা বলেন, না খেলে আমার কষ্ট হচ্ছে। বাধ্য হয়েই সকাল থেকে খাওয়া শুরু করি। একদা আমি দেখি সম্মানিত পিতার সাথে একটি সওয়ারী যা অত্যন্ত মুল্যবান ও উঁচু ছিল। সম্মানিত পিতা কোমর ধরে আরোহন করান ও বলেন, এগার স্তর পর্যন্ত আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ মালিক। আমার ধারণায় তা দ্বারা উদ্দেশ্য গাউছুল আজম رضي الله عنه-এর দাসত্ব করা। আমার চাচা সম্পর্কীয় একজন যে আমাদের গ্রামের বাড়ীর কাজ করতেন- একবার আমার সম্মানিত পিতা তার উপর অসন্তুষ্ট হন এবং বলে দেন, এখন থেকে সে গ্রামের কাজ যেন না করে। পরবর্তীতে আমার সুযোগ ও হচ্ছে না গ্রামের বাড়ীর জন্য নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মানুষের প্রয়োজন। তার চাইতে বিশ্বস্ত মানুষ কিভাবে পাই। তবে সম্মানিত পিতার নিষেধাজ্ঞা ছিলো। ভীষণ চিন্তায় এক দিন সন্ধ্যায় (সম্মানিত পিতা) আগমন করেন ও তার হাত এনে আমার হাতে দিয়ে দেন। বুঝে নিলাম, হযরতের অনুমতি হয়েছে যে, তাকে গ্রামের কাজ দিয়ে দাও। সুতরাং সকালেই আমি তাকে গ্রামে পাঠিয়ে দিই।

প্রশ্ন : মুরগী যদি পানির মধ্যে ঠোঁট দেয় নাপাক হয়ে যাবে?

উত্তর : নাপাক হবে না। মাকরুহ হবে। সিদ্ধ করা হলে মাকরুহও দূরীভূত হয়ে যাবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রশ্ন : সাদৃশ্যময় হয়ে গেল তিনবার পূণ: পড়েছে কিন্তু জট খুলে নাই তাহলে সাহু সিজদা আবশ্যক হবে?

উত্তর : কেন, যদি তিনবার সুবহানাল্লাহ বলার সমপরিমাণ সময় থেমে যায় তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। পুনরায় পড়ার দ্বারা হবে না যদিও দশহাজার বার পড়ে।

প্রশ্ন : নাপাক পানি গরম করেছে যে, সিদ্ধ হয়ে গেছে পাক হবে কী হবে না?

উত্তর : হবে না।

প্রশ্ন : কুকুরের পশম তো নাপাক না?

উত্তর : বিশুদ্ধ হচ্ছে- এই কুকুরের কেবলমাত্র লালা নাপাক। তবে অপ্রয়োজনে লালন পালন করা উচিৎ নয়। কেননা তাতে রহমতের ফেরেশতা আসে না। বিশুদ্ধ হাদিসে আছে- জিব্রাইল কাল কোন সময় উপস্থিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রস্থান করেন। দ্বিতীয় দিন অপেক্ষায় রইলাম তবে প্রতিশ্রুতি সময়ে আসতে বিলম্ব হয়। জিব্রাইল উপস্থিত না হওয়ায় হুযূর বাইরে গমন করেন। দেখতে পান জিব্রাঈল عليه السلام ঘরের দরজায় উপস্থিত। তিনি বলেন, কেন? আরজ করেন, أَنَا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ تَصَاوِيرُ 'রহমতের ফেরেশতা ঐ ঘরে আসেন না যাতে কুকুর অথবা ছবি থাকবে।' তিনি ভেতরে যান। সবকিছু তন্ন তন্ন তালাশ করেন কিছুই নেই। পালঙ্গের নিচ থেকে কুকুর বাচ্চা বেরিয়ে এল। তা বের করে দিলে তিনি উপস্থিত হন।

প্রশ্ন : খেলাফতে রাশেদা কার কার খেলাফত?

উত্তর : আবু বকর সিদ্দিক, ওরম ফারুক, ওসমান গণি, মাওলা আলী, ঈমাম হাসান, আমির মুয়াবিয়া, ওমর বিন আবদুল আজিজ প্রমুখদের খেলাফত-ই হচ্ছে খেলাফতে রাশেদা। এখন ইমাম মাহদী عليه السلام-এর খেলাফতও খেলাফতে রাশেদা হবে।

প্রশ্ন : কেউ আলী গড়ীকে সৈয়্যদ সাহেব বলে।

উত্তর : সে তো একজন দুষ্টু ও ধর্ম ত্যাগী ছিল। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে-

لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ سَيِّدَكُمْ، فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ.

-মুনাফিককে সৈয়্যদ বলোনা, যদি সে তোমাদের সৈয়্যদ হয় তাহলে নিশ্চিত ভাবে তোমরা তোমাদের প্রভূকে অসন্তুষ্ট করেছ।

প্রশ্ন : হুযূর! এটি কি বিশুদ্ধ যে, আলিমের জিয়ারতে সওয়াব আছে?

উত্তর : হ্যাঁ, বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত আছে-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

اَلنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ اَلنَّظَرُ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ اَلنَّظَرُ إِلَى الْمَصْحَفِ عِبَادَةٌ.

-আলেমের চেহরা দেখা এবাদত, কা'বা শরীফ দেখা ইবাদত, কুরআন আজিম দেখা ইবাদত।

প্রশ্ন : অন্তরে যদি তালাকের শব্দাবলী বলে তাহলে তালাক হবে কী হবে না?

উত্তর : না, যতক্ষণ না এতটুকু শব্দে বলবে যদি কোন বাঁধা না থাকে তাহলে স্বয়ং তার কানে শুনতে পাবে।

প্রশ্ন : নাস্তিক মহিলা যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্বামী শাসক হয় তা হলে কী করবে?

উত্তর : তিন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ঐ সময়ের মধ্যেই যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে তখন এ মহিলা তার আকদ অধীন থাকবে। নতুবা অন্য জনের সাথে বিবাহের পিড়ীতে বসতে পারবে।

প্রশ্ন : হুযূর! এই মৃগী রোগ কী কোন বিপদ?

উত্তর : হ্যাঁ, খুবই নিকৃষ্ট বিপদ এবং তাকে শিশু রোগ বলা হয় যদি শিশুদের হয়। অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদি পচিঁশ বছরের মধ্যে হয় তাহলে আশা করা যায় চলে যাওয়ার। যদি পচিঁশ বছরের পর অথবা পচিঁশ বছর বয়স্কের হয় তা সুস্থ হওয়া দুস্কর ও দুঃসাধ্য। হ্যাঁ, কোন অলির কারামত বা তাবিজ দ্বারা যদি চলে যায় তা হলে অন্য কথা। প্রকৃত পক্ষে এটি একটি শয়তান যা মানুষকে কষ্ট দেয়। হুযূর ﷺ-এর দরবারে জনৈক মহিলা নিজ মেয়ে সন্তান নিয়ে উপস্থিত হয়। আরজ করে ঐ মেয়েটির সকাল –সন্ধ্যা এ মৃগী রোগ হয়। হুযূর তাকে নিকটে আনেন এবং তার বক্ষে হাত মেরে বলেন, اُخْرُجْ يَا عَدُوَّ اللهِ وَأَنَا رَسُولُ اللهِ 'বের হও, হে আল্লাহর দুশমন, আমি আল্লাহর রাসূল।' ঐ সময় তার ভুমি আসে একটি কালো জিনিস যা চলতো তার পেট থেকে বের হয় এবং অদৃশ্য হযে যায়। মহিলাটির জ্ঞান ফিরে আসে। হুযূর গাউছে আজমের সময়ে একজন ব্যক্তির মৃগী রোগ হয়। হুযূর বলেন, তার কানে বলে দাও। "গাউছে আজমের নির্দেশ হচ্ছে বাগদাদ থেকে বের হয়ে যাও।" সুতরাং ঐ সময়ই সে সুস্থ হয়ে যায় এবং এখনো পর্যন্ত পবিত্র বাগদাদ নগরীতে মৃগী রোগ হয় নাই। (অতঃপর বলেন) শিশুর জন্মের পর যদি আযানে দেরী করা হয় তা দ্বারা অধিকাংশ এ রোগটি হয়। যদি শিশুর জন্মের পর প্রথম কাজ এটি করা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হয় যে, ধৌত করত: আযান ও ইক্বামত শিশুর কানে দেয়া তাহলে ইনশা আল্লাহ জীবনভর রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে।

প্রশ্ন : গ্রামোফোন এর কী হুকুম?

উত্তর : কিছু বিষয়ে মূলের বিধান আছে, কিছু বিষয়ে মূলের বিধান নেই। গ্রামোফোনে যদি কুরআন আজিম থাকে তা শ্রবণ করা ফরজ নয় বরং না জায়েজ। তা থেকে যদি আয়াত সিজদা শুনা হয সিজদা ওয়াজিব হবে না। গান গাওয়ার মধ্যে মূল্যের হুকুম বিদ্যমান। যদি মূল গান জায়েয হয় তাহলে এখানেও জায়েয। যদি মূলে হারাম হয় তাহলে এখানেও হারাম। উদাহরণ স্বরূপ মহিলা ও শ্মশ্রুবিহীন বালকের স্বর না হওয়া, বাদ্য যন্ত্রনা না হওয়া, শরীয়ত বিরোধী কবিতা না হওয়া তবে জায়েয, নতুবা নয়। কুরআন আজিম শ্রবণ ইবাদত গ্রামোফোন দ্বারা শ্রবণ তামাশার নামান্তর। কেননা তা তার নিমিত্ত তৈরী, যদিও কেউ তামাশার নিয়ত না করে তবে মুল গঠনের পরিবর্তন কেউ করতে পারবে না। অতঃপর যে সব উপাদান দিয়ে তা ভর্তি তাতে অধিকাংশ এ্যালকোহল মিশ্রিত। এলকোহল হচ্ছে মদ, মদ নাপাক তাই তাতে কোরআন শরীফ ভর্তি করা হারাম।

প্রশ্ন : জানোয়ারকে খাবার খাওয়ানো দ্বারা সওয়াব পাওয়া যায় কী না?

উত্তর : হ্যাঁ, হাদিসে এরশাদ হচ্ছে- فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ সিক্ত হৃদয়ে বিনিময় রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক জীবিতকে শান্তি দেয়ার মধ্যে সওয়াব আছে।

প্রশ্ন : 'থানভী' কে মানুষ সৈয়্যদ বলে, সে বাধা দেয় না অথচ সে সম্প্রদায়ের পাখির বাসা?

উত্তর : হাদিসে আছে-

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

-যে ব্যক্তি নিজ পিতা বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বানায় তার উপর আল্লাহ, সমুদয় ফেরেশতা, সকল মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ না তার ফরজ কবুল করেন, না নফল কবুল করেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অন্য হাদিসে আছে- فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ 'তার উপর জান্নাত হারাম।' অন্য হাদিসে এরশাদ করেন, فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ مُتَتَابِعَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'তার উপর আল্লাহর অনবরত লানত হবে।'

প্রশ্ন : 'আইয়্যামে বিজ'- এ রোজা রাখা দ্বারা মাস ভরের সওয়ার পাওয়া যায়?

উত্তর : হ্যাঁ, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা তের, চৌদ্দ, পনের অথবা সাতাশ, আটাশ, উনত্রিশ এ দিন গুলোর যে দিনেই রোজা রাখে সওয়াব সমান। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় নতুন চান্দ্র রাত। তের, চৌদ্দ, পনের শুভ্র রাত (আইয়্যামি বিজ) সাতাশ, আটাশ, উনত্রিশ কৃষ্ণ রাত।

প্রশ্ন : একটি বর্ণনায় এসেছে যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তিকে দু'শত বছর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তার কারণ হলো- সে তাওরাতে রাসূল ﷺ-এর নাম মুবারক দেখে চুমু দিয়েছিল।

উত্তর : হ্যাঁ, বিশুদ্ধ। তার নাম ছিলো সিমতাহ। অতঃপর বলেন, তার বদান্যতার কোন শেষ নেই। তার রহমত চাইলে লক্ষ বছরের গুনাহ ধুয়ে মুছে দিতে পারে, রসুলের দাসত্ব করা চাই। একটি মাত্র পূণ্য দ্বারা ক্ষমা করে দেবেন বরং উক্ত পাপ সমূহকে পূন্য দ্বারা রূপান্তর করে দেবেন। যদি ন্যায় বিচার করে তাহলে লক্ষ্য বছরের পূণ্য সমূহকে একটি মাত্র ছোট গুনাহ দ্বারা প্রত্যাখান করে দেবেন। হাদীসে শরীফে এরশাদ হচ্ছে কোন মানুষ আল্লাহ তায়ালার রহমত ব্যতীত নিজ আমল সমূহ দ্বারা বেহেশতে যেতে পারেন না। সাহাবাগণ আরজ করেন, وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ 'আপনি ও পারবেন না? হে আল্লাহর রাসূল!' এরশাদ করেন, আমিও পারব না। যতক্ষণ না আমার প্রভু দয়া করবেন। পাপ যথাযথ নয়, কিসের হকদার হবে। দুনিয়ার নীতি মালা দেখুন যদি শ্রমিক হয় শ্রম দেবে, পারিশ্রমিক পাবে। যদি আবদ হয় অধীনস্থ হবে যতই খেদমত করবে না কেন কিছুই পাবে না। আমরা সবাই তার সৃষ্টি ও অধীন। তাঁর রহমত অশেষ, তিনিই বান্দাদের তাওফীক দেন। তিনিই তাদের উপকরণ দিয়েছেন, তিনিই সহজ করে দিয়েছেন। বলছেন, তার নেক আমল সমূহের বিনিময় কতই না উত্তম বান্দা। আয়ুব আলাইহিস সালাম অনেক দিন পর্যন্ত বিপদ গ্রস্থ ছিলেন। ধৈর্য্য ও কতই না উত্তম রূপে ধরেছেন। যখন তা থেকে পরিত্রাণ পান আরজ করেন। প্রভূ! আমি কি রূপ ধৈর্য্য ধরেছি। এরশাদ করেন তাওফীক কোন ঘর থেকে এনেছেন? আয়ুব আলাইহিস সালাম মাথায় মাটি ঢালতে লাগেন। আরজ করেন,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নিশ্চিতভাবে যদি আপনি তাওফীক না দিতেন তাহলে ধৈর্য্য বা কিভাবে ধরতাম?

প্রশ্ন : নূহ আলাইহিস সালাম-কে প্রথম রাসুল বলা হয় এটি কী কারণে?

উত্তর : কাফেরদের কাছে যে রসুল প্রেরিত হয়েছিলো তন্মধ্যে প্রথম হচ্ছে হযতর নূহ আলাইহিস সালাম। তাঁর পূর্বে যে সব নবী আগমন করেছিলেন তারা মুসলমানদের কাছে প্রেরিত হতেন।

প্রশ্ন : আলীর কুকুরের অর্থ কী?

উত্তর : আলী প্রশাসনের কুকুর।

প্রশ্ন : আউলিয়া-ই কিরামদের মধ্যে ও কারো নাম কুকুর হয়েছে।

উত্তর : না, হযরত সৈয়্যিদি সালার মসউদ গাজী রহমতুল্লাহি আলাইহি মুজাহিদ ছিলেন। শহিদ হয়েছেন। প্রত্যেক শহিদ থেকে কি বায়আতের সিলসিলা শুরু হয়ে যাবে। অতঃপর হযরত সৈয়্যিদি আহমদ কবির রেফায়ী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি শীর্ষস্থানীয় অলি ছিলেন। হযরতের একজন মুরিদ গাউছুল আজমের দরবারে উপস্থিত ছিলেন। আরজ করেন, আমার নিজ শাইখের সাক্ষাতের আগ্রহ হয়েছে। হুযূর একটি কাঁচের বোতল সামনে রাখেন। তাতে শাইখের আকৃতি দৃষ্টি গোচর হয। দাঁতে আঙ্গুল চেপে বলছেন, "সমুদ্রের কাছে সে নালা কামনা করছে।"

প্রশ্ন : কী হযরত 'মুজাদ্দিদ আলফে সানি' কোথাও হুযূর গাউছে আজমের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব লিখেন?

উত্তর : تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অতঃপর বলেন, মাকতুবাতের প্রথম দুই খন্ডে এমন শব্দ পাওয়া যাবে যেখানে হুযূর গাউসে আজমের কী গুরুত্ব? তৃতীয় খন্ডে বলেছেন, যে সব ফয়ুজ ও বরকত সঞ্চয় করেছি তা সব গাউছে আজম থেকে প্রাপ্ত হয়েছি। نُورُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ তাতে লিখেন, তোমরা কী মনে করছ যা কিছু আমি পূর্বেকার খন্ডে বলেছি সচেতনভাবে বলেছি? না, বরং অধিক প্রেমাসক্ত হয়ে বলেছি। এখন যদি কোন মোজাদ্দেদী তার কথা থেকে দলিল দেয় তা সেই জানে। আমরা তো এমন শাইখের গোলাম যিনি যা বলেছেন সুস্থ মস্তিষ্কে বলেছেন, খোদার নির্দেশে বলেছেন। সমগ্র পৃথিবীর শাইখগণ যা মৌখিক দাবী করেছেন প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, আমরা প্রেমাসক্ত। এ ধরণের ভূল দুইটি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কারণে হতে পারে। হয়তঃ অজ্ঞতাবশতঃ অথবা প্রেমাসক্ত হয়ে। প্রেমাসক্ত তো এটিই। অজ্ঞতাবশতঃ হচ্ছে এই যে, হুযূর গাউছে আজম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে একজন বুজুর্গ সৈয়্যিদি আবদুর রহমান তাফসুনজী একদিন মিশরের উপর দাঁড়িয়ে বলেন, أَنَا بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ كَالْكَرْكِيِّ أَطْوَلُ عُنُقًا "আমি আউলিয়াদের মধ্যে যেন জিরাফ যার গর্দান সকল বন্য জন্তুর চাইতে উঁচু।" হুযূর গাউছে আজম রাদিয়াল্লাহু আনহুর একজন মুরিদ হযরত সৈয়্যিদি আহমদ রাদিয়াল্লাহু আনহুও উপস্থিত ছিলেন। তার অপছন্দ হয় যে, হুযূর নিজকে নিজে প্রধান্য দিয়েছেন। গুদড়ী (ফকিরের পোশাক) নিক্ষেপ করেন ও দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, আপনার সাথে মল্ল যুদ্ধ করতে চাই। হযরত সৈয়্যিদি আবদুর রহমান তাকে আপাদমস্তক দেখেন। এভাবে কয়েকবার দেখেন ও নিরব হয়ে যান। মানুষেরা তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করেন তিনি বলেন, আমি দেখেছি যে তার দেহের শিরা উপশিরা প্রভুর রহমত থেকে শূন্য নয়। তাকে বলেন, গুদড়ী পরিধান করে নিন। তিনি বলেন, ফকির যে কাপড় খুলে নিক্ষেপ করেন দ্বিতীয় বার পরিধান করেন না। বার দিনের পথে ছিল তাঁর নিবাস। নিজ পবিত্র সহধর্মিনীকে ডাক দেন। ফাতেমা! আমার কাপড় দাও। তিনি সেখান থেকে হাত বাড়িয়ে কাপড় দিয়ে দেন এবং তিনি হাত বাড়িয়ে পরিধান করেন। হযরত সৈয়্যিদি আবদুর রহমান জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কার মুরিদ? তিনি বলেন, আমি গাউছে পাকের গোলাম। তিনি নিজ দুজন মুরিদকে বোগদাদ প্রেরণ করেন হুযূরের কাছে গিয়ে আরজ কর। বার বছর ধরে প্রভুর সান্নিধ্যে যাতায়ত করছি। আপনাকে না যেতে দেখেছি, না আসতে দেখেছি। এ দিকে এ দু'জন মুরিদ চলছেন অন্য দিকে গাউছে আজম রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ দু'জন মুরিদের উদ্দেশ্যে এরশাদ করেন, তাফসুনজ যাও। রাস্তার মধ্যে শাইখ আবদুর রহমানের দু'জন ব্যক্তির সাক্ষাৎ হবে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং শাইখ আবদুর রহমানকে উত্তর দাও যে, যিনি আঙ্গিনায় থাকেন তিনি কিভাবে দেখবেন ঐ ব্যক্তিকে যিনি দালানে থাকেন। যিনি দালানে থাকেন তিনি কিভাবে দেখতে পারেন তাকে যিনি কক্ষে থাকেন। যিনি কক্ষে আছেন তিনি কিভাবে দেখবেন ঐ ব্যক্তিকে যিনি বিশেষ অবগাহন কক্ষে থাকেন। আমি বিশেষ অবগাহন কক্ষে আছি। তার প্রমান এই যে, অমুক রাতের বার হাজার আউলিয়াকে খেলাফতের পোশাকে ভূষিত করা হয়েছে, স্মরণ কর তোমাকে যে পোশাক দেয়া হয়েছে তা সবুজ, তার উপর সোনালী অক্ষরে লেখা আছে কুল হুয়াল্লাহ শরীফ (সূরা ইখলাস)। এটি শুনে শাইখ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আবদুর রহমান মাথা ঝুকিয়ে নেন এবং বলেন, صَدَقَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَهُوَ سُلْطَانُ الْوَقْتِ

প্রশ্ন : কাজি হাউসের ওয়ারিশবিহীন গরু ছাগল ইত্যাদির নিলাম খরিদ কেমন?

উত্তর : হারাম।

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি মহর কবুলের সময় এটি খেয়াল করে যে, এ সময় কবুল করে নিই অতঃপর দেখা যাবে এ ধরনের মানুষদের কী হুকুম?

উত্তর : হাদিসে এরশাদ করেন, এ ধরনের নর-নারী কেয়ামতের দিন ব্যভিচারী নারী পুরুষ হিসেবে উঠবে।

প্রশ্ন : একটি জলসায় অগ্নি পুজারী, খ্রীষ্টান, দেওবন্দী, কাদিয়ানী ইত্যাদি যারা ইসলামের নামনেন তারাও আছেন, সেখানে দেওবন্দীদের প্রত্যাখান করা উচিৎ নয়।

উত্তর : কেন, তাদের সাথে কী সন্ধি ও বন্ধুত্ব করতে হবে, কখনো না, এটি অসম্ভব। ইসলামে এ বিষয়ে কোন ছাড় নেই, আপত্তি নেই।

প্রশ্ন : অগ্নি পুজারিরা বলবে, ইসলামের মধ্যেই মত দ্বৈততা সৃষ্টি হয়ে গেছে।

উত্তর : কখনো না, ইসলামে এখতেলাফ (মতানৈক্য) নেই। ইসলাম এক। এ লোকেরা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। ধর্মান্তরিত হয়েছে। ধর্মান্তরিত দের সাথে বন্ধুত্ব করা মূল কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করার চাইতেও নিকৃষ্ট।

প্রশ্ন : أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى এখানে ওহী দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

উত্তর : তার বর্ণনা পূর্বে দিয়েছেন, أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ...الخ

প্রশ্ন : এ থেকে বুঝা গেল যারা নবী নয় তাদের কাছেও ওহী আসে।

উত্তর : এখানে 'ওহী' দ্বারা উদ্দেশ্য 'ইলহাম'। অন্যস্থানে বলেন, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ এখানে ওহী দ্বারা 'ইলহাম' উদ্দেশ্য। শরীয়তে ওহী নবীগণের জন্য নির্দিষ্ট। অন্যদের কাছে ওহী আসে না। (অতঃপর বলেন) ইশারায় কথা বলাকে ও ওহী বলে। আল্লাহ বলেন, فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا যাকারিয়া আলায়হিস সালাম ইশারায় বলেন, "সকল সন্ধ্যা আল্লাহর তাছবীহ পাঠ কর"।

প্রশ্ন : খাওয়ার মধ্যে বরকত, পানি ইত্যাদিতে,পবিত্র আঙ্গুল থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া মুতাওয়াতির (অকাট্য) ভাবে বর্ণিত।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উত্তর : হ্যাঁ, এটি এবং এ জাতীয় ঘটনাগুলো অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির। হাজার বার পবিত্র আঙ্গুল থেকে পানি বের হয়েছে। খাদ্য অধিক হওয়ার ঘটনা হাজার বার সংঘটিত হয়েছে। যাতে এ ঘটনা অর্থগত মুতাওয়াতির হয়েছে।

প্রশ্ন : উস্তনে হান্নানার ঘটনাও কী মুতাওয়াতির?

উত্তর : উহাতে মতানৈক্য আছে। কেউ মুতাওয়াতির লিপিবদ্ধ করেন। হলেও আশ্চার্যের কিছু নেই। অনুসন্ধান এমন জিনিস যাতে অনেক তথ্য বেরিয়ে আসে। আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করার মাসয়ালাটি উক্ত বিষয়ে আমার কেবলমাত্র দুটি হাদিস মুখস্থ ছিলো। ইজমার ভিত্তিতে তার অকাট্য হারাম আমি সাব্যস্ত করেছি। কুরআনে আজিমের কোথাও তার উল্লেখ নেই। উক্ত বিষয়ে গবেষণা করে চল্লিশটি হাদিস বের করি মুতাওয়াতির সীমা অতিক্রম করে।

প্রশ্ন : মুতাওয়াতির হওয়ার জন্য কত সংখ্যা প্রয়োজন?

উত্তর : কেহ তের চৌদ্দটি হাদিস বলেছেন, কেহ বলেছেন, ত্রিশটি এবং এখানে চল্লিশটি হাদিস হয়ে গেল।

প্রশ্ন : إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا এ হাদিসটি হানাফীদের কাছে সাব্যস্ত আছে কী নেই?

উত্তর : আছে, তদনুযায়ী তাদের আমল। মত বিরোধ কেবলমাত্র এ বিষয়ে যে, ওখানে (মক্কায়) শাস্তি আবশ্যক এবং এখানে (পবিত্র মদিনায়) নয়।

প্রশ্ন : ফাসেক যদি মুসাফাহা করতে চায় তাহলে জায়েয আছে অথবা নেই।

উত্তর : যদি সে করতে চায় তাহলে জায়েয। প্রথম থেকে যেন না করে।

প্রশ্ন : যদি প্রকাশ্য ফাসেক হয়।

উত্তর : যদি প্রকাশ্য হয়, বিদআতীর সাথে না করা উচিৎ।

প্রশ্ন : যাইদ এক ব্যক্তিকে গোপনে পাপ করতে দেখে এখন সে তার পিছনে ইকতিদা করতে পারে কি পারে না।

উত্তর : করতে পারে। এ ব্যক্তি নিজকে দেখবে সে যদি কোন সময় পাপ না করে তাহলে পড়বে না। হাদিসে আছে- تَرَى الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيكَ وَلَا تَرَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِكَ হ্যাঁ, প্রকাশ্য ফাসিকের পিছনে নামায পড়া গুনাহ।

প্রশ্ন : কবর উঁচু করা কী রূপ?

উত্তর : সুন্নাত বিরোধী। আমার সম্মানিত পিতা, সম্মানিত মাতা, আমার ভাইয়ের কবরসমূহ দেখুন এক বিঘত থেকে উঁচু হবে না।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রশ্ন : যদি পকেটে কোন কাগজ লিখা থাকে তাহলে বাথরুমে যেতে পারে কী না?

উত্তর : গোপন অবস্থায় থাকলে যেতে পারে। সতর্কতা হচ্ছে পৃথক করে রাখা।

প্রশ্ন : সনদ যেগুলো স্কুল থেকে দেয়া হয় তাতে অর্ধেক চেহরা আটকানো থাকে তা লাগিয়ে নামায হতে পারে কী পারে না?

উত্তর : হবে তবে মাকরুহে তাহরীমা।

প্রশ্ন : হুযূর! ইমাম আবু হানিফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে আবু হানিফা কেন বলে?

উত্তর : হানিফ অর্থ পৃষ্ঠাসমূহ। হুযূরের প্রথম থেকেই লিখার প্রবল আগ্রহ ছিল।

প্রশ্ন : যদি মাঝ দরিয়ার নৌকা থেমে যায় তাহলে তার উপর কী নামায হবে?

উত্তর : যদি অবতরণ করতে না পারে তাহলে হয়ে যাবে নতুবা হবে না।

প্রশ্ন : হুযূর! নৌকা তো স্থির হয়ে আছে?

উত্তর : নৌকা পানির উপর অথবা জমিনের উপর। পানির উপর অবশ্যই স্থির তবে পানি স্থির নয়।

প্রশ্ন : আউলিয়াদের অলৌকিক শক্তি দ্বারা যদি সিংহাসন শূণ্যে থেমে যায় তার উপর নামায হবে কী হবে না?

উত্তর : হবে না, কেননা তার নিচে বায়ু ভূমির উপর স্থিতিশীল নয়। হ্যাঁ, সিংহাসন থেকে ভূমি পর্যন্ত আবহাওয়াসমূহ যদি জমাট বাঁধা হয় তাহলে নামায হবে। উত্তর মেরুতে অত্যধিক তুষার পাতের কারণে সমূদ্র এমনভাবে জমাট বাঁধে কুড়াল দ্বারা খনন করলে ও খনন করা যায় না উক্ত তুষারের উপর নামায পড়লে জায়েয হবে।

প্রশ্ন : যাইদের আমরের সাথে লেনদেন আছে। তার থেকে মাল নিয়ে নিজের দোকানে বিক্রয় করে। যদি উক্ত মাল চুরি হয়ে যায় তাহলে আমির তার মূল্য যাইদ থেকে নেয়ার হকদার হবে কিনা?

উত্তর : যদি সে মুদারিব হয়, তার লেনদেন মুদারিব পদ্ধতি হয় অর্থাৎ সে তার মাল আনে বিক্রয় করে যা লাভ হয় তার অর্ধাংশ অথবা এক তৃতীয়াংশ তাকে প্রদান করে বাকী গুলো নিজের জন্য রেখে দেয় তাহলে মূল্য নিতে পারবে না। হ্যাঁ, মাল যদি যাইদ থেকে কিনে নেয় তাহলে মূল্য নিতে পারবে। কেননা স্বয়ং তার মাল চুরি হয়েছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রশ্ন : যাইদ আমরকে স্বর্ণ-রৌপ্যের তার বানানোর দায়িত্ব দেয়। সে বকরকে দায়িত্ব হস্তান্তর করে। তার কাছে চুরি হয়ে যায় তা হলে যাইদ আমর থেকে ক্ষতি পূরণ নিতে পারে কিনা?

উত্তর : আমর বকর থেকে ক্ষতি পূরণ নিতে পারে না। যাইদ যদি জানে আমর অন্যের মাধ্যমে তৈরী করায় তাহলে যাইদও নিতে পারবে না। কেননা তাতে তার সম্মতি পাওয়া যাচ্ছে। যদি তার এটি অবগতি না থাকে অথবা সে এটি বলে দিয়েছিলো যে, বিশেষ করে তোমাকেই তৈরী করে দিতে হবে। অন্যজনকে দেয়া যাবে না। এমতাবস্থায় যাইদের ক্ষতি পূরণ নেয়ার ক্ষমতা ও সুযোগ আছে।

Nicher link e click koren:
website: www.yanabi.in
whatsapp group: www.wa.yanabi.in
facebook page: www.fb.yanabi.in
youtube: www.yt.fb.yanabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in